বিজ্ঞাপন।

জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করিবার এক খানিও রীতিমত পুস্তক নাই, অথচ জমিদারী কার্য্য শিক্ষা করা অস্মদ্দেশে বিশেষ প্রয়োজনীয়। জমিদারী সম্বন্ধীয় ও অপর২ বিষয়ের সামান্যতঃ দলিলাদি আমরা উকিল দ্বারা লেখাইয়া লইনা, এবং আমাদের দেশের ন্যায় অর্থ শূন্য দেশে উকিল দ্বারা সর্ব্বদা কার্য্য করান সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ সকল দলিল লেখার রীতি গৃহস্থ মাত্রেরই জানা আবশ্যক, এবং বালকদিগকেও শিক্ষা করান নিতান্ত উচিত।

উপরিউক্ত বিষয়ের অভাব দূরীকরণার্থে এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে জমিদারী সৃষ্টির বিবরণ, এবং জমিদারী সংক্রান্ত শব্দ সকলের অর্থ, এবং জমিদারী সমস্ত কাগজ পত্র লিখিবার আদর্শ, ও জমিদারের ও আমলা, বর্গের কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়ম, এবং বাকী খাজানার, ও নিরিখ, ও অষ্টম করিবার রীতি নীতি ও তৎ সংক্রান্ত আরজী, ও ওকালতনামা, মোক্তার নামা ইত্যাদি, ও নানা প্রকার পাট্টা, কবুলতি, ও আমল নামা, ও ছাড়, এবং দান পত্র, উইল, কোবালা, কট কোবালা, অনুমতি পত্র, খত, ও বন্দকী খত, ইত্যাদি এবং নগদ টাকার ও ধান্য বাড়ির ও তেজারতের নিয়ম, ও তৎ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদি লিখিবার আদর্শ, এবং জমিদারী দশ সালাবন্দোবস্তের আইন, ও জমিদারী বণ্টন, ও পৃথক হিসাব খুলিবার ও রাজা প্রজা সংক্রান্ত আইন, ও তদতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প আইনের চুম্বক, ও দলিলাদী রেজিষ্টরী করিবার ফিচের নিয়ম, সংক্ষেপ ও সরল ভাষায় বিন্যস্ত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে আমি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন, এই পুস্তক সাধারণের কিছু মাত্র উপকারী হইলেই, আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব ইতি সন১২৮৯ সাল।

শ্রীমহানন্দ দাস
সাঃ গোবরা, জেলা নদীয়া,
পোষ্টাপীস কাঁটোয়া, হাল মোকাম সাড়াপুলী,
জেলা হুগলী, পোষ্টাপীস বৈদ্যবাটী।

(শুভঙ্কর দাসের জন্ম বৃত্তান্ত)

জেলা পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমাণের ইন্দরানি পরগণার সামিল সিঙ্গী গ্রামে, প্রিয়ঙ্কর দাস নামক একজন কায়স্থ বাস করিতেন, তাঁহার সময় কালে সন্তানাদি নাহওয়ায়, বহুবিধ দেবার্চ্চনার দ্বারা যথাকালে একটী পুত্র ভুমিষ্ঠ হয়। পুত্রের নাম করণ সময়ে সুধাকর দাস আখ্যা প্রদান করেণ। সুধাকর ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া শৈশব পাঠাবস্থা হইতেই অসাধারণ ধীসম্পন্নতার লক্ষণ দর্শাইতে লাগিলেন, এবং সর্ব্ব প্রকারের অঙ্ক বিদ্যার সবিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া, নানা রূপ সঙ্কেত ও জমিদারী সংক্রান্ত অরিজা প্রভৃতি, সুন্দর ও সুকৌশলে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যদিও দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাহার পিতার পরলোক হওয়ায়, তৎকালিন হইতেই সংসার যাত্রার ভারার্পিত হয়েন, তথাচ অতীব মেধাশালি ও শ্রোত্রিধর হওয়াতে অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ও পারসী ভাষা অধ্যয়ণ করিয়া গুণীজন সমাজে গণনীয় হইলেন। এবং তাঁহার এবম্বিধ যশ সহর মুরসীদাবাদের নবাব সাহেবেরও শ্রুতি গোচর হয়। বোধ করি যেন সুধাকরের গুণের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে বলিয়াই এক বার উক্ত নবাব সাহেব তাঁহাকে আওহবান করিয়া আদেশ করেন যে, আমার অধীনস্থ প্রদেশ কয়েকটীর কাগজাৎ দিল্লির সম্রাটের নিকট প্রেরিত হওয়াতে, দিল্লিশ্বর যথোচিত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া পুনঃ প্রেরণ করিয়াছেন, এমতে উক্ত কাগজাৎ সংশোধন জন্য তোমাকে অর্পণ করা হইল। এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সুধাকর অলৌকিক বুদ্ধিবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত কাগজাৎ সংশোধন করিয়া প্রত্যর্পণ করেন।

ইহাও কথিত আছে যে ঐ সমস্ত সংশোধিত কাগজাৎ দিল্লিশ্বর প্রাপ্তে, বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া নবাব সাহেবকে খেল্লাৎ দেন, এবং নবাব সাহেবও যথোচিত সন্তোষিত হইয়া সুধাকর কে বহুপরিমাণ অর্থ ও কথক গুলিন নিস্কর ভুমি প্রদান করেন, এবং শুভঙ্কর দাস আখ্যা প্রদান করিয়া ঘোষনা করিয়া দেন, সেই হইতেই শুভঙ্করের মতে অনেক কার্য্য চলিতেছিল, এবং এক্ষণেও চলিতেছে। এইরূপে যশস্বী হইয়া, কালে ধন ও বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা বহু সম্পত্তিশালি, ও সর্ব্ব গুণাকর হইয়া শেষাবস্থায় ৺ ভাগীরথী তীরে দেহ ত্যাগ করেন। এই বংশেই মহাত্মা কাশিরাম দাসের জন্ম হয়।

ওকালত নামা, মোক্তার নামা, এবং অষ্টমের আরজী অষ্টমের ইস্তাহার, ইস্তাহার জারীর রসিদ ইত্যাদির (ফারম) অর্থাৎ লিখিবার ধারা। ... ২১৭।২৩৫

(৭ম পরিচ্ছেদ)

জমিদারী সংক্রান্ত পাট্টা, কবুলতি, (যথা) গোমাস্তার, ও নায়েবের, কবুলতি, ও জামিনী, ওজরিপ আমীনের একরার, প্রজাগণের মৌরসী, মোকররী, ঠিকা, ও মেয়াদী, ও বসত, ও জলকর, ও কোরফা ইত্যাদি পাট্টা, ও কবুলতি, ও ইজারা, এবং পত্তনি বিলির, পাট্টা ও কবুলতির ফারম। ... ২৩৫।২৭১

(৮ম পরিচ্ছেদ)

আমলনামা ছাড় সনন্দ প্রভৃতি। (যথা) জলকর বিক্রয়ের আমল নামা, গোমাস্তা, ও নায়েব, ও জরিপ আমীন, বাহালের আমল নামা ও সনন্দ। শুভ পুণ্যাহের চিঠি, ফরমাইসী চিঠি, বরাতি লিখন, প্রজা তলপের চিঠী, ঠিকা জমা বন্দোবস্তের আমলনামা, ও বাজারের দান তোলা মহালের মেয়াদি আমল নামা, ও লাখেরাজের ছাড় ইত্যাদির ফারম। ... ২৮২।২৭৮

(৯ম পরিচ্ছেদ)

সাধারণের আবশ্যকিয় দলিল সকল। (যথা) খত, বন্দকী খত, কোবালা, কট কোবালা, ফারখত, গোমাস্তার ফারখত, কিস্তীবন্দী, রসিদ, একরার, দান পত্র, উইল, দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র, বণ্টন পত্র, বিবাহের কাবিল নামা, বিবাহের সুদৃঢ় পত্র, ও লগ্ন পত্র, ইনডেম্‌নিটীবণ্ড, পার্ট নারসিপ্‌ কারবার নামা ইত্যাদি লিখিবার ফারম। ২৭১।২৯৩

(১০ম পরিচ্ছেদ)

নগদ টাকার কারবারের, ও ধান্যবাড়ির কারবারের নিয়ম, ও তৎ সংক্রান্ত কাগজ পত্রাদীর আদর্শ। ... ২৯৪।৩০৩

(১১শ পরিচ্ছেদ)

জমিদারী সংক্রান্ত আইন সকল (যথা) দশ সালাবন্দোবস্তের আইনের, ও ভূমি বণ্টন, ও আলাহিদা হিসাব খুলিবার, ও স্পেসেল রেজিষ্টরীর, ও রাজা প্রজা, ও খারিজ দাখিল সংক্রান্ত আইনের সারাংশ, তদতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প আইনের চুম্বক, দলিল রেজিষ্টরীর ফিচের নিয়ম। ... ৩০৪।৩৩২

পৃষ্ঠা

অ অ অ

অনুমতি পত্র দত্তক গ্রহণের ২৮৬
অষ্টমের নিয়ম ২১৪।২১৬
ঐ আরজী ২২৯।২৩০
ঐ ইস্তাহার ২৩০।২৩১
ঐ ইস্তাহার জারীর রসিদ ২৩১।
আবাদ তরদ্দুদের অর্থ ২৮
ঐ শালি জমীর ২৬
ঐ সুনা জমীর ২৯
আমলনামা গোমাস্তার ২৭৩
ঐ জরিপ আমীনের ২৭৪
ঐ ঠিকা জোতের ২৭২
ঐ দান তোলার ২৭৮
ঐ নায়েবের ২৭৪
ঐ পত্তনির ২৭৬
ঐ বিলবাতা বিক্রয়ের ২৭২
ঐ ইজারার ২৭৭
আরজী জমা নিসস্তর ২১৯।২২০
ঐ জোত উচ্ছেদের ২২২।২২৩
ঐ বাকী খাজানার ২২১।২২২
আইন খারিজ দাখিলের ৩২৮
ঐ জমিদারী বণ্টনের ৩০৭।৩১১
ঐ দলিল রেজিষ্টরীর ফিচ ৩২৮।৩২৯

পৃষ্ঠা

অ অ অ অ

আইন দশ সালাবন্দবস্তের ৩০৪।৩০৬
ঐ সতন্ত্র হিসাব খুলিবার ৩১৬।৩১৭
ঐ রাজা প্রজা সম্বন্ধে ৩১৭।৩২৮
ঐ অষ্টমের ৩১১।৩১৬
ঐ ষ্ট্যাম্প মূল্য ৩২৯।৩৩২
ঐএপ্পেসেল রেজিষ্টরী ৩১৭।৩২৮

এ এ এ এ

একরার নামা ২৮৯।২৯০
এক আঁকী ডিহির ১৮৪
এক আঁকী মফঃস্বলের ইহার নীচে জমা ওয়াশীল বাকি ২ ফৰ্দ্দ ১৭০

ই ই ই ই ই

ইজারা ১১
ইন্ ডেম্ নিটীবণ্ড ২৯২।২৯৩
ইস্তফা ২২৭
ইস্তফার নিয়ম ২১১

উ উ উ উ

উঠিত পতিত ২৮
উইল ২৮৭
একোয়াল ৯৪।৯৮
একোয়ালের বিবরণ ৬০

ও ও ও ও

ওরফে ৩৩
ওকালত নামা ২২৩।২২৪

বর্ণানুক্রমিক সুচী পত্র।

	পৃষ্ঠা
ক ক ক ক	
কবুলতির অর্থ	১৩
ঐ ইজারার	২৪২।২৪৪
ঐ কোরফা	৩৭০
ঐ গোমাস্তার	২৩৫।২৩৭
ঐ জলকরের	২৬৮
ঐ ঠিকার	২৬৬
ঐ নায়েবের	২[illegible]৭।২৩৯
ঐ পত্তনির	২৪৭।২৫০
ঐ ফলকরের	২৬৫
ঐ বসত জমার	২৬০
ঐ মেয়াদি	২৬২।২৬৩
ঐ মৌরসী	২৫৪।২৫৬
ঐ সাধারণ	২৫৭।২৫৮
কর বৃদ্ধীর নিয়ম	২০৯
কারবার নামা	২৯৩
কিশমত	১১
কিস্তীবন্দী	২৮৪
কোবালা কটের	২৮২
কোবালা বিক্রয়ের	২৮১
খ খ খ খ	
খত	২৭৯
খতবন্ধকী	২৮০
খতিয়ানের আদর্শ	৮৮।৯৩
খতিয়ানের বিবরণ	৫৯।৬০
খরচের শব্দ সকলের অর্থ ইরশাল হইতে তহবিল তছরূপাত	৫৫।৪৭

	পৃষ্ঠা
গ গ গ গ	
গুজরৎ	১৫
গুজস্তা	৪৫
গোমাস্তার কার্য্য প্রণালী	৩০৫।২০৭
চ চ চ চ চ	
চাকরান জমিদারী	২২
ঐ মুজরাই	২৯
চালান এক যাই ডিহির	১৮৫
চালান একযাই মফঃস্বলের	১৬৯
চালান মফঃস্বলের	১৫৯
চিঠা ১ নং	৬৮।৭৬
ঐ ২ নং	৭৭।৮৭
ঐ গুণ	৫৮।৫৯
চিঠি গোমাস্তার উপর	২৭৬
ঐ প্রজার উপর	ঐ
ঐ বরাতি	২৭৭
ঐ শুভ পুণ্যাহের	২৭৫
চিহ্নিত	৩৪
ছ ছ ছ ছ ছ	
ছাড় লাখেরাজ	২৭৫
জ জ জ জ জ	
জমা খরচের শব্দ সকলের অর্থ উৎপন্ন হইতে চৌথ জমা পর্য্যন্ত	৫৩।৫৪
জমা ও খরচের অর্থ	৬৪।৬৫
ঐ ঐ ডিহির	১৭৯।১৮০
ঐ ঐ মফঃস্বলের	১৩৬।১৫৮

খামার জমীর তপঃসীল নিজ জোত হইতে খুঁট গাড়ি ১৯।২১
খাস তহশীল ১১
খুঁট ৪৫
জ জ জ জ
জমা হাজিরা ৫১
ঐ ইস্তমুরারী ১৮
ঐ বন্দীর গুণ ও সঙ্কেৎ ৬০।৬১
ঐ বন্দীর ফারম ৯৯।১০৪
ঐ শব্দের অর্থ ৪৫
জমা ওয়াশীল বাকীর বিবরণ ৬৩
জমা ওয়াশীল বাকীর শব্দ নতা হইতে জের ৪৬।৫৩
জমুলা ৪৫
জরিপের বিবরণ মায় সব বিত্তরি জরিপ ৩২।৪৫
জরিপ আমীনের একবার ২৪১।২৪২
জামিনি নামা গোমাস্তার ২৪০।২৪১
জোত উচ্ছেদের নিয়ম ২০৯
জমী খিঁচা ২৭
,, খিল ,,
,, গরলায়েক ৩০
,, চর পয়স্তী ৩২
,, জল হরি ২৫
জমিদারী সৃষ্টির বিবরণ ১।৮
জমা খরচ সদরের ১১৪।১১৪
নিচে জমা ওয়াসীল বাকী ৴০ ফর্দ্দ
জমা পলতকা ৫১
ঐ মোকররী ১৮
ঐ মোৎকদমী ঐ
ঐ মৌরসী ঐ
জমী জিজিরাচর ৩১
জমী নিস্কর দেবোত্তর হইতে জায়-গীর পর্য্যন্ত ২৩।২৪
জমী পতিত ২৪
ঐ পয়স্তী ৩১
ঐ বাগাৎ ২৫
ঐ বালিমুদা ৩০
জমী বাস্তুভিটা ২৪
জমী মাঠাল ২৫
জমী লায়েক পতিত ৩০
জমী শালি ৪ প্রকার ২৫।২৬
জমী সিকস্তী ৩১
জমী সুনা ৪ প্রকার ২৭।২৮
জমী হাজা ৩০
জমী হাশীল ২৪
জমীদারী ৯
জমীদার ৯
জমীদারী কাগজের নাম ও গুণের বিবরণ ৫৮।৬৭
,, কাছারী ও আমলা ২০০।২০২
জমিদারের কর্ত্তব্য মায় গোমস্তার নামে নালীশ ২০৩।২০৫
জমির রকবা এবং বিক্রর বিবরণ ২৪

পৃষ্ঠা

ত ত ত ত

তালুক ৯
,, পত্তনি ঐ
,, সামিলাত ঐ
,, হুজুরি ,,
তেজারতি ধান্য বাড়ির ৩০০|৩০৩
তেজারতি নগদ টাকার ২৯৪|২৯৯
তৌজী ৩০৫|১০৬
তৌজীর বিবরণ ৬১

দ দ দ দ

দরখাস্ত ক্রোকী ফসল বিক্রয়ের ২২৬
,, খাজানা আনামতের ২২৮|২২৯
,, নোটীস জারীর ২১৮
,, সত্য পাঠের অনুমতির ২২৪
,, ইস্তফা জারীর ২২৮
দরনিটং ২৮
দরফর্দ্দী ডিহির ১৮৬
ইহার নীচে জমাওয়াশীলবাকী ১ ফর্দ্দ
দাখিলা গোমাস্তার ১৩৫
দাখিলা প্রজার ১৩৩|১৩৪
দাখিলার বিবরণ ১৫
দান পত্র ২৮৫|২৮৬
দেওয়ান ও ম্যানেজারের কর্ত্তব্য ২০৮|২০৯

পৃষ্ঠা

ন ন ন ন

নিকাশ, মফঃস্বলের ১৭২|১৭৩
,, সম্বন্ধে শব্দাদীর অর্থ ও প্রণালী ৬৫|৬৭
,, উৎপন্ন, ডিহির ১৮৫
,, উৎপন্ন, মফঃস্বলের ১৭১
নোটীস কর বৃদ্ধির ২১৭
,, ফসল ক্রোকের ২২৫
,, মিউনি সিপ্যালিটী নগরের ২১৯|২২০

প প প প

পত্তনি তালুক সৃষ্টির বিবরণ ১০
পাট্টা কোরফা প্রজার ২৭১
,, জল করের ২৬৯
পাট্টা ঠিকা জমার ২৬৭
,, পত্তনির ২৫১|২৫৪
,, বসত জমীর ১৬১
,, বাগীচার ২৬৫
,, মেয়াদি ২৬৩|২৬৪
,, মৌরসী মোকররী ২৫৬|২৫৭
,, সাধারণ প্রজার ২৫৭|২৫৮
,, অর্থ ১৩
,, ইজারার ২৪৫|২৪৬
পিতল গোলা ১২
প্রজা ১২
,, কোরফা ১৩
,, খোদকস্তা ১৭
প্রজা নাতান ১৩
,, পাইকস্তা ১৭

প্রজা সাতান ১৩
,, সাহা ১৩
,, উটবন্দী ১৭
ফ ফ ফ ফ
ফসল ক্রোকের জিম্বা নামা ২২৬
,, ক্রোকের নিয়ম ২৬
ফারখত কর্জ্জ শোধের ২৮৩
,, গোমাস্তার ২৭৭
ব ব ব ব ব
বণ্টন পত্র ২৮৮
বাকী খাজানার নালিশের আ-
,, দালত ২১১
,, খাজানার নালিশের কোর্ট-
ফিচ ২১২।২১৩
,, খাজানার নালিশের কার্য্য-
প্রণালী ২১৪
,, খাজানার নালিশের ক্ষমতা
পত্র ২২৪।২২৫
বাকী জায়ের বিবরণ ৬৩।৬৪
বাকী আনামতের নিয়ম ২১১
বাটী ভাড়ার এগ্রীমেণ্ট ২৯০
বায়নানামা ২৮৪।২৮৫
বিলাত ১২
বিবাহের কাবিলনামা
২৯০।২৯১
,, লগ্ন পত্র ২৯২
,, সুদৃঢ় পত্র ২৯১।২৯২
ম ম ম ম
মহাল রাইয়তী খামার দিগর
১২।১৩
মারফত ১৫
মুজ রাঁয়ের অর্থ ২২
মুদা ফৎ মেয়াদি ৩২।৩৩
মোক্তার নামা খাস ২৩৪।২৩৫
মোক্তার নামা আম ২৩২।২৩৪
মোদামী ৩১
মৌজা ১১
র র র র
রবি খন্দ ২৮
রসিদ ২৮৯
স স স স
সন ১৪
সনন্দ গোমাস্তার ২৭৩
,, জরিপ আমীনের ঐ
,, নায়েবের ২৫৪
সরবরাকার হইতে সীমানা
১২।৪৬
সেহা সমস্ত ১৭৫।১৯৩
হ হ হ হ হ
হকুক ১২
হস্তবুধ ৪৮
হার নিরিক ২৮
হাঁসতু বেরিজ ৫৩
হিসাব থোকা হইতে আট সাট্টা
১০৭।১৩২
হিসাব আট সাট্টার বিবরণ ৬৩
হুকুম নামা জরিপের ২৭৪
হুকম নামা ফরমাইসের ২৭৫
হুকুম নামা খারিজদাখিলের
২৭৫

জমিদারী সারসংগ্রহ।

উপক্রমণিকা।

জমিদারী সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১। জমিদারী হিসাব, নিকাশ, ও কাগজ পত্রাদি সেহাখত বিদ্যার সঙ্কেত মতে চলিতেছে। সেহাখত বিদ্যা মহাত্মা শুভংকর দাস কতৃক সৃষ্টি হয়। পুর্ব্বতন হিন্দু, ও মুসলমান, সম্রাট দিগের সময়ে জমিদারী কার্য্য সুপ্রণালী বদ্ধ ছিলনা। তাহার পর আক্‌বর খাঁর রাজত্ব কালে, রাজা তোডারমল, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা, বিভাগের দেশ সকলের সমস্ত জমি পয়মাষ করিয়া, মৌজা, কিশ্‌মত, তরফ, পরগণা, ও ডিহি, প্রভৃতির যাহার যে সখ্যা, ও সীমা, নির্দ্দিষ্ট করিয়া, চাকলা ২ সীমা বদ্ধ, ও দেহাবন্দী প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুত করেন। এবং ভুমি সকলের রকবা, ও বিরূ, শালি সুনা, বাস্তু, উদ্‌বাস্তু, বাগাত প্রভৃতি যাহার যে রূপ হার, ও নিরিখ, সমস্ত বিধিবদ্ধ করেন, এবং প্রজাগণের ঠিকা, ও কায়েমি, যাহার যেরূপ স্বত্ব, সমস্ত নিরাকরণ করিয়া, গ্রাম সকলের জমার হস্তবুদ স্থির করেন। পেটাও তালুক প্রভৃতিরও সেই সময়েই সৃষ্টি হয়।

২। যে দেশের যে রূপ আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি চালি চলন জল বায়ু এবং প্রচলিত ভাষা ও ভুমির উৎপন্ন শক্তি সমতা অনুসারে (তাহা বিবেচনা করিয়া যত দূর পর্য্যন্ত এক প্রকার বোধ করিয়া ছিলেন সেই পর্য্যন্ত) এক এক খানি প্রধান ২ গ্রামের

করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি ঐ লাটের মহালের জমির প্রকৃত অধিকারী এবং জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আর ঐ সকল জেলায়২ অপর অপর দেওয়ানি ও ফৌজদারি প্রভৃতি হরিয়েক আদালত স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অত্র ক্ষুদ্র পুস্তক মধ্যে বিস্তার বর্ণনের প্রয়োজনাভাব।

৭। জমিদারগণের নিকট হইতে পূর্ব্বে এক্ষণকার মত তাহুত জমা আদায় হইতনা, তখন কিছু বাকী পড়িলে, কালেক্টরি হইতে ঐ বাকী টাকার সুদ ও খরচা ধৃত করিয়া লইয়া বাকী টাকা আদায় লওয়া হইত। এবং জমীদার গণকে শাসন জন্য কিছু২ জরিমানা করিয়া লওয়া হইত। পূর্ব্বে ১২ কিস্তীতে তাহুত জমা আদায় হইত। তাহার পর ক্রমে ৪ কিস্তীতে খাজানা দাখিলের নিয়ম হইয়াছে। ইংরাজী সনের জুন মাহার ২৮ তারিখ, সেপ্টেম্বর মাহার ২৮ তারিখ, ডিসেম্বর মাহার ২৮ তারিখ, পূর্ব্বে-রীতিছিল, অতি অল্পদিন হইতে পৌষ মাহায় প্রজাগণের ধান্য বিক্রয় করিয়া দিবার সুবিধা জন্য জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। এবং মার্চ মাসের ২৮ তারিখে, এই চারি কিস্তীতে বৎসর২ কালেক্টরিতে খাজানা দাখিল করিবার নিয়ম অর্থাৎ বাঙ্গলা আষাঢ় আশ্বিন পৌষ চৈত্র এই চারি মাসের উপরের লিখিত ইংরাজী মাসের তারিখের সঙ্গে মিলন করিয়া বাঙ্গালা যে২ তারিখ হয় সেই২ তারিখে ১০ টার সময় হইতে সূর্য্য দেব অস্তাচলে গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে জেলার যে মহাল হইবেক সেই২ কালেক্টরিতে ছাপার ফারমের দুই খণ্ডে চালান লিখিয়া আপন২ দেনা খাজানার টাকা জমিদার গণকে চালান সহ দাখিল করিতে হয় ঐ চালানের ১ খণ্ড কালেক্টরি সেরেস্তায় থাকে, অপর খণ্ড জমিদার গণ দাখিলা স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

৮। উপরের লিখিত ধার্য্য দিবসে কালেক্টরিতে তাহুত জমা আদায় দিতে ত্রুটি করিলে কিম্বা যৎকিঞ্চিত বাকী থাকিলে যে নম্বর মহালে বাকী থাকিল তাহা বাকী পড়া গণ্য হইয়া ৩ মাস গতে ৩০ দিন বাকী থাকিতে ৫০০৲ টাকা হইতে যত টাকার মহাল হউক গবর্ণমেণ্ট গেজেটে সাধারণের বিদিতার্থে ছাপা হইয়া যে জেলার কালেক্টরির অধীন মহাল হইবেক সেই২ কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে প্রকাশ্য নিলামে বাকী পড়া মহাল বিক্রয় হইবেক ৫০০৲ টাকার ন্যূনের মহাল হইলে বিনা ইস্তাহারেই ঐরূপ ৩ মাস গতে নিলাম হইবে। কিন্তু যে জমিদারের বাকী পড়িল, তিনি, কি কারণে বাকী পড়িয়াছে তাহার বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া বাকি টাকা দাখিল করিয়া লইবার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের হজুরে প্রার্থনা করিতে পারিবেন। কালেক্টর সাহেবের আইনানুসারে এরূপ ক্ষমতা আছে যে যদি তিনি উচিত বোধ করেন তবে বাকী টাকা দাখিল করিয়া লইয়া লাট খোলাসা দিতে পারেন। যদি তিনি তাহা না করেন তবে জমিদারগণ কমিশণার সাহেবের হজুরে ও তাঁহার হুকুমের নারাজীতে সদর বোর্ড পর্য্যন্ত আপীল করিয়া খোলাসা পাইতে পারেন কিন্তু যদি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারেন তবে নিশ্চয় নিলাম হইবে। ঐ নিলামে যে ব্যক্তি ক্রয় করেন তিনি ঐ নম্বর তৌজির মহালে জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন, যদি আংশিক মহাল না হয় তবে ঐ নিলামে খরিদ করাকে বয়স্মুলতানে খরিদ করা বলে। খরিদার পুর্ব্ব জমিদারের কৃত পাকা বন্দোবস্তাদি সমস্ত রহিত করিতে পারেন আইনানুসারে স্পেষেল রেজেষ্টারি করা থাকিলে পারেন না।

পূর্ব্বে শরিকি মহলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকী পড়িলে কালেক্টর সাহেব নোটীস জারী করিয়া আদায় লইতেন তৎসম্বন্ধে সকলের

ভ্রম সংশোধনার্থে ১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ৪ নম্বর সারকিউ-লারের মর্ম্মমতে সন ১৮৮২ সালের ২ মে তারিখে জেলা হুগলীর কালেক্টর সাহেব যে ইস্তাহার দিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিলাম।

যখন কোন মহালের, অতি অল্প বাকী পড়ে, তখন নোটীস দেওয়া উচিত, ঐ অত্যল্প শব্দের অর্থ কোন নির্দ্ধারিত অঙ্কে বর্ত্তিতে পারে না কারণ কোন মহালের সদর জমা ১০০০ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা বাকী পড়ে তবে তাহাকে অত্যল্প বাকী বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে মহালের সদর জমা ১০৲ টাকা তাহার ৫৲ টাকা বাকী পড়িলে ঐ বাকীকে অত্যল্প বলা যাইতে পারেনা এতাবত মহালের মোট সদর জমার হার হারি মতে বাকী যদি অত্যল্প হয় তবে সেই স্থলে কেবল মালিকের নামে নোটীস জারী হইতে পারিবে অন্য স্থলে নহে এবং যে মহালের ২ বার কি ততোধিক বার পূর্ব্বে বাকী পড়িয়াছিল তাহা উপরি উক্তমতে অত্যল্প বাকী হইলেও তদজন্য কোন নোটীস জারী হইবার প্রয়োজন হইবেনা ও দেওয়া যাইবেনা।

৯। কালেকক্টরি নম্বর ভুক্ত কতক গুলি, আয়মা মহাল থাকে, তাহার অধিকারীগণ জমিদার নহে, তাহাদিগে আয়মাদার বলে। তাহাদিগকেও, জমিদারের ন্যায়, ঐ রূপ নিয়মিত দিনে, বৎসর২ খাজানা দাখিল করিতে হয়, এবং বাকী পড়িলে নিলাম হইয়া থাকে। আরও কতক গুলি পাকা বন্দোবস্তী মহাল, কালেক্টরি নম্বর ভুক্ত ছিল, মজকুরি, হজুরিতালুক, সিক্মিতালুক, মোস্তাজি ঠিকাজমা মোকররিইজারা, এবং ফরিদপুর জেলায় হাওলা জমা, এবং গাঁতি জমা ইত্যাদির, অধিকারীগণেরা অধিকাংশ জমিদারের অধীন থাকিয়া তাহুত জমা আদায়দেয়। কোন ২ স্থানে স্বাধীন

তালুকদারও আছে। যথা, হজুরি তালুক, ইত্যাদি। অধীন তালুকদারগণকে, পেটাও তালুকদার বলে, এবং ঐ সমস্ত পেটাও তালুকদারগণের উপর, জমিদারের কোন ক্ষমতা নাই, কেবল জমিদারগণ খাজানা ও সেযাদি পাইবার অধিকারী। জমিদার-গণের স্বত্ব, নিলাম হইলেও ইহাদের স্বত্ব লোপ হয় না ইহা সেওয়ায় পত্তনি বন্দোবস্তের যে নিয়ম আছে, তাহা বহু পুরাতন নহে তদ্বিষয় পরং বর্ণন করিলাম।

জমিদারী সারসংগ্রহ।

জমিদারী রেভিনিউ তেজারতি এবং জমিদারী সংক্রান্ত ও ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টরি আইন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(জমিদারী)

১০ দশ শালা বন্দোবস্ত সময়ে যে সকল মহাল বন্দোবস্ত হইয়া, ভোগাধিকারীগণের নামে নম্বর পড়িয়া কালেক্টরি তৌজী ভুক্ত হইয়াছে তাহাকে জমিদারী বলে।

(জমিদার)

কালেক্টরি তৌজির লিখিত নম্বর ওয়ারি মহাল সকল যাহারা অধিকার করিয়া তাহুত জমা আদায় দেয় তাহাদিগকে জমিদার বলে।

(হুজুরিতালুক)

গবর্ণমেন্টর খাস মহালের কোন অংশের ভোগাধিকারীগণ তহশীলদার গণের নিকট খাজানা আদায় না দিয়া কালেক্টরিতে দাখিল করে ঐ সকল মহালকে হুজুরি তালুক বলে।

(সামিলাত তালুক)

যে সকল মহালের প্রকৃত তাহুত জমা কালেক্টর বরাবর আদায় না হইয়া জমিদারের নিকট আদায় দিতে হয় ঐ সকল মহালকে সামিলাত কিম্বা পেটাওতালুক বলে, অর্থাৎ মজুকুরি ইত্যাদি।

(তালুকদার)

জমিদারের অধীনে মহালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহীতাগণকে তালুকদার বলে।

পত্তনি তালুক

জমিদারগণ আপন২ জমিদারীর হস্তবুদ জমায়, সরঞ্জামী ও মালিকানা বাদে যে টাকা স্থিত থাকে তাহা বাৎসরিক খাজানা সববে আদায় পাইবার নিয়মে কিছু টাকা পণ সেলামী গ্রহণ পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাকে পত্তনি তালুক বন্দোবস্ত বলে।

(পত্তনি তালুক সৃষ্টির বিবরণ)

বর্দ্ধমানাধিপতি ধিরাজ বাহাদুরের অধিক জমিদারী, তাহা খাস তহশীলের দ্বারা উত্তম রূপে আদায় ও সুশাসন হয় না। তদ্ধেতু রাজ সরকারের আমলা, মহাত্মা মান গোবিন্দ মুন্সী এইরূপ বন্দোবস্ত পত্তন করেন, সেই হইতে পত্তন বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়া সন ১৮১৯ সালের ৮ আইন প্রচার হইয়াছে।

পত্তনিদারগণ আপন২ তালুকে জমিদারের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, এবং তাঁহার নীচে দরপত্তনি, ছে পত্তনি, ইত্যাদি বিলি করিতে পারেন। পত্তনিদারগণের নিকট হইতে জমিদারগণকে কবুলতি রেজিষ্টরী করিয়া লইতে হয়, এবং বয়নামা, কিম্বা পাট্টা, জমিদারের পক্ষ হইতে দিতে হয়।

পত্তনিদারগণ আপন২ পাট্টা রেজিষ্টরীর তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে জেলার কালেক্টরিতে স্পেসেল রেজিষ্টরী করিয়া লইলে জমীদারের স্বত্ব বয়স্থলতানে বিক্রয় হইলেও ঐ পত্তনি তালুকের স্বত্ব লোপ হয় না।

পত্তনি তালুকদারগণ সহজে খাজানার টাকা আদায় না দিলে হাল সনের বাকীর জন্য অষ্টম করিতে হয় তদ্বিষয়ের সমস্ত বিবরণ আলাহিদা স্থানে লিখিয়াছি।

(ইজারা বন্দোবস্ত)

জমিদারগণ আপন২ জমিদারী ৩।৪ কি ততোধিক বৎসর মেয়াদে হস্তবুদ জমায় মফঃস্বলের আদায় তহশীলের সরঞ্জামী প্রভৃতি খরচা বাদ দিয়া যে টাকা জমা ধার্য্য হয় ঐ জমা বৎসর২ পাইবার স্থির তরে কোন ব্যক্তির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে তাহাকে ইজারা বন্দো-বস্ত বলে। এবং বন্দোবস্ত গৃহীতাকে ইজারদার বলে। ঐ ইজারদার আপন ইজারার মেয়াদ পর্য্যন্ত জমিদারের ন্যায় ইজারা মহালের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। এবং আপন ইজারাস্বত্ব দর ইজারা বিলি করিতে পারেন। জমীদার বরাবর ইজারদারকে কবুলতি এবং জমিদারের পক্ষ হইতে পাট্টা দিতে হয়। মেয়াদ পর্য্যন্ত ইজারা জমায় আর বেশী হইতে পারেনা।

(খাস তহশীল)

জমিদারগণ আপন২ জমিদারীর খাজানা গোমাস্তা কিম্বা তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়াকে খাস তহশীল বলে।

(মৌজা)

জমীদারীর যে সকল গ্রামের এক নম্বর তৌজী, এবং একজন জমিদার অধিকারী, ঐ গ্রামকে মৌজা বলে।

(কিশমত)

যে সকল গ্রামের ২।৩ কি ততোধিক নম্বর তৌজী, এবং ঐরূপ ২।৩ কি ততোধিক জমিদারগণ অধিকারী থাকিলে, ঐ গ্রামকে কিশমত বলে।

(পীতল গোলা)

এক গ্রামের জমি ভিন্ন গ্রামে থাকিলে তাহাকে পীতল গোলা, কিম্বা ছিটা জমী বলে।

(সরাকত)

এক জমিদার অপর জমিদারের অধিকারকে সরাকত বলে।

(সীমানা)

জমিদারগণের আপন২ জমিদারীর যে পর্য্যন্ত যাহার সীমা, তাহাকে সীমানা বলে।

(মহাল)

প্রচলিত ভাষায় জমিদারীকে মহাল বলে। এবং কালেক্টরি নম্বর ভুক্ত মহাল অর্থাৎ গ্রাম সকলকে অমুক নম্বর তৌজীর মহাল বলে। আর ভূমির শ্রেণী সকলকেও মহাল বলে, যথা, মহাল রাইয়তী, খামার, ইত্যাদি।

(হকুক)

যে কোন সম্পত্তির স্বত্বকে হকুক বলে।

(বিলাত)

মফঃস্বল জমিদারীর গ্রাম সকল যাহাতে প্রজাগণ বাস করে, তাহাকে বিলাত বলে।

(প্রজা)

জমিদারের অধিকারের মধ্যে বাস ও কৃষি কার্য্য করিয়া যে সকল ব্যক্তিরা কর আদায় দেয়, তাহাদিগে প্রজা বলে। প্রজা শব্দে রাইয়ত এবং জোতদার বলে, কিন্তু জোতদার শব্দ নাখেরাজ ভূমির প্রজার প্রতি ব্যবহার্য্য।

(সাহাপ্রজা)

জমিদারী সেরেস্তায় যাহাদিগের নাম প্রচার থাকে এবং সাক্ষ্যাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব আদায় দিয়া দাখিলা প্রাপ্ত হয় এইরূপ প্রজাকে সাহা প্রজা বলে।

(কোরফা প্রজা)

সাহাপ্রজার অধীনে যে ব্যক্তি জমি জোত কি বাস করে এবং ঐ সাহাপ্রজার নিকটে কর আদায় দেয়, এইরূপ প্রজাকে কোরফা প্রজা বলে।

(নাতান প্রজা)

যে প্রজার অবস্থা ভাল নহে ও অনায়াসে রাজস্ব আদায় দিতে পারেনা, এইরূপ প্রজাকে নাতান প্রজা বলে।

(সাঁতান প্রজা)

যে প্রজার অবস্থা ভাল থাকে, এবং আপন দেনা খাজানা অনায়াসে আদায় দিতে পারে, তাহাকে সাঁতান প্রজা বলে।

(খাজানা)

প্রজাগণের জমিদারের নিকট বাৎসরিক দেনা কর কে, খাজানা, খিরাজ, রাজস্ব, রাজকর, ও মালগুজারি, এবং প্রজার জমা বলে।

(কবুলতি)

প্রজাগণ জমিদারের নিকট জমী জমা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, বাৎসরিক ধার্য্যকৃত খাজানা আদায় দিবার অর্থে যে কিস্তিবন্দী ও অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দেয়, তাহাকে কবুলতি বলে।

(পাট্টা)

প্রজাগণকে জমী জমা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া জমিদারের পক্ষ হইতে যে হুকুম স্বরূপ লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে পাট্টা বলে।

(শুভ পুণ্যাহ)

বৎসর২ আষাঢ় মাসে, প্রজাগণের নিকট হইতে প্রথম যে কর গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পুণ্যাহ বলে। যে ব্যক্তি ঐ কর অগ্রে দেয়, তাহাকে পুণ্যাহ পাত্র বলে।

(সাজাই)

পুণ্যাহের সময়, যে পাত্রে টাকা রাখা যায়, তাহাকে সাজাই বলে।"সাজাই" মৃত্তিকা কিম্বা পিতলের কলসীকে বলে।

(সন)

বৎসর২ আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে ভাল দিবসে জমিদারীর শুভ পুণ্যাহ হয়। ঐ পুণ্যাহের তারিখ অবধি, পুনরায় আগামী সনের যে তারিখে পুণ্যাহ হয়, তাহার পূর্ব্ব তারিখ পর্য্যন্ত জমিদারীর এক সন হয়। কিন্তু সাধারণ মতে, বৈশাখ মাসে সুরু হইয়া, চৈত্র মাস গতে এক বৎসর হয়, জমিদারী সেরেস্তায় সেরূপ নহে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, জমিদারেরা সাবেক সন, আখিরি বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, বলিয়া লিখিয়া থাকেন।

(কিস্তী)

প্রজাগণের নিকট হইতে, যে২ সময়ে খাজানা আদায়ের নিয়ম থাকে, তাহাকে কিস্তী বলে। কোন২ স্থানে মাসে২ কিস্তী হয়, এবং কোথাও২, ৩ মাস অন্তর কিস্তীর রীতি থাকে।

(রাইয়তী জমার প্রজার তপঃশীল)

(খোদকাস্তা প্রজা)

খোদকাস্তা খোদ শব্দে স্বয়ং, কাস্তা শব্দে গাড়ে, অর্থাৎ স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, যাহাকে হঠাৎ উচ্ছেদ করিতে পারা যায়না। এক্ষণকার চলিত, প্রজা যে গ্রামে বাস করে এবং সেই গ্রামে সেই জমিদারের জমীতে কৃষি করে তাহাকে খোদকাস্তা জমার প্রজা বলে।

(উঠবন্দী প্রজা)

যে পরিমাণ জমী আবাদ করে তাহারি খাজানা দেয়, শস্য উঠিয়া গেলে ঐ জমীর সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ থাকেনা, ইহাকে উঠবন্দী প্রজা বলে।

(পাইকাস্তা প্রজা)

পাইকাস্তা পাই শব্দে পাঃ কাস্তা শব্দে গাড়ে যাহা সহজেই উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ স্বত্ব বিহীন প্রজা। কিন্তু প্রকারন্তরে বলে যে এক গ্রামের প্রজা অপর গ্রামের জমীতে কৃষি করিলে, (অর্থাৎ অপর অধিকারে) তাহাকে পাইকাস্তা জমার প্রজা বলে। আর নদিয়া জেলায় যে উঠিত পতিত জোত আছে, যাহাকে উঠবন্দী বলে, কতক জমী উত্থিত হয় কতক পতিত থাকে, কিন্তু যাহা উত্থিত হয় তাহারই খাজানা জমিদারকে দেয়, এরূপ প্রজাবেও পাইকাস্তা প্রজা বলে।

(ঠিকা জমা)

সরাশরি জোত স্বত্ব, অর্থাৎ যে জমী মেয়াদ করিয়া বন্দোবস্ত

করা হয়, এবং যে জমীর জমা সময়ে২ বেশী করিতে পারা যায়, ও ইচ্ছা হইলে ছাড়াইয়াও লওয়া যাইতে পারে এইরূপ জমাকে ঠিকা জমা বলে, কিন্তু মোস্তাজি ঠিকা যাহাতে কমী বেশী হয়না, এরূপ ঠিকা মৌরস জমার সামিল।

(মৌরস জমা)

যে জমীর খাজানা, বিনা পরিবর্ত্তনে মৌরস হইতে ভোগ হইতেছে, কিম্বা পন সেলামী দিয়া, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমত জমাকে মৌরস জমা বলে। কিন্তু এরূপ পাট্টায় পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শব্দ প্রয়োগ না থাকিলে জীবন স্বত্ব জন্মাইবে।

(মোকররী জমা)

যে সকল জমীর জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় হইতে, এক রূপ মোকরর থাকিয়া, বিনা পরিবর্ত্তনে কর আদায় দিয়া ভোগ হইতেছে, কিম্বা পন সেলামী দিয়া মোকররী স্বত্বের পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ জমাকে মোকররী জমা বলে। কিন্তু কেবল মোকররী জমা লাখেরাজ সম্বন্ধে হইয়া থাকে।

(ইস্তি মুরারী জমা)

যে সকল জমীর জমা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব হইতে ইস্তি মুরারী রূপে বিনা কমী বেশীতে চলিতেছে, তাহাকে ইস্তি মুরারী জমা বলে।

(মোৎকদমি জমা)

যে সকল জমীর জমা, বন্দোবস্ত সময়ের পূর্ব্বে হইতে, বিনা কমী

(গোচর জমী)

গ্রামের সামিল যে কোন পতিত জায়গায়, পশু অর্থাৎ গরু প্রভৃতি চরে ঐ স্থানকে গোচর বলে।

(ভাগাড় জমী)

গ্রামের যে স্থানে পশু আদির মৃতদেহ ফেলান হয়, ঐ স্থানকে ভাগাড় বলে।

(রাস্তা পতিত জমী)

গ্রামের যে স্থান দিয়া প্রজালোকের গমনাগমনের রাস্তা থাকে, তাহাকে রাস্তা বলে।

(খামার মহলের অন্তঃর্গতি সায়রাত মহলের তপঃশীল)

(ঘাসকর জমা)

খাস পতিত জায়গায় বৎসর২ ঘাস, বিক্রয় হইয়া, যাহা আয় হয়, তাহাকে ঘাসকর জমা বলে।

(বনকর জমা)

খামার জায়গায় বনের কাষ্ঠাদি বিক্রয় হইয়া বৎসর২ জমিদারের যে আয় হয়, তাহাকে বনকর জমা বলে।

(জলকর জমা)

জমিদারীর সামিল, নদী, কিম্বা খাল, কি বিল, কি খামারের পুষ্করিণী, ইত্যাদির মৎস্যাদি বিক্রয় হইয়া যে আয় হয়, তাহাকে জলকর জমা বলে।

(রসকর জমা)

খামার জায়গার, খর্জ্জুর গাছের রস বাহির করিবার জন্য, সিউলিগণ নগদ টাকা কিম্বা গুড় যাহা আদায় দেয়, তাহাকে রস কর জমা বলে।

(ফলকর জমা)

জমিদারের খাস বাগিচার, নারিকেল, ও সুপারি, এবং আম্র, কাঁঠাল, লিচু, ইত্যাদি ফল বিক্রয় হইয়া বৎসর২ যে আয় হয়, তাহাকে ফলকর জমা বলে।

(দান তোলা জমা)

খামার জায়গায়, দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের যে হাট ও বাজার বসে, তাহার বিক্রেতাগণের নিকট হইতে, কর স্বরূপ কোন দ্রব্যাদি কি নগদ কিছু যাহা আদায় হয় তাহাকে দান ও তোলা জমা বলে।

(আকর বিক্রয় জমা)

পলাতকা প্রজার ঘর ও যে কোন দ্রব্যাদি থাকে তাহা এবং কোন জমীতে কোল ইত্যাদির কোন রকম খনি উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয় হইয়া যে আয় হয়, তাহাকে আকর বিক্রয় জমা বলে।

(খুট গাড়ি জমা)

কোন খাল, কিম্বা নদীর, ধারে নৌকা নাগাইলে, নাবিকগণের নিকট হইতে যে খাজানা লওয়া হয়, তাহাকে খুটগাড়িজমা বলে।

(চাকরাণ মহালের তপঃশীল)

(মজুরাঞী চাকরাণ জমী)

দশসালা বন্দোবস্ত সময়ে, থানাদারি ইত্যাদির জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে যে জমী বাদ রাখিয়াছেন, ঐ জমীর উৎপন্ন হইতে গ্রাম্য চৌকিদারেরা মাহিয়ানা পায়। কিন্তু চৌকিদারগণকে, জমিদারের মাল খাজানা আদায় করিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে চৌকিদারগণ, জমিদারের কার্য্য করিতে অস্বীকার করায়, উত্তরপাড়া নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মহারাণির নিকট পর্য্যন্ত এ বিষয়ের দরখাস্তের দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া, ঐ চৌকিদারগণকে জমিদারের পাইকি কার্য্য করণ সম্বন্ধে হুকুম করাইয়া, সমস্ত জমিদারগণের চির উপকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ জমীর সঙ্গে জমিদারগণের কোন সংস্রব নাই।

(জমিদারী চাকরাণ)

জমিদারগণ গ্রামের মণ্ডল ও পাইক এবং সাহানা সীমানাদার গণের বেতনের পরিবর্ত্তে মালের জমী হইতে যাহা চাকরাণ প্রদান করেন, ঐ জমী, এবং চাকরগণের প্রতি, জমিদারগণের সম্পুর্ণ ক্ষমতা আছে। জমিদারী চাকরাণ ভোগি চাকরগণের নিকট হইতে, কোন২ স্থানে কিছু২ নজরানা জমা লওয়া রীতি আছে ঐ জমী জমা লওয়া জিমা কাগজভুক্ত থাকে। কোন২ স্থানে নজরানা লওয়ার রীতি নাই। যেখানে২ কাগজভুক্ত নজরানা জমা থাকে, তথাকার কর্ম্মচারিগণের উচিত, যে নজরানার টাকা আদায় লইয়া চাকর গণকে, খাজানা আদায়ের দাখিলা স্বরূপ, দাখিলা না দেন। নজরানা উল্লেখ করিয়া দাখিলা দেন, নচেৎ ভবিষ্যৎ ঐ চাকরগণকে ছাড়াইয়া দিলে আপন২ জমাই জমী বলিতে পারে।

(মজুরাঞী জমী)

মজুরাঞী, শব্দে নিস্কর বাজে জমী, যাহার অন্তঃর্গত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, পিরোত্তর, ফকিরোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর, এবং নিষ্কর আয়মা, জায়গীর, মহাত্রাণ, ইত্যাদি, যাহার কর গবর্নমেণ্ট গ্রহণ করেন না, এই হেতুতে ঐ জমীকে লাখিরাজ এবং ইংরাজীতে রেণ্ট ফ্র্যাও বলে।

(নিষ্কর ভূমির তপঃশীল)

(দেবোত্তর জমী)

হিন্দু দেবতার, সেবা নির্ব্বাহের জন্য, যে ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে দেবোত্তর ভূমি বলে।

(ব্রহ্মোত্তর জমী)

ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণকে, যে ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মোত্তর বলে।

(মহাত্রাণ জমী)

কায়স্থ, বৈদ্য, এবং শূদ্রকে ধর্ম্মার্থে অর্পণ করা ভূমি সকলকে, মহাত্রাণ বলে।

(পীরোত্তর জমী)

মুসলমানদিগের দেবতার সেবা অর্থে, যে সকল ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে পীরোত্তর বলে।

(ফকীরোত্তর জমী)

মুসলমান ফকীরগণকে, উপজীবিকা স্বরূপ, যে ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে ফকীরোত্তর বলে।

(বৈষ্ণবোত্তর জমী)

হিন্দু বৈষ্ণবগণকে, ধর্ম্মার্থে, যে ভূমি প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে বৈষ্ণবোত্তর বলে।

(আয়মা জমী)

মুসলমান মৌলবি, এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে ভূমি নিষ্কর প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে আয়মা বলে।

(জায়গীর)

রাজারা অধীন রাজাদিগকে সৈন্য সংগ্রহের জন্য যে ভূমি প্রদান করেন, তাহাকে জায়গীর বলে।

(জমী সকলের রকবা, বিরূ, এবং রকমের বিবরণ।)

রকবা, গ্রামের মোট জমীকে বলে। বিরূ শব্দে, জমীতে ধান্য, ইক্ষু, পাট, ইত্যাদি যে কোন শস্য জন্মে তাহাকে বলে। রকম শব্দে, বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাগাত, শালি, সুনা, ইত্যাদি। শালি এবং সুনা জমী চারি২ শ্রেণীতে বিভক্ত, আউওল, দুয়েম, সুয়েম, চাহারম, তাহা পরং লিখিলাম।

(হাশীল জমী)

সকল প্রকার আবাদি জমীকে, হাশীল জমী বলে।

(পতিত জমী)

জমীতে আবাদ না থাকিলে, ঐ জমীকে পতিত জমী বলে।

(বাস্তু ভিটা জমী)

যে জমীতে প্রজাগণ, বস বাস করিবার বাটিঘর প্রস্তুত করিয়া, স্বপরিবারে বাস করে, তাহাকে বাস্তু ভিটা বলে। এবং ভদ্রাসনও বলে।

(উদ্বাস্তু জমী)

প্রজাগণের বাটীর বাহিরে, যে পর্য্যন্ত তাহার বাটীর সীমা, তাহাকে উদ্বাস্তু বলে।

(বিরূফের জমী)

কোন জমীর উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি হইয়া, শালি হইতে, সুনা জমীর সামিল হয়, কিম্বা বাস্তু, কি বাগীত, হয়, এইরূপ পরিবর্ত্তনকে বিরূফের বলে।

লালকলমা, বলিদাড়, হাতীশালি, আগুণবালি, কালিন্দী, পেসয়ারি, পক্ষিরাজ, প্রভৃতি ধান্যর জমীকে শালি সুয়েম বলে।

(শালি চাহারম)

যে ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরতাশক্তি কম, এবং মেগি, বাঁকুই, পানি তরাস, কেঁকোবাঁকুই আমন, মোটা সোমরা, নেড়াপুতিআমন, পাথরেআমন, প্রভৃতি ধান্যর জমীকে শালি চাহারম বলে।

(শালি জমী আবাদের নিয়ম)

শালি জমী, যাহাতে আমন ধান্য জন্মে, উহা দুই প্রকারে আবাদ হইয়া থাকে। বুনানি, এবং রোওয়ালি। বুনানি জমী সকল, ফাল্গুণ, চৈত্র, মাসে, হলের দ্বারা চাষ দিয়া, সার ইত্যাদি ফেলাইয়া উত্তমরূপে আবাদ করিয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ, এবং জ্যৈষ্ঠ, মাসে বীজ বুনান করিয়া উহার চারা হইলে, আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে, বর্ষার প্রারম্ভে, অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে, ঐ জমী সকল হলের দ্বারা চাষ দিয়া খুব কাদা করিয়া দিতে হয়। তাহাকে কোন স্থানে কাদান, কোন স্থানে কাড়ান বলে। তাহার পর ঐ চারা সকল কাদার মধ্য হইতে বলিষ্ট হইয়া উঠিয়া ঝাড় বিশিষ্ট হয়। এবং শস্য উৎপাদন করে। যে সকল রোয়ালি ভূমি, তাহারও বীজ ঐ রূপ বৈশাখ, কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই এক খণ্ড ভূমিতে খুব বেশী রকম ফেলাইয়া দিয়া উহার চারা উৎপাদন করিতে হয়। তাহার পর আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে, পুর্ব্ববৎ আবাদি জমীতে জল দাঁড়াইলে ঐ জলের উপর হলের দ্বারা ভুমি সকল উত্তমরূপে চাষ দিয়া কাদা প্রস্তুত করিতে হয়। এদিগে চারা সকল উঠাইয়া প্রস্তুত রাখে।

কাদা প্রস্তুত হইলেই ঐ ভূমিতে চারা ২।৩।৪ চারিটীতে এক২টী গুছি করিয়া সমস্ত জমীতে চারা রোপণ করে। উহাকে রোওয়ালি বলে। এইরূপ দুই প্রকার আবাদ করিয়া, কিছু দিবস গতে, জমীর ঘাস উঠাইয়া দিতে হয় (যাহাকে নিড়ান বলে) এবং জল কম হইলে কার্ত্তিক মাসে জল সিঞ্চন করিয়া দিতে হয়। তাহার পর, ঐ সময় হইতে ধান্যর শীষ বাহির হইতে থাকে। উহাকে ধান্য ফুলান বলে। অগ্রহায়ণ মাসে, ধান্য পাকিতে আরম্ভ হইয়া পৌষ মাসে ক্রমে২ কৃষকেরা আপন২ শস্য ঘরে লইয়া যায়।

(খিচা জমী)

কিছু দিনের পতিত ভূমি আবাদ করিবার জন্য চাষ দিতে আরম্ভ করিয়াছে এমত সময়ে ঐ জমীকে খিচা জমী বলে।

(খিল জমী)

২।৩ বৎসরের পতিত জমীকে খিল জমী বলে।

(সুনা আউওল জমী)

ডাঙ্গা জমীর মধ্যে, প্রথম শ্রেণীর উর্ব্বরতাশক্তিবিশিষ্ট যে ভূমি ও যাহাতে পাণের বরজ, আফিং প্রভৃতি জন্মে ঐ ভূমিকে সুনা আউওল বলে।

(সুনা দুয়েম জমী)

যে জমীতে আলু, ইক্ষু, পাট, ও আউষ ধান্য ইত্যাদি ফসল হয় তাহাকে সুনা দুয়েম বলে।

(সুনা সুয়েম জমী)

যে ভূমিতে রাই শর্ষপ, তিসি, হরিদ্রা, পিয়াজ ইত্যাদি ফসল উৎপন্ন হয় ঐ জমীকে সুনা সুয়েম বলে।

(সুনা জমী আবাদের নিয়ম)

সুনা জমীতে বৎসরে দুইবার শস্য উৎপন্ন হয়, প্রথম চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে আউষ ধান্যর বীজ সকল ছড়াইয়া দিয়া (অর্থাৎ বুনান করিয়া(মৈ দিয়া মৃত্তিকা সমান করিয়া দিতে হয় চারা হইলে বিদার দ্বারা একং খণ্ড জমীতে ২।৩ বার আচড়াইয়া দিতে হয় (তাহাতে চারার কোন ক্ষতি হয় না) তাহার পর ফোড় কিম্বা নিড়াণের দ্বারা উত্তমরূপে ঘাস সকল উঠাইয়া দিতে হয় কোনং স্থানে আউষ ধান্যের চারা আমন ধান্যের ন্যায় রোপণ করিয়া দেয় তথায় আর বিদা দিবার আবশ্যক হয়না।

"আউষ ধান্যের আবাদ আমন অপেক্ষা অনেক বেশী" এইরূপ আবাদের পর শ্রাবণ মাসে ধান্য ফুলাইতে আরম্ভ হইয়া, ভাদ্র মাসে সুপক্ব হয়! এবং আশ্বিন মাসের মধ্যে কৃষকেরা শস্য ঘরে লইয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল জমীতে চাষ দিয়া (রবি খন্দ) শর্ষপ, তিসি, যব, গম, ইত্যাদি রোপণ করিয়া ফাল্গুণ চৈত্র মাসে শস্য উঠাইয়া লয়। এইরূপ আবাদের দ্বারা জমীর উর্ব্বরতা বিবেচনায়, আউওল দুয়েম সুয়েম চাহারম স্থির হয়।

নদিয়া জেলায় জমীর এরূপ রকম স্থির হয় না তথায় আমন ধান্যের চাষ অতি কম যে জমীতে আউষ ধান্য জন্মে তাহাকে লাল ধান্য এবং রবিখন্দ হইলে, লালখন্দ বলিয়া বিরূ* লেখা হয়।

যে জমীতে আষাঢ় মাসে চাষ আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক মাসে রবি খন্দ রোপণ করিতে হয় তাহাকে খিচা খন্দ বলিয়া বিরূ লেখা হয় এবং যে জমীতে কার্ত্তিক মাসে খিল ভাঙ্গিয়া, (অর্থাৎ পতিত জমী

*নোট বিরূ, সকল রকম শস্যকে বলে

জ

আবাদ) করা সে বৎসর আর কোন শস্য রোপণ করেনা তাহাকে আনাচান বলিয়া বিল্ল লিখিতে হয় এবং ঐ জমীর সে বৎসর খাজানা দিতে হয় না, তাহার পর বৎসর লাল ধান্যের শ্রেণীভুক্ত হয় এই সকল ভুমির খাজানা যে স্থানে যেরূপ হারের নিয়ম থাকে তাহার দশ আনা রকম ধান্যের খাজানা ছয় আনা রকম রবিখন্দের দরুণ খাজানা দিতে হয়। ধান্যর খাজানাকে ভাদুই এবং খন্দের খাজানাকে চৈতিলি বলে, কিন্তু যে ভুমিতে ইক্ষু আলু বার্ত্তাকু প্রভৃতি ফসল হয় তাহার অলাহিদা বেশী হারের নিয়ম আছে।

(লায়েক পতিত জমী)

যে ভুমি আবাদের যোগ্য অথচ পতিত আছে তাহাকে লায়েক পতিত বলে।

(গরলায়েক পতিত জমী)

যে ভুমি কস্মিন কালে আবাদের যোগ্য হয় না তাহাকে গর লায়েক পতিত বলে।

(বালিমুদা জমী)

যে ভুমি নদী কিম্বা গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া বালি চাপার দরুণ আবাদের অযোগ্য হয় তাহাকে বালিমুদ্দা বলে।

(হাজা জমী)

বন্যার জলে যে জমী জলমগ্ন হইয়া আবাদের অযোগ্য হয় কিম্বা আবাদি শস্য নষ্ট হয় তাহাকে হাজা জমী বলে।

(শুকা)

বৃষ্টি অভাবে ভুমির মৃত্তিকা শুক হইয়া ফসল নষ্ট হইলে তাহাকে শুকা বলে।

(মেয়াদি বন্দোবস্ত)

২। ৪ কি ততোধিক বৎসরের জন্য যে কোন বিষয় বন্দোবস্ত করা হয় তাহাকে মেয়াদি বন্দোবস্ত বলে।

ভূমি জরিপ বিষয়ের শব্দ সকলের নাম।

(আসামী)

ত্রছেম শব্দে ব্যক্তির নাম উহার বহুবচন আসামী এজন্য যে কোন কাগজে আসামীর নীচে প্রজার নাম লিখিতে হয়।

(দাগ)

ভূমি মাপের নম্বরের সঙ্খ্যাকে দাগ বলে।

(দীর্ঘ)

ভূমির লম্বা দিগের পরিমাণকে দীর্ঘ বলে।

(প্রস্থ)

ভূমির আড় দিগের পরিমাণকে প্রস্থ বলে।

(সারা)

ভূমি মাপ হইয়া দীর্ঘ প্রস্থ কষ্টীর দ্বারা যাহা কালি ঠিক হয় তাহাকে সারা বলে।

(জিনিস)

ভূমির ফসল এবং রকমকে জিনিস বলে।

(গোষহারা)

গোষহারা শব্দে ২।৩ চিঠার লিখিত জমী একত্রে জমুসা করাকে বলে।

(তেরিজ)

তেরিজ যে কোন কাগজের ৩।৪ দফা ঠিক একত্র করাকে তেরিজ বলে।

(মহলুন)

ভূমির সাবেক কেহ জোতদার থাকিলে, এবং ঐ ভূমি আপন হস্তগত হইয়া দোসরা প্রজা বিলি হইলে সাবেক প্রজার নাম মহলুন বলিয়া লিখিতে হয়।

(জোত)

প্রজাগণের দখলি জমীকে জোত বলে।

(জোতদার)

ভূমির দখলিকার প্রজাগণকে জোতদার বলে।

(কোরফা জোতদার)

জমিদারের অধীন প্রজার অধীনে যে ব্যক্তি ভূমি লইয়া চাস করে তাহাকে কোরফা জোতদার বলে।

(বন্দ, কিম্বা কিতা)

ভূমির খণ্ডকে, বন্দ, কিম্বা কিতা, বলে, কোন২ স্থানে বাকুড়ি বলে।

(মুদাফৎ)

এক গ্রামের দুই নাম থাকিলে, যথা রামপুর মুদাফৎ কৃষ্ণপুর, এমত স্থানে মুদাফৎ ব্যবহার্য্য।

(ওরফে)

এক ব্যক্তির দুই নাম, যথা লক্ষ্মী নারায়ণ, ওরফে রাইকমল, এই রূপ স্থলে ওরফে ব্যবহার করিতে হয়।

(চিহ্নিত)

যে কোন ভূমি কিম্বা তালুক কি অন্য কোন বস্তু যাহাতে অংশীদার নাই তাহাকে চিহ্নিত বলে।

(সরিক)

যে কোন সম্পত্তির অংশীদারকে সরিক বলে।

(জরিপ কিম্বা পয়মাস)

জরিপ, কিম্বা পয়মাস, শব্দে ভূমি মাপ করাকে বলে।

(আমীন)

যে ব্যক্তি ভূমি জরিপ করে, তাহাকে আমীন বলে।

(রশী)

যাহার দ্বারা ভূমির পরিমাণ লওয়া হয়, তাহাকে রশী বলে।

(তদ, তহু, তপ, তপু,)

তদ, দক্ষিণ তহু, উত্তর, তপ, পূর্ব্ব, তপু, পশ্চিম। এইরূপ চৌহদ্দি লিখিত হয়।

(ডেঁদ, ডেঁহু, ডেঁপ ডেঁপু)

কিছু কোনাংশ এবং দূর হইলে এইরূপ চৌহদ্দি লিখিত হইত। ডেঁদ, দক্ষিণ, ডেঁহু, উত্তর, ডেঁপ, পুর্ব্ব, ডেঁপু, পশ্চিম।

(চিঠা)

ভূমি জরিপ করিয়া, যে কাগজে লেখা হয়, তাহাকে চিঠা বলে।

(রোশণ গীর)

ভূমি মাপের সময় যে ব্যক্তি রশী ধরিয়া মাপ করে তাহার নাম।

(ভূমি জরিপের নাম)

(নমুদার জরিপ)

গ্রামের সাবেক চিঠার দাগ ভাঁওরাইয়া, আর্থৎ সাবেক দাগ মিলন করিয়া, কেবল নজর পয় মাসের দ্বারা, হাল, অর্থাৎ বর্ত্তমান জোতদারের নাম ও জমী লিখিত পূর্ব্বক যে চিঠা তৈয়ারি হয়, তাহাকে নমুদার জরিপ বলে।

(একজাই কিম্বা এবন্দাজ জরিপ)

গ্রামের সমস্ত জমী রশীর দ্বারা মহাল তয়ারি, অর্থাৎ খোদকস্তা, পাইকস্তা, এবং লাখিরাজ, ও খামার, প্রভৃতি একষারূপে জরিপ করাকে, একজাই, কিম্বা এবন্দাজ জরিপ বলে।

(উঠবন্দী জরিপ)

যেখানে উঠিত, পতিত, জমী পরিমাপ করিয়া খাজানা আদায় লইতে হয়, তহাকে উঠবন্দী জরিপ বলে।

(লোকসান জরিপ)

পলাতকা প্রজার, পতিত জমাকে লোকসান জমা বলে, ঐ জমার কিছু জমী আবাদ হইলে, তাহা জরিপ করাকে লোকসান জরিপ বলে।

(পরতল জরিপ)

যে কোন প্রকারের জরিপ, দ্বিতীয় বার পরীক্ষা স্বরূপ, জরিপ করাকে পরতল জরিপ বলে।

(বিঘাকালি কসিবার নিয়ম)

বিঘায়, বিঘায়, বিঘা ধরিতে হয়, এবং বিঘায়, কাঠায়, কাঠা,

ও কাঠার, কাঠায়, গণ্ডা, এবং গণ্ডায়, গণ্ডায়, তেল, এইরূপ কালি করিয়া, ১০ দশ গণ্ডা হইতে বিশ গণ্ডা পর্য্যন্ত, এক কাঠা ধরিবার নিয়ম আছে, কিন্তু মূল্যবান ভূমি হইলে, দশ গণ্ডায় অর্দ্ধ কাঠা, ৫ পাঁচ গণ্ডায় এক পোয়া এই হিসাবে ছটাক, অর্দ্ধ ছটাক পর্য্যন্ত ধরিয়া লইতে হয়।

দৃষ্টান্ত

দীর্ঘ	২।০
প্রস্থ	১।০
	২।০
	।।০
	৴১।

২৸১। সারাকালি

(দো তেরিজা, তে তেরিজা কালির নিয়ম)

ভূমি সকল সমভাব না থাকিলে, দীর্ঘ, ও প্রস্থ, ২।৩টী করিয়া মাপ দিয়া, এক২ দিগে যত মাপ হইল, তাহা একত্র করিয়া, যে কএক মাপ দেওয়া হইল, তত ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ লইয়া দীর্ঘ ধরিতে হয়, এবং ঐরূপ প্রস্থেরও বিভাগ করিয়া, এক ভাগ লইয়া প্রস্থ ধরিয়া কালি করিতে হয়। আর এক রূপ, চারি আলি মাপ করিয়া দীর্ঘ ২ আলের মাপের অর্দ্ধেক, এবং প্রস্থ দুই আলের মাপের অর্দ্ধেক লইয়া, কালি করিলে ঠিক হয়।

দৃষ্টান্ত

দীর্ঘ

১ মাপ—১/

১ মাপ—১।০

১ মাপ—১॥০

৩৸০

ইহার তিন ভাগের এক ভাগ ১।০

দীর্ঘ—১।০

প্রস্থ

১ মাপ—॥০

১ মাপ—৸০

১ মাপ—॥১

১৸১

ইহার তিন ভাগের এক ভাগ ॥২

প্রস্থ—॥২

সারাকালি

॥২

/৩

৸০

(ত্রিকোণ কালির নিয়ম)

দীর্ঘ ২দুইভুজের মাপ লইয়া, একত্রিত করিয়া তাহার অর্দ্ধেক লইয়া দীর্ঘ ধরিতে হয়, এবং প্রস্থের এক ভুজের মাপের অর্দ্ধেক লইয়া প্রস্থ ধরিয়া কালি কসিলে ঠিক হইবে।

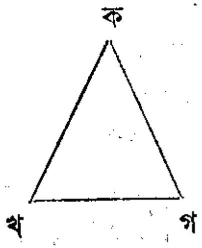

ক হইতে খ——॥০

ক হইতে গ——॥০

১/

মোট এক বিঘার অর্দ্ধেক দশ কাঠা দীর্ঘ ॥০

খ হইতে গ ॥০কাঠা তাহার অর্দ্ধেক পাঁচ কাঠা প্রস্থ ।০

সারাকালি——/২॥

(পাটনা অঞ্চলের জমী মাপের নিয়ম)

পাটনা প্রভৃতি দেশে, ৫॥ সাড়ে পাঁচ হাতে ৴১ এক কাঠা হয়, তাহার বিশ কাঠায় ১৴ বিঘা জমি হয়, সেখানে জমীতে, প্রজাদের কায়েমী স্বত্ব নাই। ভাউলি, এবং নগদী দুই প্রকারে জমী বিলি হয়। ভাউলি জমীতে ধান্য হয়, তাহার উৎপন্ন ফসলের অর্দ্ধেক জমিদার গ্রহণ করেন, আর ডাঙ্গা জমী, যাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়; তাহাকে নগদী বলে, উহাতে আফিং প্রভৃতি জন্মে, ঐ জমীর হার, ফি বিঘা ১২৲ বার টাকা ধার্য্য হয়।

(ফরিদপুর জেলার জমী মাপের নিয়ম)

সাড়ে সাত হাতি নলের ২৪ নল দীর্ঘ, এবং ২০ নল প্রস্থ, সারা কালি ৴০ এক কানি জমী হয়। এক কানিতে ৬৷১ জমী, ইহার সোল কানিতে এক দরুণ জমী হয়। প্রতি কানি ৮৲ টাকা হারে জমা বিলি হয়।

(ঐ জেলার জমার নাম)

(হাওলা)

হাওলা জমা মৌরস স্বত্ব, পূর্ব্বে হাওলদারেরা কালেক্টরির অধীন ছিলেন, এক্ষণে জমিদারের নিকট, পেটাও তালুকের ন্যায় খাজানা আদায় দেন।

(নিম হাওলা)

নিম হাওলাদারেদের জমা, দর মৌরস জমার ন্যায়, উহারা হাওলাদরের নিকট খাজানা আদায় দেয়।

(ওসফ নিম হাওলা)

ওসফ নিম হাওলা প্রজার জোত স্বত্ববিশিষ্ট, অর্থাৎ খোদকস্তা প্রজার ন্যায়।

(সমদর)

কাঁচা জমার জমীর হারকে সমদর জমা বলে। সমদরের হার ফিঃ বিঘা ৩৷৹ কিম্বা ৪ টাকা করিয়া ধার্য্য হয়, ইহার মধ্যে আবার হিন্দু মুসলমানের আলাহিদা হারের নিয়ম আছে।

(কমদর)

ঐরূপ কাঁচা জমা, যাহার জমীর হার, সমদর জমীর হারের অপেক্ষা কিছু কম, তাহাকে কমদর বলে। ইহাতেও হিন্দু, এবং মুসলমানের আলাহিদা নিয়ম আছে।

(হারাহারি)

প্রজাগণের জমার উপর, প্রতি বৎসর ফিঃ টাকায় ১৹ আনার হিসাবে, জমিদারের যে বেশী পাওয়া রীতি আছে, তাহাকে হারাহারি বলে।

(নিসাধুই)

সে দেশের প্রজাগণ, ধান্যের জমী নিড়াইয়া, ঘাস সকল আপন২ জমীর মধ্যে, একস্থানে রাশি করিয়া রাখে, উক্ত স্থানের খাজানা প্রজারা কমী পাওয়া রীতি আছে, এজন্য ফিঃ বিঘা ৴১ কাঠা জমীর খাজানা নিসাধুই বলিয়া, জমীদারী কাগজে কমী দিতে হয়।

(পেষ কোশ)

সে দেশের জমিদারগণ, লাখিরাজদারগণের নিকট হইতে ফিঃ বিঘা কিছু২ কর সন২ গ্রহণ করেন, তাহাকে পেষ কোশ বলিয়া কাগজে লিখিতে হয়।

সরবিয়োর

(সরবিয়োর জরিপ বিষয়ে যন্ত্রাদির নাম)

টেসিনঃ কাষ্ঠ নির্ম্মিত তেকাটা, যাহার উপর কম্পাস বসাইয়া বিয়ারিং লইতে হয়।

কম্পায একটী গোলাকার যন্ত্র, তাহার মধ্যে ১ অবধি ৩৬০ অঙ্কের চিহ্ন আছে, ঐ এক এক চিহ্নকে বিয়ারিং বলে, কম্পাযের মধ্যে যে একটি লোহার কাঁটা থাকে, তাহার মুখে চুম্বক পাথর দেওয়া থাকায় ঐকাঁটা সর্ব্বদা উত্তর দক্ষিণে বেষ্টীত থাকে তাহা বিয়ারিংয়ের দ্বারা জানিতে পারা যায়। ঐ কম্পাযের দ্বারা সকল স্থানের দিকের নির্ণয় হয়।

চেইনঃ লোহার শিকল, যাহার দ্বারা ভূমি পরিমাপ করা হয়।

ঝাণ্ডীওয়ালাঃ যে ব্যক্তি নিশান ধরে।

চেইনম্যানঃ যে ব্যক্তি শিকল ধরিয়া মাপ করে।

স্কেলঃ এক খণ্ড পিত্তল নির্ম্মিত যন্ত্র, যাহাতে বিঘা, এবং কাঠার চিহ্ন সকল অঙ্কিত থাকে, তাহার দ্বারা নকসার পরিমাপ হইয়া থাকে।

চাঁদাঃ—এক খণ্ড গোলাকৃতি মোটা কাগজ, তাহাতে কম্পাযের ন্যায়, বিয়ারিংয়ের অঙ্ক সকল লিখিত থাকে, তদ্বারা নকসার কার্য্য সমাধা হয়।

(রংয়ের নির্ণয়)

এক খানি গ্রাম ২।৩ নম্বর তৌজির অধীন হইলে, উহার মধ্যে প্রধান নম্বরের মহালের জমী সাদা থাকিবে, বাকী অপর২ নম্বরের জমী, ভিন্ন২ রং দিয়া ষ্টেটমেণ্ট লিখিয়া দিতে হয়।

সরবিয়োর

মন্দির, এবং মস্‌জিদের, রং লাল।

বৃক্ষের রং সবুজ।

জলের রং নীল।

পতিত জমীর রং পীতবর্ণ।

রাস্তার রং পাটখিলা।

হাশীল জমী ও বস্তীর রং লাল।

বিয়ারিংয়ের দ্বারা দিকের নির্ণয়)

১ হইতে ৪৫ বিয়ারিং পর্য্যন্ত ঈশান কোণ, অর্থাৎ উত্তর পূর্ব্ব কোণ।

৪৬ হইতে ১০৫ বিয়ারিং পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিক

১০৬ হইতে ১৭৫ পর্য্যন্ত অগ্নিকোণ, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ।

১৭৬ হইতে ১৯৫ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিক, কিন্তু ১৮০ বিয়ারিং ঠিক দক্ষিণ।

১৯৬ হইতে ২৩৫ পর্য্যন্ত নৈঋত কোণ, অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ কোণ।

২৩৬ হইতে ৩০৫ বিয়ারিং পর্য্যন্ত পশ্চিম দিক।

৩০৬ হইতে ৩৪৫ বিয়ারিং পর্য্যন্ত বায়ুকোণ, অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম কোণ।

৩৪৬ হইতে ৩৬০ বিয়ারিং পর্য্যন্ত উত্তর দিক।

(কম্পাসের দ্বারা যেরূপে জরিপ করিতে হইবে)

১। কম্পাসের কাঁটা, উত্তর এবং দক্ষিণে বেষ্টিত থাকে, সীমাবন্দী কালীন, গ্রামের বায়ুকোণ, কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে, অথবা পশ্চিমে, যদি তিন সীমানা পাওয়া যায়, তথায় কম্পাস

(সরবিয়োরি মতে যেরূপে পালটা লইতে হয়)

পালটা লইবার সময়, যে গ্রাম হইতে পালটা লওয়া হইবে, তাহার ১ বিয়ারিং হইতে, ১৮০বিয়ারিং পর্য্যন্ত, যত বিয়ারিং পাওয়া হইবে, তাহাকে ১৮০ দিয়া পুরণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাই পালটা গ্রহণ করিবে। আর ১৮১ হইতে ৩৬০ পর্য্যন্ত যত বিয়ারিং পালটা পাওয়া যাইবে, তাহাতে ১৮০ বাদ দিয়া যত বিয়ারিং থাকিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

(জমা)

জমা শব্দের মূল অর্থ একত্র করা। কিন্তু স্থান বিশেষে ভিন্নং অর্থ হইয়া থাকে। যখন প্রজার হিসাব, ও জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি কাগজ, যাহাতে কোন খরচ লেখা হয় না, তখন ঐ কাগজের লিখিত জমা শব্দকে খাজানা জানা যায়। আর যে কাগজে জমা ও খরচ লেখা থাকে সে স্থানে জমা শব্দে আয় কিম্বা উৎপন্ন জানায়।

(জমুলা)

জমুল হইতে জমুলা, জমুল শব্দে একত্র করা, কিম্বা মোটকরা, জমা কর।

(বিমরজীম, সঙ্কেত বিঃ)

বিমরজীম শব্দে, অনুসারে, কিম্বা অনুযায়ী।

(গুজস্তা)

গুজস্তা শব্দে, যাহা গুজরাইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ গত হইয়াছে।

(খুট)

জমিদারীর প্রজাগণের নামে, যে কাগজে জমী, এবং জমা, পুর্ব্বে

এও

লেখা হইয়াছে, সেই কাগজ দৃষ্টে হালের কাগজ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার লিখিত জমী এবং জমাকে খুঁট বলে, ওসেই কাগজকে খুটের কাগজ বলে।

(হস্তবুদ)

গ্রামের মোট জমাকে হস্তবুদ বলে। অর্থাৎ প্রজাগণের সালিয়ানা খাজানা একত্রে জমুল করিয়া ঠিক দিয়া যত টাকা হয়, তাহাকে হস্তবুদ বলে। জমাওয়াশীলবাকী হইলেই গ্রামের হস্তবুদ জানা যায়, হস্তবুদ, কোন আলাহিদা কাগজ নহে।

(স্থিত)

গ্রামের হস্তবুদকেই স্থিত বলে।

(নতা)

জমাওয়াশীলবাকীতে, যে সকল শব্দ লিখিয়া, তাহার নীচে অঙ্ক সকল লেখা হয়, তাহাকে নতা বলে।

(জমা বিঃ গুজস্তা)

প্রজাগণের নাম২ জমী, এবং জমা, গত সনের কাগজ অনুসারে লিখিত হইলে তাহাকে বিঃ গুজস্তা বলে। আর যদি মহাল জমা বন্দী হইয়া নূতন জমা ধার্য্য হইয়া থাকে, তবে প্রথম বৎসর বিঃ জমাবন্দী বলিয়া জমা লিখিতে হয়। বিমরজীম সঙ্কেত মতে লিখিতে হয় (বিঃ)

(আদায় রশদ, কিম্বা জেয়াদা রশদ)

গত সনের পুরা জমা হইতে, কোন কারণে যদি কিছু টাকা আদায়ে বাদ রাখা হইয়া থাকে, তাহা বর্ত্তমান সনে ধরিয়া লওয়াকে আদায় রশদ, কিম্বা জেয়াদা রশদ বলে।

(মহকুপ রশদ)

প্রজাগণের সঙ্গে কোন জমী জমা, সালিয়ানা যে টাকা আদায় দিবার নিয়মে, বিলি বন্দোবস্ত হয়, তাহা সময় গতে বিলি হইলে, পুরা জমা হইতে, প্রথম সন যে টাকা বাদ রাখা যায়, তাহাকে মহকুপ রশদ বলে। আর অন্য কোন কারণে কিছু টাকা অল্প দিনের জন্য বাদ রাখিয়া, পরে ধরিয়া নয়, তাহাকেও মহকুপ রশদ বলে।

(বিতং)

বিতং শব্দে জায় দেওয়াকে বলে। অর্থাৎ এক বিষয়ের, ২।৩ রকম তফরিক করিয়া লিখিতে হইলে, বিতং বলিয়া লিখিতে হয়।

(খারিজ দাখিলের নিয়ম)

প্রজায়২ কিম্বা এক মহালের জমী অন্য মহালে লইয়া যায়, এইরূপ আদল বদলকে খারিজ দাখিল বলে। খারিজ শব্দে বাদ দেওয়া,দাখিল শব্দে ধরিয়া লওয়া ইহার বিস্তার বর্ণন নিম্নে করিলাম। ইংরাজী মতে খারিজ দাখিলকে ট্রান্সফার বলে।*

(খারিজ গত যেওয়াজী)

এক প্রজার নামের সমুদায় জমা, কি কোন অংশ, অপর প্রজার নামে লইয়া গেলে, যাহার নাম হইতে লওয়া যায়, তাহার নামের জমা খারিজ গত যেওয়াজী বলিয়া বাদ দিতে হয়।

(খারিজগত খামার)

কোন প্রজার জমী জমা, জমিদারের খাস খামার মহালের সামিল হইলে ঐ প্রজার নামের জমাগত খামার বলিয়া (খারিজ) বাদ দিতে হয়।

এ৩ ২

(কমীর বিবরণ)

প্রজার জমা হইতে যাহা একবারে বাদ যায়, তাহাকে কমী বলে।

(যে যে প্রকার কমী হইতে পারে)

(সিকস্তী কমী)

কোন নদী, কি খালধারের জমী যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার জন্য যে কমী দিতে হয়, তাহাকে সিকস্তী কমী বলে।

(বন্দোবস্ত কমী)

কোন জমী জমা, বিশেষ কোন কারণে কমী দিয়া বিলি করিতে হইলে, ঐ কমী বন্দোবস্ত কমী বলিয়া বাদ দিতে হয়।

(জমাবন্দী কমী)

গ্রাম জরিপ হইয়া, জমাবন্দী করিবার সময়, যদি হার কমী হইয়া, সাবেক অপেক্ষা জমা কমী হয়, তাহাকে জমাবন্দী কমী, কিম্বা হার কমী বলে। এইরূপ নানা প্রকার কমী হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া লিখিতে হয়।

(বেশীর বিবরণ)

গুজস্তা জমায় যাহা বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বেশী বলে, তাহার তপঃ-শীল নীচে দেওয়া হইল।

(কবুলা বেশী)

প্রজাগণ আপন স্বেচ্ছায়, যাহা বেশী স্বীকার করে, তাহাকে কবুলা বেশী বলে।

(জব্দ বেশী)

প্রজার ভূমি জরিপ হইয়া, তজ্জন্য যে বেশী হয়, তাহাকে জব্দ বেশী বলে।

(হার বেশী)

ভূমি সকল জমাবন্দী কালীন, নিরিখ বেশী হইয়া, সাবেক্ক অপেক্ষা যাহা বেশী হয়, তাহাকে হার বেশী বলে।

(তরূতুদি বেশী)

ভূমি সকল আবাদ তরূতুদ হইয়া, যাহা বেশী হয়, তাহাকে তরূতুদি বেশী বলে।

(তদারকি বেশী)

তদন্ত তদারকের দ্বারা যাহা বেশী হয়, তাহাকে তদারকি বেশী বলে।

(ইজফা)

ইজফা শব্দে সকল রকম বেশী বলে।

(জমাওয়াশীল বাকীর একুন করিবার নিয়ম)

অঙ্কে২ প্রথম বার একত্র করাকে একুন বলে।

(দ্বাবং জমা)

ঐরূপ দ্বিতীয় বার একত্র করাকে দ্বাবং জমা বলে।

(সেবং জমা)

ঐরূপ তৃতীয় বার একত্র করাকে সেবং জমা বলে।

(চৌবং জমা)

ঐরূপ চতুর্থ বার একত্র করাকে চৌবং জমা বলে। এইরূপ যত বার একত্র করিতে হয়, পঞ্চম, ষষ্ঠম, বলিয়া ক্রমে একত্র করিবে।

(সারাজমা কিম্বা হর্দ্দ জমা)

জমার অঙ্ক লেখা সারা হইলে, বকেয়া বাকী এবং সুদ ও শেযাদি ধরিয়া, কেহবা সারা জমা, কেহবা হর্দ্দ জমা বলিয়া লেখে। এই হইলে একুন করা শেষ হইল বোধ হইবে।

(মহকুপ হাজত)

মহকুপ শব্দে রেয়াইত করা, এবং হাজত শব্দে কিছু দিনের জন্য স্থকিত রাখা।

(দূর, এবং বার,)

দূর শব্দে বাদ দেওয়া, বার শব্দে পুনরায় ধরিয়া লওয়া, এই শব্দ উঠিত পতিত মহালে ব্যবহার হয়।

(হাজিরা জমা)

যে সকল জমার প্রজা, হাজির থাকিয়া আপন২ খাজানার টাকা আদায় দেয়, ঐ জমাকে হাজিরা জমা বলে।

(পলাতকা লোকসান জমা)

যে সকল জমার প্রজা পলাতক হইয়াছে, এবং ফৌত করিয়াছে সেই কারণে জমী পতিত হইয়া জমার লোকসান হইতেছে, এমত জমাকে পলাতকা লোকসান বলে।

(হাল খাজানা)

বর্ত্তমান সনের বাকী খাজানাকে, হাল খাজানা বলে।

(বকেয়া খাজানা)

চলিত সনের পাওয়ানা খাজানা, আগামী সনে বাকী থাকিলে, তাহাকে, বকেয়া বাকী, কিম্বা বকেয়া খাজানা বলে, এবং মোট বাকীকে বকেয়া বেলাত বাকী বলে।

(কিস্তী খেলাপী সুদ)

প্রজাগণের খাজানার টাকা, আদায় দিবার, কিস্তীর যে নিয়ম থাকে, তদনুসারে না দিলে সুদ ধরিয়া লইতে হয়, সুদ নিয়ম অনুসারে পাইতে হয়।

(গয়েশী বাকী)

বহুকালের বাকী যাহা আদায়ের অযোগ্য, অথচ কাগজে লেখা থাকে, তাহাকে গয়েশী বাকী বলে।

(সফাবন্দী)

যে কোন কাগজের জমুল ঠিক, একটী ফর্দ্দে তুলিয়া একত্রে তেরিজ করা হয়, তাহাকে সফাবন্দী বলে। সফা, যে কাগজের হয় তাহার সদর ফর্দ্দের নীচে রাখিতে হয়।

(জের, ইজা)

কাগজের লিখিত এক ফর্দ্দের ঠিক, অন্য ফর্দ্দের উপরে লইয়া যাইতে হইলে, এবং বামদিকের অঙ্ক দক্ষিণ দিকে লইয়া যাইতে হইলে, তাহাকে জের বলিয়া লিখিতে হয়। আর নীচে লইয়া যাইতে হইলে ইজা বলিয়া লিখিতে হয়।

(হাঁসত, বেরিজ)

যে কোন অঙ্ক বামদিকে তফরিক লিখিয়া, দক্ষিণদিকে মোট ঠিক রাখাকে হাঁসত, বেরিজ বলে।

(বেরিজ)

বেরিজ শব্দে কোন অঙ্ক বাজেআপ্ত হইলে, তাহাকে বেরিজ কিম্বা রদ বলে, অর্থাৎ যে টাকা মজুরা পাওয়া যায় না তাহাকে বলে।

(জমা খরচের বাব)

(জমা)

জমা শব্দে, এস্থলে আয়কে বলে, প্রজাগণের খাজানার টাকা আদায় হইয়া, সেহায় যে লেখা হয়, তাহাকে জমা বলে।

(উৎপন্ন)

জমিদারী হইতে যে টাকা আদায় হয়, তাহাকে উৎপন্ন বলে।

(বিলায়তি)

জমিদারীকে বিলাত বলে। বিলাত হইতে যাহা আদায় হয় তাহাকে বিলায়তি বলে, কিন্তু খাজানা ভিন্ন অপর রকমের আয়কে, বিলায়তি বলা যায় না।

(নিজ জমা)

বিলায়তি, এবং সেওয়ায় জমাতে, জমূল হইয়া যে টাকা হয়, তাহাকে নিজ জমা বলে।

(সেওয়ায় জমা)

খাজানা ভিন্ন অন্য রকম নজর সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা আয় হয় তাহাকে সেওয়ায় জমা কিম্বা বাজে জমা এবং আবয়াব বলে।

(কর্জ্জ কর্দ্দন)

খাজানার টাকা চালান দিবার সময় কিছু অকুলান হইলে, যে টাকা কর্জ্জ করা হয়, তাহাকে কর্জ্জ কর্দ্দন বলে।

(সেওয়ায় জমার তপশীল)

(আগমনি নজর)

জমিদার গ্রামে আগমন করিলে মণ্ডল ও প্রজা প্রভৃতি যে টাকা নজর দিয়া সাক্ষাৎ করে, তাহাকে আগমনি নজর বলে।

(সাদি সেলামী)

প্রজাগণের কন্যার বিবাহ হইলে, জমিদার যে নজর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাকে সাদি সেলামী বলে।

(পাট্টা সেলামী)

জমী জমা বন্দো বস্ত করিয়া লইবার সময়, প্রজাগণ জমিদার কে যে নজর দেয়, তাহাকে পাট্টা সেলামী বলে।

(মাঙ্গণ, কিম্বা, মাথট)

জমিদারের বাটীর কোন কার্য্য উপলক্ষে, প্রজাগণের নিকট হইতে ভিক্ষা স্বরূপ যে টাকা আদায় হয়, তাহাকে মাঙ্গন কিম্বা মাথট বলে। আর অপর ২ রকমে যে কোন টাকা প্রজাগণ চাঁদা করিয়া আদায় করে তাহাকেও মাথট বলে।

(যে ২ কার্য্য জন্য নজর)

প্রজাগণ, পুষ্করিণী খনন, কিম্বা ইষ্টক নির্ম্মাণ, ও ইষ্টকালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করণ জন্য, যে নজর দেয় তাহা ঐ সকল উল্লেখ করিয়া নজর জমা করিতে হয়।

(মামুলি)

প্রাজগণের নিকট হইতে খাজানা সেওয়ায়, যে কোন দ্রব্যাদি, কি টাকা, যাহা বৎসর২ চিরস্থায়ী রূপে জমিদারের প্রাপ্ত হইবার নিয়ম থাকে, তাহাকে মামুলি বলে। আর খাদ্য দ্রব্যাদি ফরমাইস মতে যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাকে ফরমাইস বলে।

(চৌথ)

প্রজাগণের বৃক্ষাদি বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যের সিকি যাহা জমিদার প্রাপ্ত হয়েণ তাহাকে চৌথ বলে।

(খরচ সংক্রান্ত শব্দ সকল)

(ইরসাল খরচ)

জমিদারী হইতে, গোমস্তা, ও তহশীল দারগণ, খাজানার টাকা নায়েবের নিকট, কিম্বা জমিদারের বাটীতে, যে পাঠাইয়াদেয়, তাহাকে ইরশাল বলে।

(চালান)

খাজানা, ইরশাল করিবার সময়, যে কাগজে লিখিয়া পাঠান হয়, তাহাকে চালান বলে।

(আরিন্দা)

যে ব্যক্তি খাজানার চালান লইয়া যায় তাহাকে আরিন্দা বলে।

(আরিন্দা খরচ)

খাজানা বহনিয়া আরিন্দার, খোরাকি প্রভৃতি খরচ কে, আরিন্দা খরচ বলে।

(সরঞ্জামী খরচ)

জমিদারীর গোমাস্তা এবং সদর মপঃস্বলের আমলাগণের মাহিয়ানা ও পুণ্যাহ খরচ কে সরঞ্জামী খরচ বলে।

(সেওয়ার সরঞ্জামী খরচের তপশীল)

(সাদা রোসনাই খরচ)

সাদাকাগজ এবং জালানি তৈল জন্য, যে টাকা খরচ হয়, তাহাকে সাদা রোসনাই খরচ বলে।

(খতগির খরচ)

চিঠি পত্রাদি বহনিয়া পাদাতিকের খোরাকি খরচ ইত্যাদিকে, খতগির খরচ বলে।

(বারবরদারি খরচ)

সদর ও মফস্বলঃ, আমলাগণের গমনাগমনের, গাড়ি ও পালকির ভাড়া প্রভৃতিতে যে খরচ হয়, তাহাকে বারবরদারি খরচ বলে।

(আমদ রপ্তী খরচ)

অপর২ লোকজন, গতায়াত জন্য যাহা ব্যয় হয়, তাহাকে আমদ রপ্তী খরচ বলে।

(মামুলি খরচ)

কোন দেবালয়ে, কি কোন ব্রহ্মণকে, বার্ষিক যাহা দেওয়া রীতি থকে, ঐ খরচকে মামুলি খরচ বলে।

(তাগাবি খরচ)

কোন নাতান প্রজাকে, জমী জমা আবাদ করিবার জন্য, যে টাকা কর্জ্জ স্বরূপ দেওয়া যায়, তাহাকে তাগাবি খরচ, কিম্বা তাগাবি দাদন বলে।

(হরবাব খরচ)

ইরশাল ভিন্ন সমস্ত খরচকে হরবাব খরচ বলে।

(আখেরা যাত খরচ)

সাংসারিক খরচকে আখেরা যাত খরচ বলে।

(সদর মালগুজারি)

জমিদারীর দরুণ, কালেক্টরিতে যে খাজানা দাখিল করিতে হয়, তাহাকে সদর মালগুজারি কিম্বা তাহুত বলে।

(মুনফা)

জমিদারী হইতে সালিয়ানা যে টাকা আদায় হয়, তাহাতে কালেক্টরি তাহুত জমা আদায় দিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে মুনফা বলে।

(মুশমা, মিনাহ, মজুরা)

উক্ত ৩ তিন শব্দ, বাদ দেওয়া কে বলে।

(মজুত তহবিল)

আদায়ী টাকার খরচ বাদে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে মজুত তহবিল বলে।

(তহবিল)

তহবিল শব্দে টাকা কে বলে।

(তহবিল বাকী)

মজুত টাকার মধ্যে যাহা অস্থিত, অর্থাৎ কমী হয় তাহাকে তহবিল বাকী বলে।

(অস্থিত)

যে টাকা মজুত নাই তাহাকে অস্থিত বলে।

(তহবিল তছরূপাত)

তহবিল যাহার নিকট থাকে, সে ব্যক্তি মনিবের অজানিত, নিজে যাহা বেশী খরচ করে, তাহাকে তহবিল তছরূপাত বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——00——

চিঠা, খতিয়াণ, একয়াল, জমাবন্দী, কড়চা হিসাব, থোকা হিসাব, সেহা, জমা খরচ, কিস্তীবন্দী, কিম্বা তৌজী জমাওয়াশীলবাকী, এই গুলি মূল কাগজ ইহার দ্বারা নিকাসী থোকা, ও উৎপন্ন এবং বাকী জায় প্রভৃতি সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত কাগজ কে লওয়াজিমা বলে।

(চিঠা)

জমী পরিমাপ করিয়া যে কাগজে লিখিত হয়, তাহাকে চিঠা বলে। পরিমাপ যেরূপে করিতে হইবে, তদ্বিবরণ সমস্ত, প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তার রূপে লিখিয়াছি। এক্ষণে চিঠার দ্বারা যে উপকার হইয়া থাকে তাহা নিম্নে লিখিলাম।

১। চিঠার দ্বারা, সম্পূর্ণ রূপে গ্রামের অবস্থা জানা যায়, এই কাগজটী, জমিদারীর মুল কাগজ।

২। যে গ্রামের যে পর্য্যন্ত সীমা, তাহা চিঠার দ্বারা জানা যায়। সীমানা লইয়া কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে, ঐ চিঠা দৃষ্টে নিষ্পত্তি হয়। বহু পুরাতন চিঠা হইলে, আদালতে দলিল স্বরূপ গ্রাহ্য হয়।

৩। গ্রামের মোট যত বিঘা জমী, এবং যেহ মহলে, "অর্থাৎ মাল, ও দেবোত্তর, ও লাখেরাজ, ও রাইয়তী, ও খামার" ও যেরূপ

অবস্থায় যে স্থানে আছে, তাহা চিঠার দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়।

৪। গ্রামের সমস্ত জমী, যে রূপ নম্বর ২ পরিমাপ করা হয়, তাহার প্রত্যেক জমীর, চারি দিগের, চৌহদ্দি, এবং প্রজার নাম, ও ঐ জমীতে বাস্তু, ও বাগাত, ওশালি, ও সুনা, ইত্যাদি যে রূপ ফসল বা রকম থাকে, তাহা চিটায় লিখিয়া রাখিতে হয়। চিঠা-হস্তে থাকিলেই, গ্রামের কোন স্থান জানিতে বাকী থাকেনা ১ একটী চিঠা দ্বারা, ১ খানি গ্রাম জরিপ সমাধা হয় না কোনখানে ৩।৪। কোথায়২ তাহারও বেশী, চিঠার দ্বারা জরিপ সমাধা হইয়া থাকে, জরিপ বৎসর২ হয়না, যে খানে সাবেক চিঠা থাকে, তথায় কোন কারণ বসত, অনেক দিন পরে, ঐ চিঠা দৃষ্টে পুনরায় জরিপ করা হয়, পুরাতন চিঠা না থাকিলে, একশা জরিপ করিতে হয়।

(খতিয়াণ)

এক২ বিষয়, আলাহিদা২ রূপে একত্র করাকে খতিয়াণ বলে। খতিয়াণের দ্বারা যে উপকার পাইতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

১। গ্রামের যে২ রকম জমী থাকে, অর্থাৎ মাল ও দেবোত্তর ও লাখেরাজ, ও রাইতী, ও খামার ও চাকরাণ, প্রভৃতি ভিন্ন২ মহালের, একটী২ হিসাবে ন্যায় ফর্দ্দ পত্তন করিয়া ঐ এক২টী মহালের যত জন প্রজা থাকে, তাহাদের নাম এক২টী হিসাবের ন্যায় ফর্দ্দে উপরোক্ত, মহালের নীচে২ পত্তন করিয়া, তাহাতে যে প্রজার যত জমী, যে মহালে, ও যে চিঠায়, ও যত দাগে, মাপ হইয়াছে ও তাহাতে যে কোন রকম, ও বিরু থাকে, সমস্ত চিঠা হইতে খতিয়াণ করিতে হয়।

২। খতিয়াণ চিঠার টীকা স্বরূপ, চিঠা হইতে কোন প্রজার

জমী, কি কোন খামার জায়গা, কি, যে প্রকারের জমী হউক দেখিবার আবশ্যক হইলে, সেই মহালের প্রজার নাম; খতিয়ানের কাগজ হইতে দৃষ্টি করিলেই, তাহা অনায়াসে চিঠা হইতে বাহির করিতে পারা যায়। খতিয়াণ দৃষ্টেই একয়াল তৈয়ারি হয়।

(একয়াল)

১। জমিদারীর গ্রাম সকলের সমস্ত প্রজার এবং ভিন্ন২ মহালের, মোট২ জমী ও রকম যাহাতে একবার জানিতে পারা যায়। সেই কাগজকে একয়াল বলে।

২। খতিয়াণ দৃষ্টে একয়াল প্রস্তুত হয়, ঐ একয়ালে এক২ জন প্রজার, মোট যত বিঘা জমী দখলে আছে, তাহার মধ্যে শালি কত, ও সুনা মত, ও বাস্তু কত, ইহা সমস্ত একবারে ভিন্ন২ রূপে জানিতে পারা যায়। এবং এইরূপ মহালে২ অর্থাৎ মাল, ও দেবোত্তর, ও লাখেরাজ, প্রভৃতি সমস্ত ভিন্ন২ এক২ বারে জানিতে পারা যায়। আর গ্রামের মোট কত বিঘা জমী ও তাহার রকম সকল তাহাও একবারে জানিতে পারা যায়, এই কাগজ দৃষ্টে জমাবন্দীর কাগজ প্রস্তুত হয়।

(জমাবন্দী)

জমীর বাৎসরিক কর ধার্য্য করাকে জমাবন্দী বলে, জমাবন্দীর জমুল তেরিজ করিলেই, গ্রামের মোট হস্তবুদ জানা যায়। এবং একবার জমাবন্দী হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ জমা চলিতে থাকে।

(জমাবন্দী যেরূপে, প্রস্তুত করিতে হয়)

গ্রামের প্রজাগণের যাহার যত বিঘা জমী এবং যে, রকম, ও যে বিরূ, সমস্ত একায়ালে প্রদর্শীত হয় ঐ কাগজ দৃষ্টে জমাবন্দী প্রস্তুত হইয়া থাকে। জমাবন্দী করিবার জন্য, প্রজাগণের নাম২ এক২টী হিসাবের ন্যায় ফর্দ্দ পত্তন করিয়া তাহাতে জমী দর নিটিং

তঙ্কা, এই তিনটী শব্দ, নতা করিয়া ঐ ফর্দ্দের শীর ভাগে কিঞ্চিৎ তফাৎ২ করিয়া লিখিতে হয়, এবং তাহার নীচে বামদিকে, যেং২ রকম জমী থাকে, অর্থাৎ বাস্ত, বাগাত, ও শালি, ও সুনা, পরং২ জমীর নীচে লিখিয়া, তাহার পর যে হারে জমাবন্দী করিতে হইবে, তাহা পৃথক২ দরের নীচে অঙ্ক বসাইতে হয়, এবং জমাবন্দী কসিবার সঙ্কেৎ মতে কষ্টি করিয়া, নিটং তঙ্কার নীচে বসাইয়া, মোট ঠিক দিলে যত টাকা হইবেক তাহাই এক২ জন প্রজার জমাবন্দী অর্থাৎ বার্ষিক জমা ধার্য্য হয়।

এইরূপ জমাবন্দী করিয়া প্রজাগণের আপন২ জমাবন্দীর ফর্দ্দে তাহাদের নাম সহী করাইয়া লইতে হয়।

(জমাবন্দী কসিবার সঙ্কেৎ)

জমী এক বিঘার যত টাকা; এবং যত আনা ও যত গণ্ডা, দর হইবে; তাহার এক কাঠার দাম স্থির হইলেই, অনায়াসে জমাবন্দী কসা যায়, অতএব যত টাকা দর হইল, তাহার প্রতি টাকায়, কাঠার দাম ‍‍৵১৬ ষোল গণ্ডা আনায় ‍৴১ এক গণ্ডা, এবং গণ্ডায় ষোল তিল, কড়ায় চারি তিল হিসাবে ধরিয়া কাঠার দাম স্থির করিয়া জমাবন্দী করিবে।

(তৌজী)

প্রজাগণের যাহার যত টাকা জমাবন্দী হইল, ঐ টাকা ১২ মাসে বিভাগ করিরা, কোন মাসে কত টাকা দিতে হইবে, তাহার যে একটী কিস্তী বন্দীর কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই তৌজী বলে। এবং ঐ কিস্তীবন্দী, পাট্টা, এবং কবুলতিতেও লিখিতে হয়।

(কড়চা হিসাব)

প্রজাগণের নাম২ যে রূপ জমাবন্দী হয়, ঐ রূপ খাজানা আদায়ের হিসাবে, বাস্ত, ও বাগাত, ও শালি, ও সুনা প্রভৃতি পৃথক২

জমীর কাত জমা লিখিয়া, যে হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহাকে বড়চা বলে।

(খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব)

প্রজাগণের জমাবন্দীর লিখিত, মোট জমীর কাত জমা ধরিয়া বাৎসরিক খাজানা আদায়ের যে হিসাব প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাকে থোকা হিসাব, কোথাও বা হিসাব বাকী বলে, এবং তলপ বাকীও বলে।

(থোকা হিসাব যে রূপে প্রস্তুত হয়)

জমিদারীর সমস্ত প্রজাগণের নাম২, এক২টী হিসাবের ফর্দ্দ করিয়া, তাহার বাম দিকে ওয়াশীল, এবং দক্ষিণ দিকে বাকী বলিয়া লিখিত্‌করতঃ, ঐ বাকীর নীচে প্রজার মোট জমীর কাত জমা ধরিয়া, তাহার পর খারিজ, দাখিল, কমী, বেশী, পর২ নীচে লিখিয়া, তাহার পর রোডশেষ আদি লিখিয়া, বকেয়া বাকী ও কিস্তীখেলাপি সুদ ধরিয়া, প্রজার নিকট বৎসরের মোট খাজানা পাওয়ানা স্থির করিতে হয়। এবং যে মাসে যত টাকা আদায় হইল, তাহা ঐ কাগজের বামদিগে, ওয়াশীলের নীচে, মাস, ও তারিখ, ও যাহার দ্বারা আদায় আসিয়াছে, তাহার গুজারৎ, এবং মারফৎ দিয়া ওয়াশীল লিখিতে হয়, তাহার পরে বৎসরের শেষ হইলে, আখিরিতে মোট আদায় ঠিক দিয়া, জমার নীচে, ইস্তক পুন্যাহ, নাগাইদ আখিরি বলিয়া, মোট জমায় ও আদায়ে মুশমা দিয়া, যাহা বাকী থাকিল, তাহা আগামি সনের হিসাবে, বকেয়া বলিয়া তুলিয়া লইতে হয়। প্রজার জমা খারিজ, দাখিল, কমী, বেশী সমস্ত এই হিসাবে লিখিতে হয়। এই কাগজ বৎসরের প্রথম আরম্ভ হইয়া, আখিরিতে শেষ হয়।

(আট সাট্টা হিসাব)

নাতান প্রজাগণের, উৎপন্ন ফসলের কুত করিয়া কুতের একটী কাগজ প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ কাগজ দৃষ্টে একটী হিসাবের ফর্দ্দ ধরিয়া, তাহাতে প্রজার গুজস্তা জমা, ও কুতকরা সমস্ত শস্য দফায়২ লিখিয়া, ঐ শস্যের উচিত মূল্য ধরিয়া, যত টাকা হয় তাহার মধ্যে প্রজার খাদ্য উপযুক্ত শস্য বাদ দিয়া, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই সে বৎসর প্রজার নিকট আদায় পাইতে হয়, বাকী যাহা থাকে তাহা বকেয়া বাকীর, সঙ্গে পরে আদায় হয়, এইরূপ হিসাবকে আটসাট্টা হিসাব বলে।

(ভুঁড়া হিসাব)

প্রজার, কিম্বা অপর২ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে হরিয়েক রকমের পাওয়ানার হিসাব, একত্রে করিলে তাহাকে ভুঁড়া হিসাব বলে।

(জমাওয়াশীলবাকী।

গ্রামের মোট জমী, এবং মোট জমা, ও মোট আদায়, ও বাকী ও ঐরূপ এক২ জন প্রজার পৃথক২ ভাবে মোট জমী ও জমা এবং বৎসরের মধ্যে যাহা আদায় হইয়াছে, এবং যাহা বাকী আছে, তাহা ভিন্ন২ রূপে, একবারে প্রদর্শিত যে কাগজে হয়, তাহাকে জমাওয়াশীলবাকী বলে।

১। জমাওয়াশীলবাকী বৎসরের শেষ, আখিরিতে, প্রজার নাম২ থোকা হিসাব দৃষ্টে প্রস্তুত হয়। এই কাগজের মোট জমূল জমাকে গ্রামের হস্তবুধ বলে, ইহার ওয়াশীলের সঙ্গে, আখিরি জমা খরচের আদায়ে তেরিজের সঙ্গে মিল থাকে। জমাওয়াশীল-বাকী জমীদারীর বিশেষ উপকারি কাগজ।

(বাকি জায়)

জমিদারীর প্রজাগণের, বাকীর তেরিজ করাকে, জায় বাকী

কিম্বা বাকী জায় বলে, ইহা বৎসরের মধ্যে যখন মহালের বাকী জানার আবশ্যক হয়, তখনি হইতে পারে, ইহাতে মহালের জমা, এবং বকেয়া বাকী, ও শেষাদি সমস্ত ধ্রুত করিয়া, যে মাস পর্য্যন্ত আদায় হইয়াছে, তাহা সেই মাসের নাম উল্লেখ করিয়া, অর্থাৎ অমুক নাগাইদ ওয়াশীল বলিয়া লিখিয়া তাহার নীচে ওয়াশীল বাদ দিয়া, বাকী কাটীলে মহালের মধ্যে বাকী কয়েক মাসের, যে বাকী হইল তাহা জানা যায়। এই কাগজকে বাকী জায় বলে। আর জমী সুন্য জমাওয়াশীলবাকীকেও জায় বাকী বলে।

(সেহা)

জমিদারীর খাজানার টাকা আদায় হইয়া যে কাগজে জমা করিতে হয়, তাহাকে সেহা বলে। সেহা প্রতি মাসে আলাহিদা২ প্রস্তুত করিতে হয়।

১। সেহার পৃষ্ঠে খরচের একটী ফর্দ্দ থাকে, তাহাতে সমস্ত মাসে যে২ প্রকার খরচ হইয়াছে, ও যত টাকা খাজানা ইরশাল করা হইয়াছে তাহা লেখা থাকে, মাস শেষ হইলে, জমায় ও খরচে বাকী কাটীয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আগামি মাসের সেহায় গত মাহার মজুত বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়, ইহাকে বেঁকেন কাটা বলে। এইরূপ মাসিক সেহাকেই মাসকাবার বলে। এই সেহার নকল করিয়া, ডিহির নায়েবের নিকট, কিম্বা জমিদারের সদর কাছারিতে পাঠান হইলে, মাসকাবার দাখিল করা হয় এবং ১২ বার মাসের একত্র করিলেই সাল তামামী নিকাসি জমা খরচ প্রস্তুত হয়।

(জমা খরচ)

জমা শব্দে আয়, খরচ শব্দে ব্যয়, ঐ জমা খরচ, লিখিবার সময় একটী কাগজের বামদিগে জমিদারীর খাজানা প্রভৃতি জমা করিতে

হয়, ও দক্ষিণদিকে ইরশাল প্রভৃতি যে কোন খরচ থাকে তাহা সমস্ত লিখিতে হয়; তাহাকেই জমা খরচ বলে এবং তদ্বারা ডিহির ও সদরের, সেহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। ঐরূপ জমা, খরচ মাস২ আলাহিদা লিখিতে হয় ঐ ১২ মাহার জমা খরচ একত্র করিয়া লিখিলে, সাল তামামী নিকাসী জমা খরচ প্রস্তুত হয়।

(নিকাশ সম্বন্ধে শব্দাদির অর্থ)

(নিকাশ)

গোমাস্তা ও নায়েবদিগের নিকট হইতে জমিদারীর আদায়, ও ব্যয়, এবং কাগজ পত্র, ইত্যাদি বুঝিয়া লওয়াকে নিকাশ বলে।

(উৎপন্নের নিকাশ)

কেবল জমা খরচের লিখিত আদায়ী টাকায় ইরশাল ও শরঞ্জামী প্রভৃতি খরচ বাদ দিয়া নিকাশ বুঝিয়া লইলে তাহাকে উৎপন্নের নিকাশ বলে। উৎপন্নের নিকাশে কর্ম্মচারিদিগের তহবিল দেনা জানিতে পারা যায়।

(বাহাল, বাজেয়াপ্ত)

গোমাস্তা, ও তহশীলদার, এবং নায়েব প্রভৃতির, জমা খরচের লিখিত খরচের মধ্যে, যে টাকা জমিদার মঞ্জুর করেন, তাহাকে বাহাল, এবং যাহা নামঞ্জুর করিয়া বাদ দেন তাহাকে বাজেয়াপ্ত বলে। কোন২ স্থানে বাহাল, বাজেয়াপ্তকে, রদ, সহী, বলে।

(একাঁকী)

উপরোক্ত জমা খরচের অঙ্ক, যে কাগজে নিখিয়া বাহাল বাজেয়াপ্ত করা হয়, ঐ কাগজকে একাঁকী বলে।

(দরফর্দ্দী)

নিকাশের বাহালি খরচের টাকা সমস্ত, দ্বিতীয় একটী ফর্দ্দে লিখিয়া, জমুল করিয়া লইলে তাহাকে দরফর্দ্দী বলে।

(একযাই চালান)

কর্ম্মচারিগণ, সদরে কিম্বা ডিহিতে, যে টাকা মাস২ ইরশাল করে, তাহা সমস্ত একখণ্ড চালানে এক বৎসরের একত্রে তুলিয়া জমুল করিলে, তাহাকে একযাই চালান বলে। ঐ একযাই চালান সদরের সেহার সঙ্গে মোকাবেলা করিয়া, যে টাকা ঠিক হয়, তাহাই কর্ম্ম চারিগণের নিকাশে ইরশাল বাদ দিতে হয়।

(তুমার, কিম্বা ওয়াশীলাত;)

জমীদারির প্রজাগণের নিকট হইতে, তহশীলদার কিম্বা গোমাস্তা প্রভৃতি, খাজানার যে টাকা আদায় লইয়া, তাহাদের আখিরি নিকাশী জমা খরচে, আদায় লিখিয়া দেয় তাহা ঠিক বটে কি না, জানিবার জন্য, ঐ কর্ম্মচারিগণের দেওয়া রসীদ, প্রজাগণের নিকট হইতে তলপ করিয়া, দৃষ্টি পুর্ব্বক আদায় মোকাবেলা করাকে, তুমার, কিম্বা ওয়াশীলাত বলে। এইরূপ ওয়াশীলাত করা ভিন্ন নিকাশ নিষ্পত্তি ঠিক হয়না।

১। তুমার করিবার জন্য, গোমাস্তার আদায় তহশীলের থোকা হিসাবের ন্যায় প্রজার নাম২ একটী হিসাব প্রস্তুত করিয়া, প্রজাগণের নিকট হইতে রসীদ, অর্থাৎ দাখিলা দৃষ্টিকরতঃ ঐ হিসাবের বাম দিগে ওয়াশীলের নীচে, তারিখ২ পৃথক রূপে তুলিয়া লইলেই তুমার করা হয়, এবং ঐ তুমারি হিসাবের সঙ্গে, গোমাস্তার আদায়ের কাগজের মিলন করিলেই, কমী বেশী সমস্ত জানা যায়; তুমারের হিসাবে প্রজাগণের নাম দস্তখত করাইয়া লইতে হয়।

(বালাদস্তী তুমার)

খাজানা ব্যতীত বাজেবাবুদি কোন টাকা গোমস্তা আদায় করিলে, তাহার ওয়াশীলাত প্রজার জবানি শুনিয়া যে করা হয়, তাহাকে বালাদস্তী তুমার বলে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(জমিদারী কাগজের ফারম)

(চিঠার ফারম)

শ্রীশ্রীদুর্গা।

মুস হাত জব্দ জমী পরগণে সুমার সাহি মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরি মহাশয় সন১২৮৩।

শ্রীশ্রীহরি।

সন ১২৮৩ সাল

মৌঃ লক্ষ্মীবাটী

বিতারিখ——২ ফাল্গুন

রোজ————সোমবার

১ চিঠা

দিনায় জব্দ জমী

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

আদ্যারম্ভ গ্রামস্য ঈশাণ কোণ

কাশীবাটী গ্রামের পশ্চিম মহাল

রাইয়তী খোদকস্তা জোত

		দীর্ঘ	প্রস্থ		
তিতু সেখ		পৃঃ	পঃ		
১ বন্দ	১	৩৮৹	২৴	৭॥	শালি আউওল

পূর্ব্ব কাশীবাটীর সীমানা উত্তর ঐ সীমানা পশ্চিম হরিমোহন দাসের জোত জমী দক্ষিণ গৌর পালের জোত জমী

ঐ দাগের দক্ষিণ মহাল রাইয়তী মহলুন কৃষ্ণ হরি পাল খোদকস্তা জোত গৌর পাল

১ বন্দ	২	পৃঃ ২।।৩।৴	পঃ ৮৹৮	২৴১।।	সালি অউওল

পূর্ব্ব কাশীবাটীর সীমানা উত্তর গৌর পালের জমী পশ্চিম হরিমোহন দাসের জমী দক্ষিণ কালিকৃষ্ণ দত্ত ও গোপীনাথ দাসের জমী

৯॥১॥

১ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

২ দাগের জমীর দক্ষিণ মহাল
রাইয়তী পাইকস্তা জোত
গোপীনাথ দাস পূঃ পঃ

১ বন্দ ৩ ৩॥০ ১॥১॥/ ৫৮০। সালি আউওল
পূর্ব্ব কৃষ্ণ দাশ বৈরাগির জমীর, উত্তর গৌর পালের জমী, পশ্চিম কালিকৃষ্ণ দত্তর জমী, দক্ষিণ রাই কমল দাসের জমী

৩ দাগের পূর্ব্ব মহাল বৈষ্ণবোত্তর দখলিকার
কৃষ্ণ দাস বৈরাগি জোত নিজ
১ বন্দ পূঃ পঃ
৪ ১॥৪ ১।৩৸ ২।৪ শালি দুয়েম
পূর্ব্ব কাশীবাটীব সীমানা, উত্তর পশ্চিম গোপীনাথ দত্তর জমী, দক্ষিণ সরকারি খামার

৪ দাগের জমীর দক্ষিণ মহাল খামার
১ বন্দ পূঃ পঃ
৫ ৩/০৵১০ ১৸১। ৫।৪।৵ পতিত
পূর্ব্ব কাশীবাটীর সীমানা, উত্তর কৃষ্ণদাস বৈরাগির জমী, পশ্চিম রাইকমল দাসের জমী, দক্ষিণ আয়মা গাজিহোশণ বক্স।

১৩॥৩॥৵
কৈঃ

সালি আউওল	সালি দুয়েম	পতিত
৫৮০।	২।৪	৫,৪।৵

মোকাবেলা
শ্রী গোপালচন্দ্র মণ্ডল শ্রীবক্ক সাহানা শ্রীতিতু সেখ

৮ ফাল্গুণ

১ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

১১ দাগের উত্তর, মহাল রাইয়তি

পাইকস্তা জোত হরিমোহন ঘোষ

১ বন্দ উঃ দঃ সুনা

১২ ২৴১৸০ ১৸১।০ ৫৸০।৶০ আউওল

পূর্ব্ব তিতু সেখের জমী, উত্তর সরাকতের জমী, পশ্চিম জানকী মিত্রের জমী, দক্ষিণ রাধামোহন ঘোষের জমী।

১২ দাগের পশ্চিম, মহাল রাইয়তী

খোদকস্তা জোত জানকী মিত্র

১ বন্দ পূঃ পঃ

১৩ ২॥২॥০ ২॥০ ৬॥০।০ ঐ

পূর্ব্ব হরিমোহণ দাসের জোত জমী, উত্তর সীমানা, পশ্চিম নিত্যাই পাইকের চাকরাণ, দক্ষিণ বাধা মেহন ঘোষের জমী।

১৩ দাগের জমীর পশ্চিম, মহাল পাইকি চাকরাণ

জোত নিজ নিত্যাই পাইক

১ বন্দ উঃ দঃ

১৪ ২।২॥০ ২৴৩৸০ ৫৴৪ ঐ

১৭।৪॥৶

কৈঃ

সুনা আউওল

১৭।৪॥৶

১ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

১৪ দাগের জমীর দক্ষিণ, মহাল
রাইয়তী খোদকস্তা জোত
গোপাল দাস মণ্ডল।

১ বন্দ উঃ দঃ

১৫ ২/৩৷৷৶ ১৷৷৪৷৷৶১০ ৩৸০ সুনা সুয়েম

পূর্ব্ব রাধামোহন ঘোষের জমী, উত্তর নিত্যাই পাইকের চাকরাণ, পশ্চিম রাস্তা, দক্ষিণ গৌরপালের জমী।

১৫ দাগের জমীর দক্ষিণ, পূর্ব্ব কোণ, মহাল
রাইয়তী খোদকস্তা জোত গৌর পাল।

১ বন্দ উঃ দঃ

১৬ ১/০ ৸১৷০ ৸১৷০ সুনা চাহারম

পূর্ব্ব কালিকৃষ্ণ দত্তর জমী, উত্তর রাধামোহন ঘোষের জমী, পশ্চিম রাস্তা, দক্ষিণ হরিমোহন ঘোষের জমী।

১৬ দাগের পশ্চিম দক্ষিণ কোণ,
খোদকস্তা জোত হরমোহন ঘোষ।

১ বন্দ উঃ দঃ

১৭ ২৸০ ১৸০৸ ৪৸২৸ সুনা দুয়েম

পূর্ব্ব বঙ্ক সাহানার চাকরাণ, উত্তর গৌরপালের জমী, পশ্চিম জগৎ বল্লভ দাসের জমী, দক্ষিণ ৺ শিবোত্তর জমী।

৯৷৪

সুনা	সুনা	সুনা	কৈঃ
সুয়েম	চাহারম	দুয়েম	
৩৸০	৸১৷	৪৸২৸	

১২ ফাল্গুণ
১ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

১৭ দাগের জমীর পূর্ব্ব মহাল
চাকরাণ দখল বঙ্ক সাহানা
জোত রাধাগোবিন্দ দাস।

		উঃ	দঃ		
১ বন্দ					
	১৮	১/৩	॥০	॥১॥	সুনা দুয়েম

পূর্ব্ব রামনারায়ণ ঘোষের জমী, উত্তর গৌর পালের জমী, পশ্চিম হরমোহন মণ্ডলের জমী, দক্ষিণ ৺ শিবোত্তর জমী।

১৮ দাগের দক্ষিণ, মহাল ৺ দেবোত্তর
শিবোঠাকুর বোইত অভয়চরণ পণ্ডীত জোত নিজ।

		পুঃ	পঃ		
১ বন্দ					
	১৯	১৸৩/	১।৪	২॥২॥৶	সুনা আউওল

পূর্ব্ব ৺ কানাই দেওয়াণ ঠাকুরের জমী, উত্তর হরমোহন মণ্ডলের জমী, পশ্চিম লক্ষ্মনারায়ণ ঘোষের জমী, দক্ষিণ সরাকতের জমী।

১৯ দাগের পশ্চিম, মহাল রাইয়তী
খোদকস্তা জোত লক্ষ্মিনারায়ণ ঘোষ।

		উঃ	দঃ		
১ বন্দ					
	২০	২॥১	২/৪	৫॥২	ঐ

পূর্ব্ব ৺ শিবোত্তর জমী, উত্তর জগৎ বল্লভ দাসের জমী, পশ্চিম বাগাত, দক্ষিণ শরাকতের জমী।

		৮৸১৶
সুনা	সুনা	কৈঃ
দুয়েম	আউওল	
॥১॥	৮/৪॥৶	

১ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

২০ দাগের জমীর পশ্চিম, মহাল রাইয়তি
খোদকস্তা জোত জগৎবল্লভ দাস।

১ বন্দ উঃ দঃ সুনা

২১ ২/১৸০ ২/১৷০ ৪৷১ দুয়েম

পূর্ব্ব হরমোহন মণ্ডলের জমী, উত্তর রামশঙ্কর নিয়োগীর জমী, পশ্চিম বাগাত, দক্ষিণ লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষের জমী।

২১ দাগের পূর্ব্ব, মহাল খাস খামার
রাস্তা পতিত।

উঃ দঃ

২২ ২৷২৷৷০ ২/০ ৪৷৷০ রাস্তা

পূর্ব্ব গৌর পালের জমী, পশ্চিম রামশঙ্কর নিয়োগীর জমী।

২২ দাগের উত্তর মহাল খাস খামার পতিত।

১ বন্দ পূঃ পঃ পতিত

২৩ ১৷৷২৷০ ১৷০ ২/১৷৷০ খামার

২৩ দাগের খামার পতিত জমীর উত্তর, মহাল
রাইয়তী খোদকস্তা জোত কালি মোহন দাস।

উঃ দঃ

২৪ ১/০ ৷২ ৷২

/২

দক্ষিণ টং —— সুনা

৷৪ আউওল

পূর্ব্ব নিত্যাই পাইকের চাকরাণ, উত্তর সরাকত, পশ্চিম রাইকমল দাসের জমী, দক্ষিণ ভাগাড় পতিত।

১১৷১৷৷০

কৈঃ

সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	রাস্তা পতিত	খামার পতিত
৷৪	৪৷১	৪৷৷০	২/১১

এই দাগে ১ চিঠা তামাম হইল

মোং শ্রীগোপাল মণ্ডল। শ্রীনিত্যাই পাইক।

জমিদারী সেরেস্তার কাগজ।

সফাবন্দী

১ চিঠা—

আসামী— ঃ——	জমী— বিতং	শালি আউওল	শালি দুয়েম	শালি সুয়েম	শালি চাহারম	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা সুয়েম	সুনা চাহারম	রাস্তা ০	পতিত ০
১ সফা	৯॥১॥	৯॥১॥	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২ সফা	১৩॥৩॥৶	৫৸।	২।৪	০	০	০	০	০	০	০	৫।৪।৶
৩ সফা	১৭/০৸	৯/৪৸/	০	০	৭৸০৸৶	০	০	০	০	০	০
৪ সফা	১৪॥২৸৶	৮৸২/	০	০	০	৫৸০৸/	০	০	০	০	০
৫ সফা	১৭।৪॥৶	০	০	০	০	১৭।৪॥৶	০	০	০	০	০
৬ সফা	৯৪	০	০	০	০	০	৪৸২।	৩৸০	৸১।	০	০
৭ সফা	৮৸১৶	০	০	০	০	৮/৪॥৶	॥১॥	০	০	০	০
৮ সফা	১১।১॥	০	০	০	০	।৪	৪।১	০	০	৪॥০	২/১॥
	১০২/০৶	৩৩।৩॥৶	২।৪	০	৭৸০৸৶	৩১৸৪।৶	৯৸০।	৩৸০	৸১।	৪॥০	৭॥০৸৶

২ চিঠা

মুসহাত জব্দ জমী পরগণে সুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৩ সাল।

বিতারিখ	১৬ ফাল্গুণ
রোজ	বুধবার

দিনায় জব্দ জমী

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

আদ্যারম্ভ গ্রামস্য পূর্ব্ব ১ চিঠার ২৪ দাগের প্রজা কালিমোহন দাসের জোত জমীর পশ্চিম মহাল রাইয়তী বসত রাই কমল দাস।

১ বন্দ		উঃ	দঃ		
	১	২॥০	১॥০	৩৴০	বাস্তু

পূর্ব্ব কালিমোহন দাসের জমী উত্তর সরাকতের জমী, পশ্চিম সরকারি খামার পতিত, দক্ষিণ নিজ প্রজার উদবাস্তু।

৩

৩৴০

বাস্তু	কৈঃ
৩৴০	

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

১ দাগের জমীর দক্ষিণ, মহাল রাইয়তী বসত রাইকমল দাস।

১ বন্দ পূঃ পঃ

২ ১॥০ ৸০ ১৴২॥ উদ্‌বাস্তু

পূর্ব্ব কালিমোহন দাস, উত্তর নিজ বাস্তু বাটী, পশ্চিম সরকারি পতিত, দক্ষিণ হরিদাসের বসতবাটী।

২ দাগের জমীর দক্ষিণ, মহাল রাইয়তী।
বসত হরিদাস।

১ বন্দ উঃ দঃ

৩ ৩৴০ ২।০ ৬৸০ জায় বাস্তু ২৴০
উদবাস্তু ৪৸০

পূর্ব্ব কালিমোহন দাসের জমী, উত্তর রাইকমল দাসের জমী, পশ্চিম সরকারি পতিত, দক্ষিণ পতিত,

৩ দাগের পশ্চিম খামার পতিত

পূঃ পঃ

৪ ৯৴ ৬।।০ ৫৮।।০ জায় পুষ্করিণী ৫৴ পতিত ৫৩।০ শিবোমন্দির ।০

পূর্ব্ব হরিদাস ও রাইকমল দাসের বাস্তুবাটি, উত্তর সরাকতের জমী, পশ্চিম রাধামোহন ঘোষের জমী, দক্ষিণ কৃষ্ণ দাস ও জানকী মিত্র দিগরের বাটী।

৬৬।২।।

বাস্তু	উদবাস্তু	পুষ্করিণী	পতিত	বৈঃ
২৴	৫৸২।।	৫৴	৫৩।	শিবোমন্দির ।০

২ চিঠা

১৬ ফাল্গুণ

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

৪ দাগের খামার জমীর দক্ষিণ,
মহাল রাইয়তী খোদ কস্তা
বসত কৃষ্ণ দাস।

১ বন্দ পূঃ পঃ

৫ ২।০ ১৸০ ৩৸৩৸ বাস্তু

পূর্ব্ব ভাগাড় পতিত, উত্তর খাস খামার, পশ্চিম গোপাল মণ্ডলের বাস্তুবাটী, দক্ষিণ রাস্তা।

৫ দাগের জমীর পশ্চিম, মহাল রাইয়তী বসত গোপাল মণ্ডল।

পূঃ পঃ

৬ ২৸২॥ ১৸২॥ ৫।৩ জায়

বাস্তু

২৴

উদবাস্তু

পূর্ব্ব কৃষ্ণদাসের বাস্তু বাটী, উত্তর ৩।৩
পশ্চিম খামার দক্ষিণ রাস্তা।

৯।১৸

বাস্তু উদবাস্তু কৈঃ

৫৸৩৸ ৩।৩ মোং শ্রীগোপাল মণ্ডল

তারিখ—১৮ ফাল্গুণ

২ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

৬ দাগের গোপাল মণ্ডলের বাস্তু বাটীর
দক্ষিণ, পশ্চিম মহাল খামার।

১ বন্দ		পূঃ	পঃ		
	৭	৫।০	১৷৪৷	৯/১৷	পতিত

পূর্ব্ব গোপাল মণ্ডলের বাস্তু বাটী, উত্তর জানকী নাথ মিত্রের বাটী, পশ্চিম ও দক্ষিণ মহাল খামার রাস্তা।

৭ দাগের উত্তর, মহাল রাইয়তী বসত জানকীনাথ মিত্র।

১ বন্দ		পূঃ	পঃ		
	৮	২৸০	১।০	৩।৩৸	বাস্তু

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ও উত্তর খাস খামার, পশ্চিম গৌরপালের জমী।

৮ দাগের পশ্চিম মহাল খোদকস্তা বসত গৌরমোহন পাল।

	পূঃ	পঃ		
৯	২।০	১।০	২৸১।	বাস্তু

পূর্ব্ব জানকীনাথ মিত্রের বাস্তুবাটী উত্তর খাস খামার পমিশ্চ রাস্তা দক্ষিণ খাস খামার।

১৫।১৷

বাস্তু	পতিত	কৈঃ
৬।০	৯/১৷	

২ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

৯ দাগের গৌরপালের বাস্ত বাটির উত্তর, মহাল খোদকস্তা বসত রাধামোহন ঘোষ।

১ বন্দ		উঃ	দঃ		
	১০	২✓	১॥০	৩✓	বাস্ত

পূর্ব্ব পশ্চিম খামার, উত্তর কালিকৃষ্ণ দত্তর বসত বাটী, দক্ষিণ গৌর পালের বাটী।

১০ দাগের উত্তর, মহাল রাইয়তী বসত কালিকৃষ্ণ দত্ত।

১ বন্দ		উঃ	দঃ		
	১১	২✓	১৵২॥	৩৵	বাস্ত

পূর্ব্ব পশ্চিম খাস খামার, উত্তর গোপীনাথ দাসের বাটী, দক্ষিণ রাধামোহন ঘোষের বাটী।

৬৸০

কৈঃ

বাস্ত ৬৸০

মোং শ্রীনিত্যাই পাইক। শ্রীগোপাল মণ্ডল। শ্রীরাধামোহন ঘোষ।

তারিখ ১৯ ফাল্গুন

২ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

১১ দাগের কালিকৃষ্ণ দত্তর বাটীর উত্তর, মহাল রাইয়তী বসত গোপীনাথ দাস।

		উঃ	দঃ		
	১২	২৴২॥	১৴২৮	৩॥৪॥	বাস্তু

পূর্ব্ব পশ্চিম খাস খামার, উত্তর হরিমোহন দাসের বাটী, দক্ষিণ গোপীনাথ দাসের বাটী।

১২ দাগের উত্তর, মহাল রাইয়তী, বসত হরিমোহন পাল।

		উঃ	দঃ		
	১৩	২।০	১॥০	৩।২॥	ঐ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম সরকারি পতিত, দক্ষিণ গোপীনাথ দাসের বাটী, উত্তর সরাকতের জমী।

১৩ দাগের পশ্চিম, মহাল খামার

		উঃ	দঃ		
	১৪	৯॥৪	॥০	৪॥২	রাস্তা

পূর্ব্ব রাধামোহন ঘোষ ও কালিকৃষ্ণ দত্ত ও গোপীনাথ দাস দিগরের বাটী, পশ্চিম খামার।

১১৮৪

বাস্তু	রাস্তা	কৈঃ
৭৴২	৪৮২	

মোং শ্রীবঙ্ক সাহানা। শ্রীকালিকৃষ্ণ দত্ত।

তারিখ ২০ ফাল্গুণ

২ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

২১ দাগের জমীর দক্ষিণ, মহাল ব্রহ্মোত্তর দখল তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং মাহেশ, জোত রামকৃষ্ণ ঘোষ।

১ বন্দ উঃ দঃ

২২ ৫/ ১।০ ৬।০ সুনা আউওল

পূর্ব্ব রামকৃষ্ণ ঘোষের বাগাৎ, উত্তর খামার, পশ্চিম গিরিশচন্দ্র সিংহের মহাত্রাণ জমী।

২২ দাগের পশ্চিম, মহাল লাখেরাজ মহাত্রাণ গিরিশচন্দ্র সিংহ জোত কৃষ্ণদাস

১ বন্দ উঃ দঃ

২৩ ৫/ ২॥০ ১২॥০ ঐ

পূর্ব্ব তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর, উত্তর রাস্তা, পশ্চিম চাকরাণ জমী দক্ষিণ সরাকতের সীমানা।

২৩ দাগের পশ্চিম মহাল পাইকি চাকরাণ, দখল নিত্যাই পাইক জোত নিজ।

১ বন্দ উঃ দঃ

২৪ ৪/ ৩/১ ১২/৪ ঐ

পূর্ব্ব গিরিশচন্দ্র সিংহের মহাত্রাণ, উত্তর পশ্চিম রাস্তা, দক্ষিণ সরাকতের জমী।

৩০৮৪

সুনা আউওল কৈঃ

৩০৮৪

২০ ফাল্গুণ

২ চিঠা

আসামী——দাগ——দীর্ঘ——প্রস্থ——সারা——জিনিস

২৪ দাগের পাইকি চাকরাণ জমীর দক্ষিণ, মহাল রাইয়তী খোদ-কস্তা জোত রামকৃষ্ণ ঘোষ

১ বন্দ		উঃ	দঃ		
	২৫	৫/০	২।০	১১।০	বাঁশ বাগাৎ

পূর্ব্ব চাকরাণ জমী, পশ্চিম ও উত্তর রাস্তা, দক্ষিণ সরাকতের জমী।

২৫ দাগের উত্তর, মহাল খামার রাস্তা।

১ বন্দ		পূঃ	পঃ		
	২৬	১০/	॥৪	৭/	রাস্তা পতিত
				১৮।০	

বাঁশ বাগাৎ	রাস্তা পতিত	কৈঃ
১১।০	৭/	

অদ্য গ্রাম জরিপ তামাম হইল মোকাবেলা শ্রীগোপাল মণ্ডল শ্রীবঙ্ক সাহানা। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘো॰

চিঠার খতিয়াণ।

খতিয়াণ জমী পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষীবাটী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৩ সাল মাহ ফাল্গুণ।

মহাল খোদকস্তা — খোদকস্তা

শ্রীতিতু সেখ।		শ্রীগৌর পাল।	
আসামী	জমুলা জমী	আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা		১ চিঠা	
১ দাগে	৭৷৹	১ দাগে	২৵১॥
	শালি আউওল		শালি আউওল
		১৬ দাগে	৮১। সুনা চাহারম
		২ চিঠা	
		৯ দাগে	২৮১। বাস্তু
	৭৷৹		৫॥৪

মহাল খোদকস্তা

শ্রীজানকী নাথ মিত্র		শ্রীজগৎবল্লভ দাস	
আসামী	জমুলা জমী	আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা		১ চিঠা	
১৩ দাগে	৬॥৹।	২১ দাগে	৪।১
২ চিঠা	সুনা আউওল		সুনা দুয়েম
৮ দাগে	৩।৩৮		
	বাস্তু		
	৯৲৪		৪।১

শ্রীগোপী নাথ দাস।

আসামী	জুমলা জমী
২ চিঠা	
১২ দাগে	৩৷৪৷ বাস্তু
	৩৷৪৷

শ্রীহরি মোহন পাল।

আসামী	জুমলা জমী
২ চিঠা	
১৩ দাগে	৩।২৷ বাস্তু
	৩।২৷

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ।

আসামী	জমুলা জমী
২ চিঠা	
১৯ দাগে	৩৸৹।৶ জায় বাস্তু ২৴ উদ্‌বাস্তু ১৸৹।৶
২ চিঠা	
২১ দাগে	২২৷৩ বাগাৎ
২ চিঠা	
২৫ দাগে	১১।৹ বাঁশ বাগাৎ
	৩৭৷৩।৶

শ্রীগোপাল মণ্ডল

আসামী	জমুলা জমী
২ চিঠা	
১৫ দাগে	৩৸৹ সুনাজুয়েম
২ চিঠা	
৬ দাগে	৫।৩ জায়, বাস্তু ২৴ উদ্‌বাস্তু ৩।৩
	৯৴৩

শ্রীহর মোহণ ঘোষ

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১৭ দাগে	৪৸২৸ সুনা জুয়েম
	৪৸২৸

শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
২০ দাগে	সুনাআউওল
	৫৷২

খতিয়াণ মহাল পাইকস্তা।

শ্রীরাধা মোহন ঘোষ

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১১ দাগে	৫৮০৮/
	সুনা আউওল
	৫৮০৮/

শ্রীহরি মোহন ঘোষ

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১২ দাগে	৫৮০।৶
	সুনা আউওল
	৫৮০।৶

শ্রীগোপীনাথ দাস।

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৩ দাগে	৫৮০।
	শালি আউওল
	৫৮০।

শ্রীকেদার নাথ দাস

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৮ দাগে	৫৮৩৸/
	শালি আউওল
	৫৮৩৸/

শ্রীরামনাথ দাস।

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৯ দাগে	১/১॥৶
	শালি আউওল
	১/১॥৶০

শ্রীকালি কৃষ্ণ দত্ত।

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১০ দাগে	৭৮০।৶
	শালি আউওল
	৭৸০।৶০

খতিয়াণ মহাল খামার।

আসামী	জমুলা জমী	
১ চিঠা		
৫ দাগে	৫।৪॥৶	পতিত
২২ দাগে	৪৪।০	রাস্তা
২৩ দাগে	২/১॥	খামার পতিত
২ চিঠা		
৪ দাগে	৫৮॥০	জায়, পুষ্করিণী, পতিত, শিবোমন্দির ৫/ ৫৩।০ ।০
৭ দাগে	২৭১॥	খাস পতিত
১৪ দাগে	৪৸২	রাস্তা
১৫ দাগে	৪৩॥	খাস পতিত
১৬ দাগে	১॥২৸	খাল জলকর
১৭ দাগে	১১/২॥০	রাস্তা
১৮ দাগে	১৩।২	পতিত
২০ দাগে	১৬।৪।৶	পতিত
২৬ দাগে	৭/০	রাস্তা
	১৮১৸১	

মহাল চাকরাণ

শ্রীনিত্যাই পাইক

আসামী	জমুলা জমী
২ চিঠা	
২৪ দাগে	১২॥০
১ চিঠা	সুনা আউওল
১১ দাগে	৫/৪ সুনাআউওল
	১ ॥৪

শ্রীবঙ্ক সাগানা

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১৮ দাগে	॥১॥ সুনাদুয়েম
	॥১॥

মহাল আয়মা

শ্রীগাজী হোশেণ

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৬ দাগে	৭৸০৸৵ শালি চাহারম
	৭৸০৸৶

৺ কানাই দেওয়াণ ঠাকুর
সেবাইত তকি ফকির

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৭ দাগে	৩।১ শালিআউওল
	৩।১

৺শিবো ঠাকুর।
সেবাইত শ্রীঅভয়াচরণ পণ্ডিত।

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
১৯ দাগে	২॥২॥৵ সুনাআউওল
	২॥২॥৶

বৈষ্ণবোত্তর
শ্রীকৃষ্ণদাস বৈরাগী।

আসামী	জমুলা জমী
১ চিঠা	
৪ দাগে	৭।৪ শালিছুয়েম
	৭।৪

ব্রহ্মত্তর

শ্রীতারা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আসামী	জমুলা জমী
২ চিঠা	
২২ দাগে	৬।০ সুনা ছুয়েম
	৬।০

মহাত্রাণ

শ্রীগিরিশ চন্দ্র সিংহ

আসামী	জমুলা জমী
২ চিঠা	
২৩ দাগে	১২॥০ সুনাআউওল
	১২॥০

একয়ান জমী পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মীবাড়ী।
জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৩ সাল মাহ ফাল্গুন।

মহাল খেদকস্তা।

আসামী ।:——	জমূলা জমী বিঃ	বাস্ত ০	উদ্ বাস্ত	বাগাৎ ০	বাঁশ ০	শালি আউওল	শালি দুয়েম	শালি সুয়েম	শালি চাহারম	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা চাহারম
হিতু সেখ	৭৷৷০	০	০	০	০	৭৷১৹	০	০	০	০	০	০
গৌর পাল	৫।৪	২৸১৷	০	০	০	২/১৷০	০	০	০	০	০	৸১।
জানকী নাথ মিত্র	৯৸৩	৩৲৸	০	০	০	৬৷৷৴	০	০	০	০	০	০
জগৎবল্লভ দাস	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৪।১
কালি মোহন দাস	।৪	০	০	০	০	০	০	০	০	।৪	০	০
রাইকমল দাস	৪৸২৷৷	৫৸০	১/২৷৷	০	০	০	০	০	০	০	০	০
হরি দাস	৬৸০	২	৪৸০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	৫৯৷৷০।	১২/	৫৸২৷৷	০	০	১৬/১৸	০	০	০	।৪	৪।১	৸১।

একয়াল জমী মহাল খোদকস্তা ।

	জমুলা জমী বিতং	বাস্তু	উদ বাস্তু	বাগাত	বাঁশ বাগাত	শালি আউওল	শালি দুয়েম	শালি সুয়েম	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা সুয়েম	সুনা চাহারম
কৃষ্ণদাস	৩৸৩৶	৩৸৩৸০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
রাধামোহন দাস	৩/০	৩/০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
কালিকৃষ্ণ দত্ত	৩৸০	৩৸০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
গোপীনাথ দাস	৩৷৪৷০	৩৷৪৷০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
হরিমোহন পাল	৩৷২৷	৩৷২৷	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
রামকৃষ্ণ ঘোষ	৩৭৷২৷৶	২/	১৸০৷৶	২২৷৩	১১৷	০	০	০	০	০	০	০
গোপাল মণ্ডল	৯/৩	২/০	৩৷৩	০	০	০	০	০	০	০	৩৸০	০
হরমোহন ঘোষ	৪৸২৸	০	০	০	০	০	০	০	০	৪৸২৸	০	০
লক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ	৫৷২	০	০	০	০	০	০	০	৫৷২	০	০	০
	৭৫/১৸৶	২১৸০৸	৫/২৷৶	২২৷৩	১১৷০	০	০	০	৫৷২	৪৸২৸	৩৸০	০
ইজা	৩৯৷০৷	১২/	৫৸২৷	০	০	১৬/১৸	০	০	১৪	৪৷১	০	৸১৷
	১১৪৷২৷৶	৩৩৸৩৸	১১/৸৶	২২৷৩	১১৷০	১৬/১৸	০	০	৩/১	৯/৩৸	৩৸০	৸১৷

জমিদারী সেরেস্তার কাগজ।

একয়াল জমী মহাল পাইকস্তা।

আসামী	জমুলা জমাবিতং	শালি আউওল	শালি দুয়েম	শালি সুয়েম	শালি চাহারম	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা সুয়েম	সুনা চাহারম
রাধা মোহন ঘোষ	৫৸০৸/	০	০	০	০	৫৸০৸/	০	০	০
হরি মোহন ঘোষ	৫৸০।৶	০	০	০	০	৫৸০।৶	০	০	০
গোপী নাথ দাস	৫৸০।	৫৸।	০	০	০	০	০	০	০
কেদার নাথ দাস	৫৸৩৸/	৫৸৩৵/	০	০	০	০	০	০	০
রাম নাথ দাস	১/১॥৵	১/১॥৵	০	০	০	০	০	০	০
কালি কৃষ্ণ দত্ত	৭৸০।৶	৭৸০।৶	০	০	০	০	০	০	০
	৩২/২।৵	২০॥১৵	০	০	০	১১॥১।	০	০	০

একয়াল জমী মহাল খামার।

আসামী	জমুলা জমীবিতং	পতিত ০	রাস্তা ০	খাল জলকর	পুষ্করিণী ০	৺ শিবো মন্দির
মাহাল খাস খামার	১৮১৸১।	১৪৩।৩৸	৩১।৪৸	১॥২৸	৫/	।০
	১৮১৸১।	১৪৩।৩৸	৩১।৪৸	১॥২৸	৫/	।০

একয়াল জমী মহাল চাকরাণ।

	জমুলা জমীবিতং	শালি আউওল	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা সুয়েম	সুনা চাহারম
নিত্যাই পাইক	১৭॥৪	৫/৪	১২॥০	০	০	০
বঙ্ক সাহানা	॥১॥	০	০	॥১॥	০	০
	১৮।০॥	৫/৪	১২॥০	॥১॥	০	০

একয়াল, মহাল আয়মা,

আসামী	জমুলা জমীবিতং	শালি আউওল	শালি চাহারম	সুনা আউওল	সুনা চাহারম
শ্রীগাজি হোশেণ মৌলবি	৭৸০৸৶	০	৭৸০৸৶	০	০
	৭৸০৸৶	০	৭৸০৸৶	০	০

জমিদারী সেরেস্তার কাগজ।

একমাল মহাল লাখেরাজ

	জমুলা জমীবিতং	শালি আউওল	শালি দুয়েম	শালি চাহারম	সুনা আউওল	সুনা দুয়েম	সুনা চাহারম
পিরোত্তর ৺ কানাই দেওয়াণ।							
	৩।১	৩।১	০	০	০	0	0
দেবোত্তর ৺শিবোঠাকুর	২॥২॥৶	0	0	0	২॥২॥৶	0	0
বৈষ্ণবোত্তর	২।৪	0	২।৪	0	0	0	0
ব্রহ্মত্তর	৬।0	0	0	0	৬।0	0	0
মহাত্রাণ	১২॥0	0	0	0	১২॥	0	0
	২৭৴২॥৶	৩।১	২।৪	0	২১।২॥৶	0	0

শ্রীকালি মোহন দাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
সুনা আউওল	।৪	৩৲	১।৵১২
	।৪		১।৵১২

শ্রীজগৎ বল্লভ দাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
সুনা ভুয়েম	৪।১	২৲	৮॥৵১৩
	৪।১		৮॥৵১৩

শ্রীরাই কমল দাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
বাস্তু	৩৸৹	৭৲	২৬।০
উদ্‌বাস্তু	১৴২॥	৫৲	৫॥৶৹
	৪৸২॥		৩১৸৶

শ্রীহরিদাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
বাস্তু	২৴	৭৲	১৪৲
উদ্‌বাস্তু	৪৸০	৫৲	২৫।০
	৬৸০		৩৯।০

শ্রীকৃষ্ণদাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
বাস্তু	৩৸৩৸	৭৲	২৭॥৴
	৩৸৩৸		২৭॥৴

শ্রীগোপী মোহন দাস।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
শালি আউওল	৫৮০।	৩⁄	১৭।১২
	৫৮০।		১৭।১২

শ্রীকেদার নাথ দাস।

অসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
শালি আউওল	৫৮৩৮⁄	৩৲	১৭৮⁄৩
	৫৮৩৮⁄		১৭৮⁄৩

শ্রীরাম নাথ দাস।

শালি আউওল	১⁄১॥৵	৩৲	৩৶১৮
	১⁄১॥৵		৩৶১৮
			তঙ্কা

শ্রীকালী কৃষ্ণ দত্ত।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
শালি আউওল	৬৮০।৶	৩৲	২৪।⁄১
	৬৮০।৶		২৩।⁄১

জমাবন্দী মহাল চাকরাণ

শ্রীনিত্যাই পাইক।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
সুনা আউওল	৫⁄৪	।০	১।১০ নজর
সুনা আউওল	১২॥	ঐ	আনা ৩৵ঐ
	১৭॥৪		৪।৵১০

চাকরাণ শ্রীবঙ্ক সাহানা ।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
সুনা ছুয়েম	॥১॥	২৲	১৸৵ নজর আনা
	॥১॥		১৸৵

জমাবন্দী মহাল আয়মা

শ্রীগাজি হোশেন ।

আসামী	জমী	দর	নিটং তঙ্কা
শালি চাহারম	৭৸০৸৶	।৴০	২॥৶
	৭৸০৸৶		২॥৶

সাবেক জমা

মাস মাস কিস্তি তৌজী মৌজে লক্ষ্মী বাটী

	জমাবিতং জমাবন্দী	মাহ বৈশাখ	মাহ জ্যৈষ্ঠ	মাহ আষাঢ়	মাহ শ্রাবণ	মাহ ভাদ্র	মাহ আশ্বিন	মাহ কার্ত্তিক	মাহ অগ্রহায়ণ	মাহ পৌষ	মাহ মাঘ	মাহ ফাল্গুন	মাহ চৈত্র
তিতুসেখ	২২॥	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	২॥০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	২॥০
গৌর পাল	২৭৶২	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।৵২
জানকী মিত্র	৪৩॥৶৪	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৪॥০	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৩॥০	৪৶৪
জগৎ বল্লভ ঘোষ	৮॥/১৬	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	৸৫	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	॥৶৫	৸/১
কালি মোহণ দাস	১॥/১২	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶০	৶১২
রাইকমল দাস	৩১৮৶	২॥৵	২॥৵	২॥৶	২॥৵	২॥৵	২॥৶	২॥৵	২॥৶	২॥৵	২॥৵	২॥৶	৩৲
হরিদাস	৩৯।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩।০	৩॥০
শ্রীকৃষ্ণদাস	২৭॥/	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২॥০	২।০	২।০	২।০	২।০	২।০	২॥/
রাধা মোহণ ঘোষ	২১৲	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০	১৸০
	২২৩৵১৪	১৮৶৫	১৮ ৶৫	১৮ ৶৫	১৮ ৶৫	১৮ ৶৫	২০।/৫	১৮৶৫	১৮৶৫	১৮৶৫	১৮৶৫	১৮ ৶৫	২০৸১৯
ইজা	৪১৩৸	৩৪৶৫	৩৪৶৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪॥৶৫	৩৪৶৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৭॥১৫
	৬৩৩৸৵১৪	৫২।/১০	৫২।/১০	৫২।/১০	৫৩।/১০	৫২।/১০	৫২৸৶১০	৫২।/১০	৫২।/১০	৫২।/১০	৫২।/১০	৫২।/১০	৫৮॥৪

মাসং কিস্তীর তৌজী মৌজে লক্ষ্মীবাটী।

	জমা বিতং জমবন্দী	মাহ বৈশাখ	মাহ জ্যৈষ্ঠ	মাহ আষাঢ়	মাহ শ্রাবণ	মাহ ভাদ্র	মাহ আশ্বিন	মাহ কার্ত্তিক	মাহ অগ্রহায়ণ	মাহ পৌষ	মাহ মাঘ	মাহ ফাল্গুন	মাহ চৈত্র
কালিকৃষ্ণ দত্ত	২৬।	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶	২৶
গোপীনাথ দাস	২৬/৪	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫	২/১৫	২৵১৫	২৵১৫	২৵১৫
হরিমোহন পাল	২৫৷৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	১৸৶	২৷/
রামকৃষ্ণ ঘোষ	১৬৯৸/১০	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৪৲	১৫৸/১০
গোপাল মণ্ডল	৫৮৷০	৩৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৫৶	৩।৶
হরমোহন ঘোষ	৯৸৮	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸/	৸৲	৸/৮
লক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ	১৬৸৶/৪	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৵১০	১৷৶১৪
রাধামোহন ঘোষ	১১।/১৯	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	৸৶	১৲১৯
হরি মোহন ঘোষ	২০।/১	১৷৶	৯৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৷৶	১৸১
গোপী নাথ দাস	১৭।১২	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶	১।৶১২
কেদার নাথ দাস	১৮৸/৩	১৷০	১৷০	১৷০	১৷০	১৷০	২/	১৷০	১৷০	১৷০	১৷০	১৷০	১৸/৩
রাম নাথ দাস	৩৷/	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫	।১৫
কালি কৃষ্ণ দত্ত	২৫৶১	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	১৸৵১০	২৶১১
গাজি হোশেন	২৷৶	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০	৶১০
নিত্যাই পাইক	৪।৵১০	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫	।/১৫
বঙ্ক মাহানা	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১০	/১৮
	৪১৩৸০	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৷৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৪৵৫	৩৭৷৶৫

জমিদারী সেরেস্তার কাগজ।

প্রজাগণের নিকট হইতে বাৎসরিক কর আদায় বিষয়ের থোকা হিসাব।

হিসাব বাকী রূপেয়া পরগণে সুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইস্তক পুণ্যাহ নাগাইত আখিরি।

খোদকস্তা

হিঃ শ্রীতিতু সেক।

ওয়াশীল			বাকী	
২৫ আষাঢ়			জমাবিঃ জমাবন্দী	
গুঃ নিত্যাই পাইক			৭॥০কাত—	২২॥০
হাল		৫।০	খারিজ—	০
১১ আশ্বিন				২২॥০
গুঃ খোদ			দাখিল—	০
হাল	৬৲			২২॥০
রোডশেষ	৵১০		কমী—	০
পবলিক ওয়ার্কশেন	৵১০			২২॥০
১২ পৌষ		৬।৴	বেশী—	০
হাল	৬৲		রোডশেষ ।৴১২॥	২২॥০
রোডশেষ	৶০		পাবলিক ওয়ার্কশেষ	
পবলিক			।৴১২॥	॥৶৫
ওয়ার্ক শেষ	৶০		বকেয়া বাকী—	০
		৬।০	ওয়াশীল	২৩৶৫
৫ চৈত্র			ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি ২৩৶	
হাল	৫।০			।৫
রোডশেষ	৴০			
পাবলিক				
ওয়ার্কশেষ	৴০	৫।৶০		
		২৩৶		

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা - হিঃ শ্রীগৌর পাল।

ওয়াশীল——————————বাকী

২৫ আষাঢ়		জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল	৬৸——৬৷৹	৫॥৪কাত	২৭৶২
১১ আশ্বিন		খারিজ——	০
হাল	৬৷৹		২৭৶২
রোডশেষ	৶১০	দাখিল——	০
পবলিক ওয়ার্কশেষ			২৭৶২
	৶১০		
	——৭৶০	কমী——	০
১২ পৌষ			২৭৶২
হাল	৬৷০	বেশী——	০
রোডশেষ	৵১৫		২৭৶২
পবলিক ওয়ার্কশেষ			
	৵১৫	রোডশেষ—— ৷৶	
	——৬৶১০	পবলিক ওয়ার্কশেষ——	
৫ চৈত্র		৷৶	৸৶০
হাল	৬৲	বকেয়া বাকী——	০
রোডশেষ	৵১৫		২৮৲২
পবলিক		ওয়াশীল——	
ওয়ার্কশেষ	৵১৫	ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি	২৭৶
	——৬৷১০		৸৶২
	২৭৶০		

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা

হিঃ শ্রীজানকী নাথ মিত্র।

ওয়াশীল——————————বাকী

২৫ আষাঢ়
হাল— ১৩৲——১৩৲
১১ আশ্বিন
হাল— ১১৷৹
রোড শেষ।৫——১১৷৵৫

১২ পৌষ
হাল——১১৲
রোডশেষ——
।৵৹
পবলিক
ওয়ার্কশেষ
।৵৹
——১১৸৹

৫ চৈত্র
হাল— ৮৲
রোডশেষ—
।৹
পবলিক ওয়ার্কশেষ
।৹ ——৮৷৹

৪৫৴৫

জমাবিঃ জমাবন্দী
১৲৪ জমীর কাত ৪৩৷৶৪
খারিজ—— ০

৪৩৷৶৪
দাখিল—— ০

৪৩৷৶৪
কমী—— ০

৪৩৷৶৪
বেশী—— ০

৪৩৷৶৪
রোডশেষ——
৸১৭৷
পবলিক ওয়ার্কশেষ—
৸১৭৷
—১৷৴১৫

৪৫।৶১৯
বকেয়া বাকী— ০

৪৫।৶১৯
ওয়াশীল
ইঃ পুন্যাহ
নাঃ আখিরি— ৪৫৴৫

৶১৪

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

হিঃ শ্রীকালি মোহন দাস।

খোদকস্তা

ওয়াশীল——————বাকী

ওয়াশীল	বাকী
২৫ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী
হাল— ।৵০	।৪ জমীর কাত ১॥৴১২
——।৵০	
১১ আশ্বিন	খারিজ— ০
হাল— ।৵০	১॥৴১২
রোডশেষ ৴৩৸	দাখিল— ০
পবলিক	১॥৴১২
ওয়ার্কশেষ ৴৩৸	কমী— ০
——।৵৭॥	১॥৴১২
	বেশী— ০
	১॥৴১২
	রোডশেষ—
১২ পৌষ	৴৭॥
হাল— ।৵০	
——।৵০	পবলিক ওয়ার্কশেষ
৫ চৈত্র	৴৭॥ —৴১৫
হাল— ।৵০	১॥৵৭
	বকেয়া বাকী— ৵৩
বকেয়া বাকী	ওয়াশীল ১৸১০
আদায়— ৵৩	ইঃ পূণ্যাহ
॥৩	নাঃ আখিরি ১॥৵১০॥
১॥৵১০॥	৴১৯॥

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা

হিঃ শ্রীরাই কমল দাস।

ওয়াশীল	বাকী
	জমাবিঃ জমাবন্দী
২৫ আষাঢ়	
হাল— ৭৸৶	৪৸২॥ জমীর কাত ৩১৸৶০
——৭৸৶	
১২ পৌষ	খারিজ ০
হাল— ১৫৲	৩১৸৶০
বকেয়া— ১৶০	দাখিল— ০
রোডশেষ ।/০	৩১৸৶০
পবলিক	কমী— ০
ওয়ার্কশেষ—	৩১৸৶০
।/০	বেশী— ০
——১৬৸০	রোডশেষ— ৩১৸৶০
	॥০
৫ চৈত্র	পবলিক ওয়ার্কশেষ
হাল— ৭৲	॥০
রোডশেষ ৶০	——১৲
পবলিক ওয়ার্কশেষ—	৩২৸৶০
৶০	বকেয়া বাকী— ১৶০
——৭।৶০	৩৪৲
৩২৲	ওয়াশীল ইঃ পূণ্যাহ
	নাঃ আখিরি— ৩২৲
	২৲

খাজানা আদায়ের খোকা হিসাব।

খোদকস্তা হিঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস।

ওয়াশীল————————বাকী

২৫ আষাঢ়		জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল—	৬৶০——৬৶০	৩৫৩ জমীর কাত	২৭॥৵০
		খারিজ	০
১১ আশ্বিন			২৭॥৵
হাল——	৭৲	দাখিল——	০
বকেয়া——।৵০			২৭॥৵০
রোডশেষ—৶১০		কমী—	০
পবলিক			২৭॥৵০
ওয়ার্কশেষ-৶১০	——৭৶০	বেশী—	০
		রোডশেষ	২৭॥৵০
		।৶০	
১২ পৌষ		পবলিক ওয়ার্কশেষ	
হাল—৭।৵০		।৶০	—৸৶০
রোডশেষ—৴১৫			২৮।৶০
পবলিক		বকেয়া বাকী	।৵০
ওয়ার্কশেষ-৴১৫——৭॥১০			২৮৸০
৯ চৈত্র		ওয়াশীল	
হাল—	৬৲	ইঃ পূণ্যাহ	
রোডশেষ-৵০		নাঃ আখিরি—	২৮৶১০
পুবলিক ওয়ার্কশেষ			॥৴১০
৵০	——৬৶০		
	২৮৶১০		

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা হিঃ শ্রীরাধা মোহন ঘোষ।

ওয়াশীল——————————বাকী

২৫ আষাঢ় জমাবিঃ জমাবন্দী

হাল— ৫।০——১।০ ৩/ জমীর কাত ২১/

১১ আশ্বিন খারিজ— ০

হাল— ৫।০ ২১/

বকেয়া— ॥০

রোডশেষ—৶১০ দাখিল— ০

পবলিক ওয়ার্কশেষ ২১/

৶১০

——৬/০ কমী— ০

১২ পৌষ ২১/

হাল— ৫৸০ বেশী— ০

রোডশেষ—/৫ ২১/

পবলিক ওয়ার্কশেষ

/৫ রোডশেষ— ১/৫

——৬৸৶১০ পবলিক ওয়ার্কশেষ—

৯ চৈত্র ১/৫——॥৶১০

হাল— ৪৲ বকেয়া বাকী— ॥০

রোডশেষ—/১০ ২২৶১০

পবলিক ওয়াশীল—

ওয়ার্কশেষ /১০ ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি ২১।৶১০

——৪১/০ ৸০

২১।৶১০

খাজানা আদায়ের খোকা হিসাব।

খোদকস্তা

শ্রীকালিকৃষ্ণ দত্ত।

ওয়াশীল——	——বাকী
২১ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী
হাল— ৬।৶০	৩৴০ জমীর কাত—— ২৬।০
——৬।৶০	খারিজ—— ০
১১ আশ্বিন	২৬।০
হাল— ৬॥৴০	দাখিল—— ০
বকেয়া— ৸০	২৬।০
রোডশেষ—৵০	কমী—— ০
পবলিক ওয়ার্কশেষ ৵০	২৬।০
——৭॥৵০	
১২ পৌষ	বেশী—— ০
হাল— ৬॥৴০	২৬।০
	রোডশেষ—— ।৶০
রোডশেষ—৴১৫	পাবলিক ওয়ার্কশেষ।৶০
	——৸০
পববিক	২৭৴
ওয়ার্কশেষ ৴১৫	বকেয়া বাকী—— ৸০
——৬৴১০	
৯ চৈত্র	ওয়াশীল ২৭৸০
হাল— ৫৲	ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি ২৫৮৴১০
রোডশেষ ৴০	
পাবলিক	১৴১০
ওয়ার্কশেষ ৴০ ৫৶০	
২৫৮৴১০	

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা

হিঃ শ্রীগোপী নাথ দাস।

ওয়াশীল————————————বাকী

২৫ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী
হাল— ৬॥৫——৬॥৫	৩॥৪॥জমীর কাত ২৬৴৪
১১ আশ্বিন	খারিজ—— ০
হাল— ৭।৴০	২৬৴৪
রোড শেষ ৶৫	দাখিল—— ০
পবলিক	২৬৴৪
ওয়ার্কশেষ ৶৫——৭॥৶১০	কমী—— ০
	২৬৴৪
১২ পৌষ	বেশী—— ০
হাল—— ৭৲	২৬৴৪
রোডশেষ——	রোডশেষ——
৴১৫	।৵১০
পবলিক	
ওয়ার্কশেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ—
৴১৫	।৵১০
——৭৶১০	—৸৴০
	২৬৸৵৪
৯ চৈত্র	বকেয়া বাকী— ০
হাল— ৫৲	২৬৸৵৪
রোডশেষ—	ওয়াশীল
৴০	ইঃ পূণ্যাহ
পবলিক ওয়ার্কশেষ	নাঃ আখিরি— ২৬॥৴৫
৴০——৫৶০	।১৯
২৬॥৴৫	

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের খোকা হিসাব।

খোদকস্তা

হিঃ শ্রীহরি মোহন পাল।

ওয়াশীল	বাকী	
২৫ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল— ৫৸/০	৩৷২৷৷ জমীর কাত	২৩৷৷৵০
——৫৸/০		
১১ আশ্বিন	খারিজ—	০
হাল— ৬৷৷/০		২৩৷৷৵০
রোডশেষ— ৶০	দাখিল—	০
পবলিক		২৩৷৷৵০
ওয়ার্কশেষ ৶০	কমী—	০
——৬৸৶০		২৩৷৷৵০
১২ পৌষ	বেশী—	০
হাল— ৬৷৷/০	রোডশেষ—	২৩৷৷৵০
রোডশেষ /১০	৷৵০	
পবলিক ওয়ার্কশেষ	পবলিক	
/১০	ওয়ার্কশেষ—	
——৬৸০	৷৵০ —৸০	
১ চৈত্র		২৪৷৵০
হাল— ৪৲	বকেয়া—	০
রোডশেষ /১০	ওয়াশীল	২৪৷৵০
পবলিক	ইঃ পুণ্যাহ	
ওয়ার্কশেষ /১০ —৪৴৷০	নাঃ আখিরি	২৩৷৷৴০
২৩৷৷৶০		৷৷৶০

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের খোকা হিসাব ।

হিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ ।

খোদকস্তা

ওয়াশীল——————————বাকী

২৫ আষাঢ়

হাল— ৪২৲

——৪২৲

১১ আশ্বিন

হাল— ৪২৲

রোডশেষ—১।•

পবলিক

ওয়ার্কশেষ ১।০

——৪৪॥•

১২ পৌষ

হাল— ৪২৲

রোডশেষ—।/০

পবলিক ওয়ার্কশেষ—

।/০——৪২॥৵•

৯ চৈত্র

হাল— ৪২৲

রোডশেষ—৸•

পবলিক ওয়ার্কশেষ

—৸•

——৪৩॥০

১৭২॥৶•

জমাবিঃ জমাবন্দী

৩৭॥৩।৵•জমীর কাত ১৬৯৸/১০

খারিজ— •

১৬৯৸/১০

দাখিল— •

১৬৯৸/১০

কমী— •

১৬৯৸/১০

বেশী— ০

১৬৯৸/১০

রোডশেষ— ২॥০

পবলিক ওয়ার্কশেষ—২॥০

——৫৲

বকেয়া বাকী— ০

১৭৪৸/১০

ওয়াশীল

ইঃ পুণ্যাহ

নাঃ আখিরি ১৭২॥৶•

২৶১০

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

খোদকস্তা হিঃ শ্রীগোপাল মণ্ডল।

ওয়াশীল——————————বাকী

২৫ আষাঢ় জমাবিঃ জমাবন্দী

হাল—৯৷।/০——৯৷।/০ ৯/৩ জমীর কাত ৩৮৷৹

১১ আশ্বিন খারিজ— ৹

হাল— ৯৷।/০ ৩৮৷৹

রোডশেষ—।১০

পবলিক ওয়ার্কশেষ দাখিল— ৹

।১০ ৩৮৷০

——১০৷১০

কমী— ০

১২ পৌষ ৩৮৷০

হাল— ৯৷০ বেশী— ০

রোডশেষ—/৫ ৩৮৷০

পবলিক ওয়ার্কশেষ

/৫ রোডশেষ— ৷/১২৷

——৯৷৷১০ পবলিক ওয়ার্কশেষ—

৷/১২৷——১৶৫

৯ চৈত্র ৩৯৷৶৫

হাল— ৮৲

রোডশেষ— ৶০

পবলিক ওয়াশীল—

ওয়ার্কশেষ ৶০ ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি ৩৭৷৶১০

——৮।১০ ১৲৶১৫

৩৭৷৶১০

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের খোকা হিসাব।

মহাল পাইকস্তা

হিঃ শ্রীরাধা মোহন ঘোষ।

ওয়াশীল————	————বাকী	
২৭ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল— ২৸৵০—২৸৵০	৫৮০৬৴ জমীর কাত ১৭।৴১৯	
১১ আশ্বিন	খারিজ	
হাল— ২৸৴	য়েওাজি গত্ত	
বকেয়া— ১৲	২৴	৬৲
রোডশেষ ৴১০	৩৸০৮৴০	১১।৴১৯
পবলিক ওয়ার্কশেষ	দাখিল—	০
৴১০——৪৲		
১২ পৌষ		১১।৴১৯
হাল—২৸৵০	কমী—	০
রোডশেষ-৻১		১১।৴১৯
পবলিক ওয়ার্কশেষ	বেশী—	০
৻১০——২৸৶০	রোডশেষ-৶১৫	১১।৴১৯
১১ চৈত্র	পবলিক ওয়ার্কশেষ	
হাল— ১।০	৶১৫——	।৴১০
রোডশেষ ৴০		১১॥৶৯
পবলিক ওয়ার্কশেষ—		৩২৸৶০
৴০	বকেয়া—	১৲
——১॥৶০		১২॥৶৯
১১।৴০	ওয়াশীল ইঃ পুণ্যাহ	
	নাঃ আখিরি—	১১।৴৩
		১।৶৯

খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

পাইকস্তা

শ্রীহরিমোহন ঘোষ।

ওয়াশীল		বাকী	
২৭ আষাঢ়		জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল— ৫৴০		৫৸০।৶ জমীর কাত—	১৭।৴১
	—৫৴০	খারিজ—	০
১১ আশ্বিন		দাখিল আদয়	১৭।৴১
হাল— ৫॥৴০		এওয়াজি দরুণ—	
বকেয়া— ৴১৯		২৴০	৬৴
রোডশেষ—৶১০		৭৸০।৶	২৩।৴১
পবলিক ওয়ার্কশেষ ৶১০		কমী—	০
	—৫৸৶১৯		২৩।৴১
১৫ পৌষ		বেশী—	০
হাল— ৫৴০			২৩।৴১
		মহকুপ রসদ—	৩৴
রোডশেষ—৴৫			২০।৴১
		রোডশেষ—	।৴০
পবলিক		পবলিক ওয়ার্কশেষ	।৴০
ওয়ার্কশেষ ৴৫			—॥৶০
	—৫৶১০	বকেয়া বাকী—	৴১৯
১১ চৈত্র		ওয়াশীল	২১৴০
হাল— ৪৲		ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি	২০।৶৯
রোডশেষ— ৴০			॥৶১১
পাবলিক			
ওয়ার্কশেষ—৴০	৪৶০		
	২০।৶৯		

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

পাইকস্তা

হিঃ শ্রীগোপী মোহন দাস।

ওয়াশীল		বাকী	
২৭ আষাঢ়		জমাবিঃ জমাবন্দী	
হাল— ৪।৴০	৪।৴০	৫৸০। জমীর কাত	১৭।১২
১৬ আশ্বিন		খারিজ—	০
হাল— ৪।৴০			১৭।১২
বকেয়া ১৲		দাখিল—	০
রোডশেষ ৶০			১৭।১২
পবলিক		কমী—	০
ওয়ার্কশেষ ৶০	৫॥৴০		১৭।১২
১৫ পৌষ		বেশী—	০
হাল— ৪।৴০			১৭।১২
রোডশেষ— ৴০		রোডশেষ—	।৫
পবলিক ওয়ার্কশেষ ৴০	৪।৶০	পবলিক ওয়ার্কশেষ—	।৫
			॥১০
			১৭৸৴২
১১ চৈত্র			
হাল— ৪৲		বকেয়া বাকী—	১৲
রোডশেষ— ৴০			১৮৸৴২
পবলিক		ওয়াশীল	
ওয়ার্কশেষ ৴০		ইঃ পূণ্যাহ	
	৪৶০	নাঃ আখিরি—	১৮।৶০
	১৮।৶০		।৵২

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

হিঃ শ্রীরামনাথ দাষ।

পাইকস্তা

ওয়াশীল——————বাকী

২৭ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী
হাল— ৮৶৫ ——৮৶৫	১৵১॥৶০ জমীর কাত ৩৶১৮
১৬ আশ্বিন	খারিজ— ০
হাল— ৮৶০	৩৶১৮
বকেয়া ১॥৵০	দাখিল— ০
রোডশেষ—৴১০	৩৶১৮
পবলিক	কমী— ০
ওয়ার্কশেষ ৴১০—২॥০	৩৶১৮
১৫ পৌষ	বেশী— ।৵২
হাল— ৮৶০ —৮৶০	৩॥৵০
	রোডশেষ—৴১৭॥
	পবলিকওয়ার্কশেষ ৴১৭॥——৴১৫
১১ চৈত্র	বকেয়া— ১॥৵০
হাল— ৮৶০	৫৶১৫
রোডশেষ—৴৫	
পবলিক ওয়ার্কশেষ —৴৫	ওয়াশীল
——৮৶১০	ইঃ পুণ্যাহ
৫৶১৫	নাঃ আখিরি ৫৶১৫
	৴০

প্রজার নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

পাইকস্তা হিঃ শ্রীকালিকৃষ্ণ দত্ত।

ওয়াশীল——————————বাকী

২৭ আষাঢ় জমাবিঃ জমাবন্দী

হাল—৫৷৷৶১০——৫৷৷৶১০ ৭৸০৷৶০জমীর কাত ২৩৷৵১

১৬ আশ্বিন খারিজ— •

হাল— ৫৸০ ২৩৷৵১

বকেয়া— ৶১৪

রোডশেষ— ৶০ দাখিল— •

পবলিক ওয়ার্কশেষ ২৩৷৵১

৶০

——৬৷১৬ কমী— ৶০

১৫ পৌষ ২৩৶১

হাল— ৫৸০ বেশী— ০

রোডশেষ—৵১০ ২৩৶১

পবলিক ওয়ার্কশেষ

৵১০ রোডশেষ— ।৵১৫

——৫৸৶০ পবলিক ওয়ার্কশেষ—

১১ চৈত্র ।৵১৫——৷৷৶১০

হাল— ৪৷৷০ ২৩৸৶১১

—— ৪৷৷০ বকেয়া— ৶১৪

২২৷৶৪ ওয়াশীল— ২৪৵৫

ইঃ পূণ্যাহ নাঃ আখিরি ২২৷৶৪

১৷৷৶১

প্রজাগণের নিকট খাজানা আদায়ের থোকা হিসাব।

মহাল আয়মা

হিঃ শ্রীগাজি হোশেন।

ওয়াশীল————————————বাকী

২৭ আষাঢ় জমাবিঃ গুজস্তা

হাল— ॥৵১• ৭৮•৮৶ জমীর কাত ২॥৶০

——॥৶১০ খারিজ— ০

১৬ আশ্বিন ২॥৶০

হাল— ॥৶১• দাখিল— ০

রোডশেষ—৻৫ ২॥৶০

পবলিক কমী— ০

ওয়ার্কশেষ— ৻৫ ২॥৶•

—॥৶০ বেশী— ০

রোডশেষ— ২॥৶•

১৫ পৌষ ৻১২॥

হাল— ॥৶১০ পবলিক ওয়ার্কশেষ—

——॥৶১০ ৻১২॥ ——/৫

২॥১৫

১১ চৈত্র বকেয়া— ০

হাল— ॥০ ২॥৶৫

২॥•

ওয়াশীল

ইঃ পুণ্যাহ

নাঃ আখিরি ২॥০

৶৫

নজর আনা আদায়ের হিসাব।

চাকরাণ হিঃ শ্রীনিত্যাই পাইক।

ওয়াশীল	বাকী
২৭ আষাঢ়	জমাবিঃ জমাবন্দী
হাল— ১/৫——১/৫	১৭॥৪চাকরাণ জমীর নজর আনা
	৪।৵১০
১৬ আশ্বিন	ওয়াশীল ইঃ পূণ্যাহ
হাল—— ১/০——১/০	নাঃ আখিরি—— ৪৶৫
	৶৫
১৫ পৌষ	
হাল— ১/০ ——১/০	
১১ চৈত্র	
হাল— ১৲——১৲	
৪৶৫	

হিঃ শ্রীবঙ্ক সাহানা।

ওয়াশীল	বাকী
২৭ আষাঢ়	জমাবিঃ গুজস্তা
হাল— ।১০——।১০	॥১জমী চাকরাণের নজর আনা
১৬ আশ্বিন	১৵৮
হাল— ।১০——।১০	ওয়াশীল ইঃ
১৫ পৌষ	পূণ্যাহ নাঃ আখিরি—১/১০
হাল— ।১০——।১০	৴১৮
১১ চৈত্র	
হাল— ।০——।০	
১/১০	

কড়চা হিসাবের ফারম।

হিঃ শ্রীগৌর পাল।

ওয়াশীল————————বাকী

		জমী	জমা
	জমাবিঃ	জমী	জমা
	জমাবন্দী	:—	:—
	সালি		
	আউওল	২৵১॥	৬৶১২
	সুনাচাহারম	৮১।	১৶১০
	বাস্তু	২৮৯।	১৯॥৶
		৫॥৪	২৭৶২
থোকা হিসাবেই সমস্ত	খারিজ—	০	০
কাগজের সঙ্গে মিল রাখিয়া		৫॥৪	২৭৶২
লিখিয়াছি কড়চা যে রূপে	দাখিল—	০	০
লিখিতে হয় তাহার ফারম		৫॥৪	২৭৶২
একটী প্রজার হিসাব লিখিয়া	কমী—	০	০
দেখান হইল, ইহাতে থোকার	বেশী—	০	০
ন্যায় তারিখ ২ ওয়াশীল		৫॥৪	২৭৶২
লিখিতে হয়।	রোডশেষ দিগর—		৮৶০
			২৮৲২
	বকেয়া—		০
			২৮৲২
	ওয়াশীল		
	ইঃ পুণ্যাহ		
	নাঃ আখিরি———		২৭৶০
			৮৶২

আটসাটা হিসাবের ফারম।

হিঃ শ্রীরাম দাস।

ওয়াশীল————————	বাকী	
আউষ—	জমাবিঃ	
ধান্য বিঃ	গুজস্তা	
খতিয়াণ	৮৴০ জমীর কাত্ত	
৶০ দর ১৲ হিঃ ২৲		২০৲
বিচালি	রোডশেষ	
।০দর।০আনাহিঃ ১৲	দিগর	॥৶৹
আমন ধান্য		২০॥৶৹
॥০ দর ১৲ হিঃ ৮৲	তলব	
	সুদ—	০
		২০॥৶০
বিচালি	বকেয়া	
১ কাহন ৪ হিঃ ৪৲	বাকী—	০
১৫৲		২০॥৶০
বাদ প্রজার	ওয়াশীল ইঃ পুণ্যাহ	
খাদ্য খরচ	নাঃ আখিরি——	
ও জমীর কারকীত		১২৲
৩৲		৮॥৶০
১২৲		

সন মজুকুর প্রজার নিকট হইতে
বার টাকা যাহা আদায় হইল
বাকী আগামীসনে আদায় হইবে।

প্রজাগণকে যে রূপ দাখিলা দিয়া খাজানার টাকা আদায় লইতে হয়।

ওয়াশীল খাজানা পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী প্রজা শ্রীতিতু সেখ সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১১ আশ্বিন

তঙ্কা

নিজ রোজ
গুঃ নিত্যাই পাইক
হাল ৬৲
রোডশেষ— ৵১০
পবলিক
ওয়ার্কশেষ— ৵১০

——৬।/০

মঃ ছয়টাকা
পাঁচ আনা মাত্র।

আখিরি দাখিলা

দাখিলা রূপেয়া বাবুদে চাকরাণ নজরানা পরগণে সুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী প্রজা শ্রীগোপাল মণ্ডল সন ১২৮৪ সাল তারিখ ৯ চৈত্র।

তঙ্কা

ইঃ পুণ্যাহ
নাঃ আখিরি
বিঃ সেহা
হাল— ২৫৲
রোডশেষ
দিগর—— ৸৴০

২৫৸৵০

মঃ পঁচিষ টাকা
সাড়ে বার আনা মাত্র।

গ

গোমাস্তার চালানি টাকার
যেরূপ দাখিলা সদর কিম্বা
ডিহি হইতে দিতে হয়।

দাখিলা রূপেয়া বাবুদে খাজানা
পরগণে সুমার সাহী মৌজে
লক্ষ্মী বাটী গোমাস্তা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ
সন১২৮৪ সাল তারিখ১৯ আশ্বিন।

তঙ্কা

নিজ রোজ
ওঃ নিত্যাই পাইক
বিঃ চালান নোট
ওরোক— ১২০

মবলগে একশত কুড়ি টাকা মাত্র।

মফঃস্বলের গোমাস্তার পুণ্যাহের সেহা।

শুভ পুণ্যাহের সেহা রূপেয়া পরগণে স্থমারনাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল।

বিতারিখ————২৫ আষাঢ়

আসামী—	জমুলা	রোজ————শুক্রবার	
	জমা	দিনায় সেহা রূপেয়া	
নিজ জমা—	১৫৯৶১০	আসামী—	জমুলা
কৰ্জ্জ কৰ্দ্দন—	০		রূপেয়া
	১৫৯৶১০	তিতুসেখ—	
আসামী—	জমুলা	গুঃ নিত্যাই পাইক	৫।০
	জমী	গৌর পাল—	
বিলায়তি—	১৫৯৶১৫	গুঃ খোদ—	৬৸০
বাজে জমা	•	জানকী নাথ মিত্র	
	১৫৯৶১৫	গুঃ খোদ—	১৩৲
		জগৎ বল্লভ ঘোষ	
		গুঃ বঙ্ক সাহানা	২৲
		কালি মোহন দাস	
		গুঃ খোদ—	।৶০
		রাই চরণ দাস	
		গুঃ খোদ—	৭৸৶০
			৩৫।০

আসামী	জমুলা রূপেয়া	আসামী—	জমূলা রূপেয়া
জের—	৩১।০	২৭ আষাঢ়	
হরি দাস		লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ	
গুঃ খোদ—	৯৸০	গুঃ খোদ—	৪৶১০
শ্রীকৃষ্ণ দাস		রাধা মোহন ঘোষ	
গুঃ খোদ—	৬৸০	গুঃ খোদ—	২৸৵০
রাধা মোহন ঘোষ		হরি মোহন ঘোষ	
গুঃ খোদ—	৫।০	গুঃ বঙ্ক সাহানা	৫৵০
কালিকৃষ্ণ দত্ত		গোপী নাথ দাস	
গুঃ খোদ—	৬।৶০	গুঃ খোদ—	৪।৵০
গোপী নাথ দাস		কেদার নাথ দাস	৪॥০
গুঃ খোদ—	৬॥৫	রাম নাথ দাস	
হরি মোহন পাল		গুঃ খোদ—	৸৶৫
গুঃ খোদ—	৫৸৵০	কালিকৃষ্ণ দত্ত	
রামকৃষ্ণ ঘোষ		গুঃ খোদ—	৫॥৶১০
গুঃ খোদ—	৪২৲	গাজি হোসেন	
গোপাল মণ্ডল		গুঃ খোদ—	॥৶১০
গুঃ খোদ—	॥৶৵০	নিত্যাই পাইক	
হর মোহন ঘোষ		গুঃ খোদ—	৵১৫
গুঃ খোদ—	২।৵০	বঙ্ক সাহানা	
	১২৯॥৵৫	গুঃ খোদ—	।১০
			২৯॥১০
		ইজা—	১২৯॥৶৫
			১৫৯৶১৫

ইরশাল খরচ——

আসামী——	জমুলা	
।ঃ—	রূপেয়া	
৩০ আষাঢ়—		
শুঃ নিত্যাই পাইক	১২৫৲	
	১২৫৲	
হরবার খরচ—		
মাহিয়ানা খরচ—	৯৲	
আরিন্দা খরচ—	।০	
শুভ পুণ্যাহের খরচ—	৩৵০	
	১৩৵০	
খরচের মফঃস্বল	১৩৮৵০	

২৫ আষাঢ়		জের—	৩॥০
শুভ পুণ্যাহের খরচ		ব্রাহ্মণের দক্ষিণা—	।০
পুজার আতপ চাউল—	৵০	অতিথি খরচ দীঃ—	৶০
রম্ভা—	৴১০		৩৵৶০
চিনি সন্দেশ—	৶০	৩০ আষাঢ়—	
পাঁচ কলাই—		ইরশাল খরচ—	
বরবটী মটর দীঃ	৵০	বঃ ডিহি কাঞ্চন নগর	
ফল ফুলারি শস্য		শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয়ের নিকট	
ইক্ষু আলু দীঃ	⁄০	বিঃ চালান	১২৫৲
ঘট—	৴১০	মাহিয়ানা	
ঘটের বস্ত্র ১ জোড়া	।০	কৃষ্ণদাস ঘোষ	
পুণ্যাহ পাত্রের		৩ মাহার কাত	৯৲
বস্ত্র ১ জোড়া—	১॥০	আরিন্দা খরচ—	
বাদ্য কর—	।০	নিত্যাই পাইক—	
ব্রাহ্মণ ভোজনের		দং চালান লইয়া যাওয়ার খরচ ।০	
দ্রব্যাদি খরিদ—	১৲		১৩৪।০
	৩॥০		১৩৮৵০

মফঃস্বলের সেহা

নিকাশ বাকীয়ান রূপেয়া		আমদানি সেহা রূপেয়া পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মী বাটী জমীদার শ্রীযুক্তবাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল মাহ আশ্বিন।
আসামী——————জমুলা		
।ঃ—	রূপেয়া	
আমদানি—		
মাহ আষাঢ়	১৫৯৶১৫	

সাবেক মাহার

মজুত—	০	আসামী——————	জমুলা
		।ঃ—	জমী
	১৫৯৶১৫	নিজ জমা—	১৭৪॥৴১৫
বাদ খরচ—	১৩৮৶০	কৰ্জ্জ কৰ্দ্দন—	০
	২১৴১৫		১৭৪॥৴১৫

	জায়	আসামী——————	জমুলা
মজুত—	হাওলাত	।ঃ—	রূপেয়া
২১৴১৫	৩০৲	বিলায়তি—	১৬৯॥৴১৫
জীম্বা—		বাজে জমা—	৫৲
			১৭৪॥৴১৫

কৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা

মফঃস্বলের সেহা

ঃ—	জমুলা রূপেয়া বিতং	হাল খাজানা	বকেয়া খাজানা	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
জের	৫২।/১২॥	৪৮৸৶১৫	৸/০	১।৵৮৸	১৶৮৸
কালিকৃষ্ণ দত্ত					
গুঃ খোদ—	৭॥৶০	৩॥/০	৸০	৶০	৶০
হরি মোহন পাল					
গুঃ খোদ—	৬৸৶০	৬॥/০	০	৶০	৶০
গোপীনাথ দাস					
গুঃ খোদ—	৭॥৶১০	৭।/০	০	৶৫	৶৫
রামকৃষ্ণ ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৪৪॥০	৪২৲	০	১।০	১।০
গোপাল মণ্ডল					
গুঃ খোদ—	১০৵০	৯॥/০	০	।১০	।১০
হর মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ—	২॥/১০	২।৶০	০	/৫	/৫
লক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৪॥০	৪৶১০		৶৫	৶৫
রাধা মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৪৲	২৸/০		/১০	/১০
হরি মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৫৸৶১৯	৫॥/০	/১৯	৶১০	৶১০
	১৪৩।৶১১॥	৩৩৪।৶৫	৪৶৯	৩৸৶১৩৸	৩॥৶১০৸

মফঃস্বলের সেহা

বাজে জমা— খরচের জমুল তেরিজ।

আসামী—জমুলা		জমুলা ইরসাল খরচ—	
।ঃ—	রূপেয়া	আসামী—	খরচ
বাজে আদায় জমা		।ঃ—	রূপেয়া
১৮ আশ্বিন—		ইরসাল—	১২০৲
রাম লাল দাসের কন্যার			১২০৲
বিবাহের সাদি সেলামী—		জমুলা হরবার খরচ	
শুঃ খোদ—	২৲	আসামী—	খরচ
১৯ রোজ—		।ঃ—	রূপেয়া
পাট্টা সেলামী—		মাহিয়ানা খরচ—	১৪৲
কালিকৃষ্ণ দত্ত—	৩৲	পার্ব্বণি খরচ—	১৲
	৫৲	সাদা খরচ—	৵০
		তৈল খরচ—	৸০
		কাছারির বিছানা—	।০
		আরিন্দা খরচ—	।০
		খতগীর খরচ—	৵০
			১৬৷০
			১৩৬৷০

খরচের খতিয়াণ।

শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৯ আশ্বিন—	৮৲
	৮৲

মাহিয়ানা খরচ মহেশ রায় বাগদী

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৬ আশ্বিন—	৬৲
	১৪৲

মাহিয়ানা খরচ

মামুলি খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৬ আশ্বিন	
পার্ব্বণি খরচ—	
শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য—	১৲
	১৲

খরচের মফঃস্বল

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৬ আশ্বিন—	
সাদা কাগজ খরিদ—	
১ দিস্তার কাত—	৵০
জালানি তৈল বাবুদী	
৬ মাহার কাত দিন সাধুখাঁ—	
খতগীর খরচ	৵০
ডিহি হইতে ফরমাইসী চিঠি লইয়া গৌর সিংহ পদাতিক আইসে তাহার খোরাকি—	৵০
কাছারির বিছানা খরচ	।০
মামুলি খরচ—	
শ্রীযুক্ত ভুবন ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ বার্ষিক	১৲
	২।০

জের খরচ—	২।০
১৬ আশ্বিন—	
আরিন্দা খরচ—	।০
১৯ রোজ—	
মাহিয়ানা খাতে খরচ	৮৲
নগদী—	
মহেশচন্দ্র রায়	
গুঃ খোদ—	৬৲
ইরসাল খরচ—	
বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয় মোকাম কাঞ্চন নগর ডিহি বিঃ চালান—	
নোট—	
২ কেতা—২০৲ হিঃ—৪০৲	
নগদ— ৮০৲	
	১২০৲
	১৩৬॥০

মফঃস্বলের সেহা

বাকীয়ান নিকাশ রূপেয়া।

আসামী—— জমুলা
।ঃ— রূপেয়া
আমদানি
মাহ আশ্বিন— ১৭৪॥/১৫॥
সাবক মজুত— ২১/১৫

১৯৫॥৶১০॥

বাদ খরচ— ১৩৬॥০

৫৯৶১০॥

জায়

মজুত জিঃ গোমাস্তা

৫১৶১০॥

হাওলাত রামেশ্বর চট্টো-
পাধ্যায় মোক্তারের দরুন
বাকী খাজানার মোকর্দ্দমা
৮৲

আমদানি সেহা রূপেয়া পরগণে
সুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী
জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ
রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪
সাল ইং ১২পৌষ নাঃ ৩০ রোজ।

আসামী—— জমুলা
।০— জমা
নিজ জমা— ১৭৫॥৶০
কর্জ্জ বর্দ্দন— ০

১৭৫॥৶০

আসামী—— জমুলা
।০— জমী
বিলায়তি— ১৭৩॥৶০
বাজে জমা— ২৲

১৭৫॥৶০

মফঃস্বলের সেহা

বিতারিখ————————১৬ পৌষ
রোজ— মঙ্গলবার
দিনায় সেহা রূপেয়া

আসামী ঃ—	জমুল রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
তিতু সেখ					
শুঃ খোদ	৬।০	৬৲	০	৷৵০	৷৵০
গৌর পাল					
শুঃ খোদ	৬৸৶১০	৬৷০	০	৴১৫	৴১৫
জানকী নাথ মিত্র					
শুঃ খোদ	১১৸০	১১৲	০	।৵০	।৵০
জগৎ বল্লভ দাস					
শুঃ খোদ	২৴০	২৲	০	৻১০	৻১০
কালি মোহন দাস					
শুঃ খোদ	।৵০	।৵০	০	০	০
রাই কমল দাস					
শুঃ খোদ—	১৬৸০	১৫৲	১৵০	।৴০	।৴০
হরি দাস					
শুঃ খোদ—	১০।৴	৯৸০	।০	৵১০	৵১০
শ্রীকৃষ্ণদাস					
শুঃ খোদ—	৭॥১০	৭।৴	০	৴১৫	৴১৫
	৬২৲	৫৮২৴০	১।৵০	১৶১০	১৶১০

মফঃস্বলের সেহা

আসামী ।ঃ—	জমুলা রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
রাধা মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৫৸৶১০	৫৸০	০	৴৫	৴৫
কালি কৃষ্ণ দত্ত					
গুঃ খোদ—	৬৸১০	৬৷৴০	০	৴১৫	৴১৫
গোপী নাথ দাস					
গুঃ খোদ—	৭৶১০	৭৲	০	৴১৫	৴১৫
হরি মোহন পাল					
গুঃ খোদ—	৬৸০	৬৷৴০	০	৴১০	৴১০
রামকৃষ্ণ ঘোষ					
গুঃ খোদ—	৪২৷৶০	৪২৲	০	।৴০	।৴০
গোপাল মণ্ডল					
গুঃ খোদ	৯৷৶১০	৯৷০	০	৴৫	৴৫
হর মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ	২।৶১০	২।০	০	৴৫	৴৫
লক্ষ্মী নারায়ণ ঘোষ					
গুঃ খোদ	৪।৶০	৪।০	০	৴০	৴০
রাধা মোহন ঘোষ					
গুঃ খোদ—	২৸৶০	২৸৴০	০	৴১০	৴১০
	৮৮৷৴১০	৮৬৷৶০	০	৸৶৫	৸৶৫
ইজা——	৬২৲	৫৮৶০	১।৶০	১৶১০	১৶১০
	১৫০৷৴১০	১৪৪৸৶০	১।৶০	২৶১৫	২৶১৫

জমুল ইরসাল খরচ

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
ইরসাল—	১৫৫৲
	১৫৫৲
ইজা—	২৭৸৶০
	১৯২৸৶০

জমুল হরবার খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
মাহিয়ানা খরচ—	২৩৲
আরিন্দা খরচ—	।০
কাছারি মেরামতি খরচ-	১৪৲
খতগী। খরচ—	।০
সাদা খরচ—	।৶০
	২৭৸৶০

খরচের খতিয়ান

ইরসাল খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ পৌষ—	১০০৲
১৮ রোজ—	৫৫৲
	১৫৫৲

মাহিয়ানা খরচ গোমস্তা

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ পৌষ—	১৫৲
	১৫৲

আরিন্দা খরচ—

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ পৌষ—	।০
	।০

মাহিয়ানা খরচ নগদী—

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ পৌষ—	৮৲
	২৩৲

কাছারির মেরামতি খরচ—

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ রোজ—	১৪৲
	১৪৲

খতগীর খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৬ পৌষ—	।০
	।০

সাদা খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ···	রূপেয়া
১৫ পৌষ	।৶০
	।৶০

মফঃস্বলের সেহা

খরচের মফঃস্বল

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ পৌষ—	
ইরসাল খরচ—	
বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয়	
ডিহি কাঞ্চননগর	
গুঃ বঙ্ক সাহানা	
বিঃ চালান—	
রোক—	৫০৲
নোট—	
১ কেতা—	৫০৲
	১০০৲
মাহিয়ানা খরচ—	
মহেশ রায় নগদী—	
গুঃ খোদ—	৮৲
মাহিয়ানা খরচ—	
শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ	
গোমস্তা	১৫৲
আরিন্দা খরচ—	
নিত্যাই পাইক	
দং খাজানা চালান লইয়া	
যাওয়ায় খোরাকি রাহাখরচ	
	।০
	১২৩।০

জের খরচ—		২২৩।০
১৬ পৌষ—		
খতগীর খরচ—		
ডিহি হইতে পত্র লইয়া		
গৌর রায় পদাতিক আইসে		
তহার দুই রোজের খোরাকি		
		।০
		১২৩॥০
১৮ রোজ—		
ইরসাল খরচ—		
বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয়		
গুঃ নিত্যাই পাইক		
বিঃ চালান—		৫৫৲
সাদা কাগজ		।৵০
কাছারি ঘর মেরামত		
খরচ দড়ি	১৲	
বাঁশ খরিদ	৩৲	
বিচালি	৫৲	
মজুর খরচ	৫৲	
		১৪৲
		১৯২৸৵০

মফঃস্বলের সেহা

নিকাশ বাকী য়ান রূপেয়া		আমদানি সেহা রূপেয়া পরগণে	
আসামী——	জমুলা	শুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মী বাটী	
ঃ—	রূপেয়া	জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ	
আমদানি—		রায় চৌধুরী মহাশয় সন১২৮৪	
মাহ পৌষ...		সাল মাহ চৈত্র।	
বিঃ সেহা	১৭৫॥৶০		
সাবেক—			
মজুত—	৫৯৶১০॥	চৈত্র মাহার সেহার সদর	
	১৩৪৮৶১০॥	আসামী——	জমুল
বাদ খরচ—	১৯২৮৶০	ঃ—	রূপেয়া
	৪২৴১০॥	নিজজমা—	১৩৮॥৩
	জায়	কর্জ্জকর্দ্দন—	০
মজুত—			১৩৮॥৩
জিঃ গোমস্তা	৩৪৴১০॥	আসামী——	জমুল
হাওলাত		ঃ—	রূপেয়া
জিঃ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়		বিলায়তি—	১৩৮॥৩
মোক্তার দরুণ বাকী খাজানার		বাজে জমা—	০
নোকদ্দমা	৮৲		১৩৮॥৩

মফঃস্বলের সেহা

বিতারিখ——————৫ চৈত্র
রোজ—   বৃহস্পতিবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

আসামী ।ঃ—	জমূল রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
তিতু সেখ গুঃ খোদ	৫।৵০	৫।০	০	৴০	৴০
গৌর পাল গুঃ খোদ	৬৶১০	৬৲	০	৴১৫	৴১৫
জানকী নাথ মিত্র গুঃ খোদ	৮॥০	৮৲	০	।০	।০
জগৎ বল্লভ দাস গুঃ খোদ	২৴০	২৲	০	৴১০	৴১০
কালি মোহন দাস গুঃ খোদ	॥৩	।৵০	৶৩	৹	৹
রাই কমল দাস গুঃ খোদ—	৭।৵০	৭৲	ন	৶০	৶৹
হরি দাস গুঃ খোদ—	৫৶০	৫৲	০	৴১০	৴১০
	৩৫৶১৩	৩৩॥৵০	৶৩	॥৶১৫	॥৶১৫

মফঃস্বলের সেহা

আসামী ।ঃ— ৯ চৈত্র	জমুলা রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়াকশেষ
শ্রীকৃষ্ণ দাস					
শুঃ খোদ—	৬৶০	৬৲	০	৴০	৴০
রাধা মোহন ঘোষ					
শুঃ খোদ—	৪৶০	৪৲	০	৴১০	৴১০
কালি কৃষ্ণ দত্ত					
শুঃ খোদ—	৫৶০	৫৲	০	৴০	৴০
গোপী নাথ দাস					
শুঃ খোদ—	৫৶০	৫৲	০	৴০	৴০
হরি মোহন ঘোষ					
শুঃ খোদ—	৪৶০	৪৲	০	৴১০	৴১০
রামকৃষ্ণ ঘোষ					
শুঃ খোদ—	৪৩॥০	৪২৲	০	৸০	৸০
গোপাল মণ্ডল					
শুঃ খোদ	৮।৶০	৮৲	০	৶০	৶০
হরি মোহন ঘোষ					
শুঃ খোদ	২৲	২৲	০	০	০
লক্ষ্মী নারায়ন ঘোষ					
শুঃ খোদ	৩৶০	৩৲	০	৴০	৴০
	৮১৸০	৭৯৲	০	১।৶০	১।৶০
ইজা	৩৪৶১৩	৩৩॥৶০	৶৩	॥৶১৫	॥৶১৫
	১১৬৶১৩	১১২॥৶০	৶৩	২৴১৫	২৴১৫

মফঃস্বলের সেহা

আসামী— ।ঃ—	জমুলা রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
১১ চৈত্র—					
রাধা মোহন ঘোষ গুঃ খোদ—	১॥৶০	১॥০	০	৴০	৴০
হরি মোহন ঘোষ গুঃ খোদ—	৪৵০	৪৲	০	৴০	৴০
গোপী নাথ দাস গুঃ খোদ—	৪৵০	৪৲	০	৴০	৴০
কেদার নাথ দাস গুঃ খোদ—	৪॥০	৪॥০	০	০	০
রাম নাথ দাস গুঃ খোদ—	৮৶১০	৮৶০	০	৻৫	৻৫
কালি কৃষ্ণ দত্ত গুঃ খোদ—	৪॥০	৪॥০	০	০	০
গাজি হোসেন গুঃ খোদ—	॥০	॥০	০	০	০
নিত্যাই পাইক গুঃ খোদ—	১৲	১৲	০	০	০
বঙ্ক সাহানা গুঃ খোদ—	।০	।০	০	০	০
	২১॥১০	২১৵০	০	৶৫	৶৫
ইজা—	১১৬৸৶১৩	১১২॥৶০	৶৩	২৴১৩	২৴১৫
	১৩৮॥৩	১৩৩৸০	৶৩	২৷৴০	২৷৴০

জমুলা ইরশাল খরচ

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
ইরসাল—	১২৫৲
	১২৫৲
ইজা—	২৭॥৶০
	১৫২॥৶০

জমুলা হরবার খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
মাহিয়ানা খরচ	২৬৲
আরিন্দা খরচ	।০
সাদা খরচ	।০
আমদরপ্তী খরচ	॥০
বারবরদারি খরচ	॥৶০
	২৭॥৶০

খরচের খতিয়ান

ইরসালখরচ—

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৬ চৈত্র	১২৫৲
	১২৫৲

আরিন্দা খরচ—

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৬ চৈত্র—	।০
	।০

সাদা খরচ

আসামী—	খরচ
ঃ—	।০
১৭ চৈত্র	।০

আমদরপ্তী খরচ—

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৭ চৈত্র	॥০
	॥০

মাহিয়ানা শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ

গোমস্তা

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৭ চৈত্র—	১৬৲
	১৬৲

মাহিয়ানা খরচ—
মহেশচন্দ্র রায় নগদী

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৭ চৈত্র—	১০৲
	১০৲
	২৬৲

বারবরদারি খরচ

আসামী—	খরচ
ঃ—	রূপেয়া
১৬ চৈত্র	॥৶০
	॥৶০

মফঃস্বলের সেহা

নিকাশ বাকীয়ান রূপেয়া

আসামী—	জমুলা
ঃ—	রূপেয়া
আমদানি—	
মাহ চৈত্র—	
বিঃ সেহা—	১৩৮॥৩
সাবেক মজুত—	৪২৵১০॥
	১৮০॥১৩॥
বাদ খরচ—	১৫২॥৵৹
	২৭৸৶১৩॥
	জায়

মজুত—

জিঃ গোমাস্তা—

১৯৸৶১৩॥

হাওলাত

জিঃ মোক্তার

দঃ বাকী খাজানার

মোকর্দ্দমা— ৮৲

(গোমাস্তার টাকা)
(ইরশালের চালান)

চালান রূপেয়া পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল তারিখ ৩০ আষাঢ়

আসামী— ঃ—	আদত তঙ্কা
ইরশাল খাজানা চলিত ডিহি কাঞ্চন নগর বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয় শুঃ নিত্যাই পাইক	
রোক—	১০০৲
সিকি—	১০৲
দোয়ানি—	৮॥০
পয়সা—	৭॥০
	১২৫৲

মঃ একশত পঁচিষ টাকা মাত্র

(মফঃস্বল গোমস্তার সালিয়ানা)
(নিকাসী জমা খরচ)

আখিরি নিকাসী জমা খরচ রূপেয়া পরগণে সুমার সাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী— ঃ—	আদত তঙ্কা
নিজ জমা	৬৪৮৴১৩॥
কর্জ্জকর্দ্দন—	০
	৬৪৮৴১৩॥

আসামী— ঃ—	জমুলা জমা
বিলায়তি	৬৪১৴১৩॥
বাজে জমা—	৭৲
	৬৪৮৴১৩॥

ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি
জমুল আদায়ের তেরিজ

আসামী—— ঃ—	জমুল রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
তিতু সেখ	২৩৶০	২২॥০	০	।/১০	।/১০
গৌর পাল	২৭৵০	২৬।০	০	।৶০	।৶০
জানকী নাথ মিত্র	৪৫৴৫	৪৩॥০	০	৸৵২	॥৵০
জগৎ বল্লভ দাস	৮।৵০	৮/১৫	০	৵২॥	৵২॥
কালিমোহন দাস	১॥৵১০॥	১॥০	৵৩	৴৩৸	৴৩৸
রাই কমল দাস	৩২৲	২৯৸৵০	১৵০	॥০	॥০
হরি দাস	৩৫৸৵০	৩৪॥০	।০	॥/০	॥/০
শ্রীকৃষ্ণ দাস	২৮৵১০	২৭/০	।/০	।৵২	।৵৩
গোপী নাথ দাস	২৬॥/৫	২৫৸/৫	০	।৵০	।৵০
রাধামোহন ঘোষ	২১।৵১০	২০৸০	০	।/৫	।/৫
কালিকৃষ্ণ দত্ত	২৫৸৶১০	২৪॥০	৸০	।/১৫	।/১৫
হরি মোহন পাল	২৩॥৶০	২২৸৶০	০	।৵০	।৵০
রাম কৃষ্ণ ঘোষ	১৭২॥৵০	১৬৮৲	০	২।/০	২।/০
গোপাল মণ্ডল	৩৭॥৶১০	৩৬॥৵০	০	॥১৫	॥১৫
হরি মোহন ঘোষ	৯।৶০	৯৵০	০	৵১০	৵১০
লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ	১৬৶১০	১৫॥৶০	০	।৫	।৫
রাধা মোহন ঘোষ	১১।/০	৯৸৶০	১৲	৶০	৶০
হরি মোহন ঘোষ	২০।৵০	১৯॥৶০	/১৯	।১৫	।১৫
গোপী নাথ দাস	১৮।৶০	১৬৸৶০	১৲	।০	।০
কেদার নাথ দাস	২০।৶০	১৮৲	২৲	৶১০	৶১০
	৩০৫॥/১৯॥	৫৮১।/০	৩॥৶২	৮৸৶১।	৮॥৵১৬।

মফঃস্বলের গোমাস্তার

সালিয়ানা জমা খরচ

আসামী—— ।ঃ—	জমুল রূপেয়া বিতং	হাল আদায়	বকেয়া আদায়	রোড শেষ	পবলিক ওয়ার্কশেষ
রামনাথ দাস	৫৶১৫	৩৷৫	১৷৵০	৴১৫	৴১৫
কালি কৃষ্ণ দত্ত	২২৷৴৪	২১৷৶১০	৶১৪	।১০	।১০
গাজী হোসেন	২৷০	২।৴১০	০	৴৫	৴৫
নিত্যাই পাইক	৪৴৫	৪৴৫	০	০	০
বঙ্ক সাহানা	১৵১০	১৵১০	০	০	০
	৩৩।৶১৪	৩৩৲	১৷৶১৪	।৵১০	।৵১০
ইজা——	৬০৩৷৵১৯৷	৫৮১।৵০	৬৷৴২	৮৲৴১।	৮৷৶১৬।
	৬৪১৴১৩৷	৬১৪।৵০	৮।৶১৬	৯।১১।	৯৴৬।

বাজে জমার তেরিজ

আসামী—— ।ঃ—	জমুল রূপেয়া
রাম নাথ দাসের কন্যার বিবাহের সাদি সেলামী	২৲
পাটা সেলামী— কালি কৃষ্ণ দত্ত—	৩৲
পাটা সেলামী— তিতুসেখ—	২৲
	৭৲

খরচের জমুল তেরিজ

আসামী—— ।ঃ—	খরচ রূপেয়া
ইরশাল খরচ—	৫২৫৲
সরঞ্জামী খরচ—	৭৭।৶০
হরবাব খরচ—	১৭৸০
	৬২০৶০

মফঃস্বলের গোমস্তার সালিয়ানা জমা খরচ

খরচের খতিয়াণ।

জমুল সরঞ্জামী খরচ		জমুল হরবার খরচ	
আসামী—	খরচ	আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া	।ঃ—	রূপেয়া
শুভ পুণ্যাহ খরচ—	৩৵৶o	বারবরদারি খরচ—	॥৵০
গোমস্তার মাহিনা—	৪৮৲	কাছারির বিছানা	।০
নগদীর মাহিনা	২৪৲	মামুলি খরচ—	১৲
সাদা খরিদ—	৸০	কাছারি মেরামতি খরচ—	১৪৲
জ্বালানি তৈল খরিদ—	৸০	খতগীর খরচ—	।৶০
	৭৭।৶০	আমদরপ্তী খরচ—	॥০
		আরিন্দা খরচ—	১৲
			১৭৸০

জমুল ইরশাল খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়—	
গুঃ নিত্যাই পাইক	১২৫৲
১৯ আশ্বিন—	
গুঃ নিত্যাই পাইক	১২০৲
১৫ পৌষ—	
গুঃ নিত্যাই পাইক	
১০০৲	
১৮ রোজ—৫৫৲	
	১৫৫৲
১৬ চৈত্র—	
গুঃ নিত্যাই পাইক	১২৫৲
	৫২৫৲

মফঃস্বলের গোমাস্তার নিকাশী জমা খরচ

খরচের খতিয়াণ।

জমুল মাহিয়ানা খরচ
কৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা

আসামী——	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়	৯৲
১৯ আশ্বিন	৮৲
১৫ পৌষ	১৫৲
১৭ চৈত্র	১৬৲
	৪৮৲

জমুল মাহিয়ানা খরচ
মহেশচন্দ্র রায় নগদী

আসামী——	খরচ
১৯ আশ্বিন—	৬৲
১৫ পৌষ—	৮৲
১৭ চৈত্র—	১০৲
	২৪৲
	৭২৲

জমুল শুভ পুণ্যাহের খরচ

আসামী——	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
২৫ আষাঢ়	৩৸৵০
	৩৸৵০

জমুল আরিন্দা খরচ

আসামী——	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়	।০
১৬ আশ্বিন	।০
১৫ পৌষ	।০
১৬ চৈত্র—	।০
	১৲

জমুল আমদরপ্তী খরচ

আসামী——	খরচ
।ঃ—	তঙ্কা
১৬ চৈত্র—	॥০
	॥০

মফঃস্বলের গোমাস্তার
সালিয়ানা জমা খরচ

খরচের মফঃস্বল।

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
২৫ আষাঢ় —	
শুভ পুণ্যাহের খরচ	
পূজার আতব চাউল—	৶০
রম্ভা—	৵১০
চিনি সন্দেশ—	৶০
পাঁচ কলাই বরবটী মটর দীঃ—	৵০
ফল ফুলারি সশা ইক্ষু আলু দীঃ—	৴০
ঘট—	৵১০
ঘটের বস্ত্র ১ জোড়া—	।০
পুণ্যাহ পাত্রের বস্ত্র ১ জোড়া—	১৷০
বাদ্যকর—	।০
ব্রাহ্মণ ভোজনের দ্রব্যাদি খরিদ	১৲
	৩৷০

জের খরচ—	৩৷০
পুরোহিত ব্রাহ্মণের দক্ষীণা—	।০
বাজে খরচ—	
খয়রাত অতিথি দীঃ—	৶০
	৩৸৶০
৩০ আষাঢ়—	
ইরশাল খরচ—	
ডিহি কাঞ্চন নগর	
বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয়	
বিঃ চালান—	১২৫৲
মাহিয়ানা—	
কৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা ৩ মাহার কাত	৯৲
আরিন্দা খরচ	
নিত্যাই পাইক ডিহিতে চালান লইয়া যাওয়ার খোরাকী—	।০
	১৩৮৶০

মফঃস্বলের সালিয়ানা
নিকাশী জমা খরচ

খরচের মফঃস্বল

আসামী— ।ঃ—	খরচ রূপেয়া	জের খরচ—— ১৬ আশ্বিন—	১৪০॥৶০
জের——	১৩৮৶০		
১৬ আশ্বিন—		মাহিয়ানা খাতে খরচ	
সাদা কাগজ খরিদ		শ্রীকৃষ্ণ দাস গোমাস্তা—	৮৲
১ দিস্তার কাত	৶০	নগদী	
জ্বালানি তৈল বাবুদি		মহেশচন্দ্র রায়	
৬ মাহার কাত দিন গরাই-	৸০	শুঃ খোদ—	৬৲
খতগীর খরচ		ইরশাল খরচ	
ডিহি হইতে ফরমাইসি চিটী		বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয়	
লইয়া গৌর সিংহ পদাতীক		মোকাম কাঞ্চন নগর ডিহি	
আইসে তাহার খোরাকী	৶০	বিঃ চালান	
কাছারির বিছানা খরচ—	।০	নোট—	
মামুলি খরচ—		২ কেতা—	
শ্রীযুক্ত ভুবন ভট্টাচার্য্য		২০ হিসাবে	৪০৲
সাং নবদ্বীপ		রোক—	৮০৲
বার্ষিক	১৲	——	১২০৲
	১৪০॥৶০		২৭৪॥৶০

মফঃস্বলের সালিয়ানা জমা খরচ

খরচের মফঃস্বল।

আসামী— খরচ
।ঃ— রূপেয়া
জের— ২৭৪॥৶০
১১ পৌষ ইরশাল খরচ ডিহি কাঞ্চননগর বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয় গুঃ বঙ্ক সাহানা বিঃ চালান নোট— ৫০৲
রোক— ৫০৲
——১০০৲
মাহিয়ানা খরচ শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা— ১৫৲
মাহিয়ানা খরচ মহেশচন্দ্র রায় নগদী গুঃ খোদ— ৮৲
আরিন্দা খরচ ডিহিতে নিত্যাই পাইক খাজানার চালান লইয়া যাওয়ার খোরাকী রাহা খরচ ।০
৩৯৭৸৶০

১৩ পৌষ—
খতগীর খরচ—
ডিহিতে পত্র লইয়া গৌর রায় পদাতিক আইসে তাহার ২ রোজের খোরাকী— ।০
৩৯৮৶০

জের খরচ— ৩৯৮৶০
১৮ রোজ—
ইরশাল খরচ ডিহি কাঞ্চননগর বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয় গুঃ নিত্যাই পাইক বিঃ চালান ৫৫৲
সাদা কাগজ খরিদ— ।৶০
কাছারী মেরামতি খরচ
দড়ি— ১৲
বাঁশ খরিদ— ৩৲
বিচালি— ৫৲
মজুর খরচ— ৫৲—— ১৪৲
৪৬৭॥০
ইরশাল খাজানা চলিত মোঃ ডিহি কাঞ্চননগর বঃ শ্রীযুক্ত নায়েব মহাশয় গুঃ নিত্যাই পাইক বিঃ চালান— ১২৫৲
আরিন্দা খরচ নিত্যাই পাইক চালান লইয়া ডিহিতে যায় তাহার রাহা খরচ খোরাকী—।০
আমদ রপ্তী খরচ ডিহি হইতে এক জন আমলা আইসেন তাঁহার বাঁসা খরচ বাবুদে দেওয়া যায়— ॥০
৫৯৩৷০

মফঃস্বলের সালিয়ানা জমা খরচ

খরচের মফঃস্বল

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রুপেয়া
জের—	৫৯৩।০
১৬ চৈত্র—	
বারবরদারি খরচ—	
তলব মতে ডিহিতে করার দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমস্তা যাওয়ার ট্রেন ভাড়া	॥৵০
সাদা কাগজ খরিদ ২ দিস্তার কাত—	।০
মাহিয়ানা খরচ—	
কৃষ্ণদাস গোমাস্তা—	১৬৲
মাহিয়ানা খরচ নগদী মহেশচন্দ্র রায়—	১০৲
	৬২০৶০

বাকীয়ান নিকাশ রুপেয়া

আসামী——	জমুল
।ঃ—	রুপেয়া
বিলায়তী আমদানি	
বিঃ তেরিজ	৬৪৮৴১৩॥
সাবেক মজুত—	০
	৬৪৮৴১৩॥
বাদ খরচ—	৬২০৶০
	২৭৸৶১৩॥

জায়——

মজুত—

জীঃ গোমাস্তা

১৯৸৶১৩॥

হাওলাত—

জীঃ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দঃ বাকী খাজানার মোকর্দ্দমা

৮৲

মফঃস্বল গোমাস্তার একযাই চালান।

একযাই চালান রুপেয়া পরগণে সুমার নাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী— ।ঃ—	জমুল— রুপেয়া বিতং	দাখিল— সেহা	বাকী— তফাত
৩১ আষাঢ়—	১২৫৲	১২৫৲	০
২৯ আশ্বিন—	১২০৲	১২০৲	০
২৫ পৌষ—	১০০৲	১০০৲	০
১৮ রোজ—	৫৫৲	৫৫৲	০
১৬ চৈত্র—	১২৫৲	১২৫৲	০
	৫২৫৲	৫২৫৲	০

মোকাবিলা

পাঁচ শত পঁচিশ টাকা মাত্র

গোমাস্তার একয়াঁকী

একর্য়াকী খরচ রুপেয়া পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী— :—	জমুল রুপেয়া	রদ :—	সহী :—
শুভ পুণ্যাহের—	৩৸৶০	০	৩৸৶০
মাহিয়ানা খরচ—			
কৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমাস্তা	৪৮৲	০	৪৮৲
মহেশ রায় সন্দী	২৪৲	০	২৪৲
সাদা খরচ—	৸০	০	৸০
আরিন্দা খরচ—	১৲	০	১৲
জালানি তৈল—	৸০	০	৸০
খতগীর খরচ—	।৶০	০	।৶০
আমদরপ্তী খরচ—	।০	০	।০
বারবরদারি খরচ—	॥৶০	০	॥৶০
কাছারির বিছানা—	।০	০	।০
মামুলি খরচ—	১৲	০	১৲
কাছারী মেরামতি—	১৪৲	০	১৪৲
	৯৫৶০	০	৯৫৶০

A

মফঃস্বলের গোমাস্তার উৎপন্ন নিকাশ

আখিরি নিকাশী উৎপন্ন রূপেয়া পরগণে সুমারসাহী মৌজে লক্ষ্মীবাটী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি

এঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ গোমস্তা

আসামী—	জমুল	জের—	৬৪৮৵১৩॥
।ঃ—	রূপেয়া	ওয়াশীল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি	
বিলাত উৎপন্ন বিঃ জমা খরচ		বিঃ একযাই চালান—	৫২৫৲
হাল আদায়—	৬১৪।⁄০		১২৩৵১৩॥
বকেয়া আদায়—	৮।৶১৬	মিনাহ সরঞ্জামী—	৭৭।৶৹
রোডশেষ—	৯।১১।	সেওয়ায় সরঞ্জামী—	১।০
পবলিক ওয়ার্কশেষ—	৯৵৬।	হরবাব খরচ—	১৬॥০
	৬৪১৵১৩॥		৯৫৷০
			২৭৯৵১৩॥
উৎপন্ন সেওয়ায় জমা আদায় পাট্টা সেলামী দিগর বিঃ জমা খরচ—	৭৲		
	৬৪৮৵১৩॥	জায়—	

জীঃ গোমস্তা— ১৯৸৶১৩॥

জীঃ মোক্তার— ৮৲

মঃ উনিশ টাকা চৌদ্দ আনা তের গণ্ডা দুই কড়া হিসাব মোকাবিলায় দেনা হইলাম ১২৮৪। ২২ জ্যৈষ্ঠ আখিরি।

গোমাস্তার আখিরি নিকাশ।

জের বাকী— ৭০৶৹

মিনাহ সেওয়ায় সরঞ্জামী—

আরিন্দা খরচ— ১৲

কাছারির বিছানা— ।৹

——১।৹

৬৮৸৶৹

মিনাহ হরবার খরচ

বারবরদারি খরচ— ॥৶০

কাছারি মেরামতি— ১৪৲

আমদরপ্তী— ॥৹

মামুলি খরচ— ১৲

খতগীর খরচ ।৶৹

——১৬॥০

৫২।৶০

জায়

তহবিল বাকী— ২৭৸৶১৩॥ বিলাত বাকী জিঃ

জায়—

জিঃ গোমাস্তা— ১৯৸১৩॥ প্রজাহায়— ২৪।৶৬॥

জিঃ মোক্তার— ৮৲

ডিহিতে যেরূপ সেহা লিখিতে হয়

জের— ৫৮৮৶০

ওয়াশীল ইং পুণ্যাহ নাঃ

আখিরি— ৫২৫৲

বাকী— ৬৩৶০

এই বাকী গোমাস্তার আখিরি থোকা হইয়া নিকাশ হইলে নিষ্পত্তি হয়।

ডিহিতে গোমাস্তার যেরূপ সেহা লিখিতে হয়।

শ্রীশ্রীহরি

সন ১২৮৪ সাল ডিহি কাঞ্চননগর।

বিতারিখ— ৩০ আষাঢ়

রোজ— বুধবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

জমা—	খরচ—
শুভ পুণ্যাহ মৌজে লক্ষ্মী বাটী এঃ শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ গুঃ নিতাই পাইক বিঃ চালান— ১২৫৲	ইরশাল চালান বঃ মোকাম রানাঘাটের সদর কাছারি শ্রীযুত খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট গুঃ গৌর সিংহ নগদী বিঃ চালান— ১০১৲
কৈঃ নিজরোজ ১২৫৲	মাহিয়ানা খরচ নিজ নায়েব ৮৲
সাবেক মজুত •	খাজাঞ্চী— ২৲
	মুন্সী— ৫৲—১৫৲
১২৫৲	১১৬৲
বাদ খরচ ১১৬৲	
৯৲	

জীঃ খাজাঞ্চী

ভিহির সেহা

বিতারিখ— ১৯ আশ্বিন
রোজ— রবিবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

জমা—		খরচ—	
খাজানা জমা মৌজে লক্ষ্মী-বাটী এঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ বিঃ চালান	১২০৲	ইরশাল খাজানা মোং রানাঘাটের সদর কাছারি বরাবর শ্রীযুত খাজাঞ্চী মহাশয় বিঃ চালান গৌর সিংহ দরয়াণ—	১০০৲
	১২০৲	সাদা কাগজ খরিদ—	২৲
কৈঃ		জ্বালানি তৈল—	১৷০
নিজ রোজ জমা—	১২০৲	আমদরপ্তী খরচ	
সাবেক মজুত—	৯৲	মোকাম রানাঘাট হইতে সরকার পত্র লইয়া জীতল সেখ আইসে	
	১২৯৲	তাহার খোরাকী	৶০
বাদ খরচ—	১১১৸০	বারবরদারি খরচ	
	১৭৷০	শ্রীযুত নায়েব জেলায় যান নৌকা ভাড়া দীগর বিঃ ফর্দ্দ—	৮৶০
জীঃ খাজাঞ্চী			১১১৸০

ডিহির সেহা

বিতারিখ—— ১২ পৌষ
রোজ—— রবিবার

দিনায় সেহা রুপেয়া

জমা—		খরচ—	
খাজানা		১৮ পৌষ	
মৌজে লক্ষ্মী বাটী		ইরশাল খাজানা	
এঃ শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ		মোং রানাঘাট সদর কাছারি	
বিঃ চালান		বরাবর শ্রীযুক্ত খাজাঞ্চী মহাশয়	
শুঃ নিত্যাই পাইক—	১০০৲	শুঃ গৌর সিংহ দরওয়াণ	
১৮ পৌষ		বিঃ চালান—	১০৫৲
খাজানা জমা মৌজে লক্ষ্মীবাটী		আরিন্দা খরচ	
এঃ শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ বিঃ চালান		রানাঘাটের সদর কাছারিতে	
শুঃ বস্ত সাহানা—	৫৫৲	খাজানা চালান পাঠাইবার	
	১৫৫৲	আরিন্দা গৌর সিংহের	
কৈঃ		খোরাকী রাহা খরচ—	॥०
নিজ রোজ—	১৫৫৲	মাহিয়ানা খরচ নিজ নায়েব	
সাবেক মজুত	১৭।০		২০৲
	১৭২।০	খাজাঞ্চী তারা প্রসাদ ঘোষের	
বাদ খরচ—	১৫১॥০	মাহিয়ানা—	১৫৲
	২০৷০	মুন্সী রাম শঙ্কর দত্তর	
		মাহিয়ানা—	১০৲
		জালানি খরচ—	১৲
			১৫১॥০

ডিহিতে যেরূপ সালিয়ানা জমা খরচ লিখিতে হয়।

সালিয়ানা জমা খরচ রূপেয়া পরগণে সুমারসাহী ডিহি কাঞ্চননগর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

ডিহির নিকাশী জমা খরচ

আসামী—	জমুন
।ঃ—	রূপেয়া
নিজ জমা বিঃ তেরিজ—	৫২৫৲
কর্জ্জ কর্জ্জন—	০
	৫২৫৲

ডিহির নিকাশী জমা খরচ

আসামী—	জমুন	জমুন খরচের তেরিজ	
।ঃ—	রূপেয়া	আসামী—	খরচ
বিলায়ন্তী—	৫২৫৲	।ঃ—	রূপেয়া
বাকে জমা—	০	ইরশাল খরচ—	৩৬৬৲
	৫২৫৲		৩৬৬৲
আসামী—	জমুন	সরঞ্জামী খরচ	
।ঃ—	রূপেয়া	মাহিয়ানা—	১৩৯৲
মোঃ লক্ষীবাটী এঃ শ্রীকৃষ্ণদাস		সাদা জালানি—	৪॥০
ঘোষ বিঃ খতিয়াৎ—	৫২৫৲	সেওয়ায় সরঞ্জামী—	২৲
		চরবার খরচ—	৮।০
			১৫৩৸০

ডিহির জমা খরচ ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

খরচের খতিয়ান

জমুল ইরশাল—

আসামী—	জমুল
।ঃ	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়—	১০১৲
১৯ আশ্বিন—	১০০৲
১৮ পৌষ—	১০৫৲
১৭ চৈত্র—	৬০৲
	৩৬৬৲

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
মাহিয়ানা খরচ—	
পদাতিক গৌর সিংহ	
১৭ চৈত্র—	১২৲
	১২৲

সরঞ্জামী খরচ—

আসামী—	জমুল
।ঃ	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়	
মাহিয়ানা নায়েব—	৮৲
১৮ পৌষ—	২০৲
১৭ চৈত্র—	৩২৲
	৬০৲

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়	
মাহিয়ানা খরচ—	
খাজাঞ্চী—	২৲
১৮ পৌষ—	১৫৲
১৭ চৈত্র—	২১৲
	৩৮৲

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
মাহিয়ানা খরচ মুন্সী	
৩০ আষাঢ়—	৫৲
১৫ পৌষ—	১০৲
১৭ চৈত্র—	১৪৲
	২৯৲

ডিহির জমা খরচ

খরচের পরিভাষা।

সাদা খরচ

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১৯ আশ্বিন—	২৲
	২৲

জ্বালানি তৈল

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১৯ আশ্বিন—	১॥০
১২ পৌষ—	১৲
	২॥০

আমদরপ্তী খরচ

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১৯ আশ্বিন—	৶০
	৶০

আরিন্দা খরচ

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১২ পৌষ—	॥০
১৭ চৈত্র—	॥০
	১৲

কাছারির বিছানা

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১৭ চৈত্র—	১৲
	১৲

বারবরদারি খরচ

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
১৫ আশ্বিন—	৮৶০
	৮৶০

ডিহির নিকাশী জমা খরচ খরচের মফঃস্বল।

আসামী— জমুল
:— রূপেয়া
জের— ২২৭৷৵০
১৮ পৌষ ইরশাল খরচ
মোং রানাঘাট সদর কাছারি
শুঃ গৌরসিংহ দঃ চালান ১০৫৲
আরিন্দা খরচ রানাঘাট খাজানা
পাঠান যায় তাহার আরিন্দা
গৌর সিংহের খোরাকী— ৷৷০
মাহিয়ানা খরচ নিজ নায়েব
হর চন্দ্র সরকার— ২০৲
খাজাঞ্চী তারিণী প্রসাদ ঘোষ
১৫৲
মুন্সী রাম শঙ্কর দত্ত— ১০৲
জালানি তৈল— ১৲

৩৭৯৷০

জের— ৩৭৯৷০
১৭ চৈত্র ইরশাল খরচ
মোং রানাঘাট সদর কাছারি
শুঃ গৌর সিংহ
বিঃ চালান— ৬০৲
মাহিয়ানা খরচ নিজ নায়েব
হর চন্দ্র সরকার— ৩২৲
খাজাঞ্চী তারিণী প্রসাদ ঘোষ
২১৲
মুন্সী
রাম শঙ্কর দত্ত— ১৪৲
পদাতিক গৌর সিংহ— ১২৲
কাছারির বিছানা— ১৲
আরিন্দা খরচ— ৷৷০

৫১৯৸০

বাকীয়ান নিকাস রূপেয়া

আসামী— জমুল
।ঃ— রূপেয়া
আমদানি বিঃ সেহা রূপেয়া ৫২৫৲
সাবেক মজুত— ০

৫২৫৲
বাদ খরচ— ৫১৯৸০

৫৷০
জায়
মজুত— হাওলাত
৫৷০ ০
জিঃ খাজাঞ্চী

ডিহির নিকাশের একাঁকির ফর্দ্দ।

একাঁকি খরচ রূপেয়া পরগণে সুমার সাহি ডিহি কাঞ্চননগর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী—	জমুল	রদ	সহী
।ঃ—	রূপেয়া	ঃ—	ঃ—
সরঞ্জামী খরচ			
মাহিয়ানা নায়েব	৬০	০	৬০৲
মাহিয়ানা খাজাঞ্চী—	৩৮৲	২৲	৩৬৲
মাহিয়ানা মুন্সী—	২৯৲	২৲	২৭৲
মাহিয়ানা পদাতিক	১২৲	০	১২৲
সাদা খরচ—	২৲	০	২৲
জালানি তৈল	২॥০	০	২॥০
আরিন্দা খরচ	১৲	০	১৲
কাছারির বিছানা	১৲	০	১৲
আমদরপ্তী খরচ—	৵০	০	৵০
বারবরদারি খরচ—	৮৵০	০	৮৵০
	১৫৩৸০	৪৲	১৪৯৸০

ডিহির নিকাশের একযাই চালান গোসয়ারা বলা।

একযাই চালান রূপেয়া পরগণে হুসার সাহি ডিহি কাঞ্চনগর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী—	জমুল—	দাখিল—	বাকী
।ঃ	তঙ্কা	সেহা	তফাৎ
৩০ আষাঢ়—	১০১৲	১০১৲	০
১৯ আশ্বিন—	১০৩৲	১০৩৲	০
১৮ পৌষ—	১০৫৲	১০৫৲	০
১৬ চৈত্র—	৬০৲	৬০৲	০
	৩৬৯৲	৩৬৯৲	০

ডিহির উৎপন্নের নিকাশ।

উৎপন্ন নিকাশ রূপেয়া পরগণে হুসার সাহি ডিহি কাঞ্চনগর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী—	জমুল রূপেয়া	জের—	১৫৯৲
।ঃ—		মিনাহ সরঞ্জামী	
উৎপন্ন বিঃ ডিহির জমা		বিঃ একাঁকি—	১৩৯৷০
খরচ—	৫২৫৲		১৯৷০
সেওয়ায় জমা—	০	মিনাহ সেওয়ায় সরঞ্জামী-	২৲
বকেয়া তহবিল আদায়—	০		১৭৷০
	৫২৫৲	মিনাহ হরবাব খরচ—	৮।০
মিনাহ ইরশাল বিঃ একযাই চালান—	৩৬৬৲		৯।০
	১৫৯৲	জায়	
		মজুত	হাওলাত
		জিঃ নায়েব—৯।০	০

B ডিহির নিকাশের দরফর্দ বিঃ একাঁকী।

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
মাহিয়ানা নায়েব ৫৲	
হিসাবে—	৬০৲
মাহিয়ানা খাজাঞ্চী ৩৲	
হিসাবে—	৩৬৲
মাহিয়ানা মুন্সী ২।০	
হিসাবে—	২৭৲
মাহিয়ানা পদাতিক ১৲	
হিসাবে—	১২৲
সাদা খরচ—	২৲
জ্বালানি তৈল—	২॥০
	১৩৯॥০
সেওয়ায় সরঞ্জামী খরচ	
আরিন্দা খরচ—	১৲
কাছারির বিছানা—	১৲
	২৲
হরবাব খরচ	
আমদরপ্তী—	৵০
বারবরদারি—	৮৵০
	৮।০

ডিহির নিকাশ

আখিরি থোকা হিসাব রূপেয়া পরগণে হুসারসাহি ডিহি কাঞ্চননগর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায়চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইঃ পুণ্যাহ নাঃ আখিরি।

নায়েব শ্রীহরচন্দ্র সরকার।

আসামী—	জমুল	
।ঃ—	রূপেয়া	
জমা বিঃ তেরিজ		
জমাওয়াশীলবাকী—		৬৩৮৷৶১২
আদায় রসদ—		১৲
		৬৩৯৷৶১২
খারিজ গত—		৬৲
		৬৩৩৷৶১২
দাখিল আদায়—		৬৲
		৬৩৯৷৶১২
বাদ কমী—		৶০
		৬৩৯৷৵১২
কবুলা বেশী—		।৵২
		৬৩৯৮৶১৪

জের—	৬৩৯৲৶১৪
মহকুপ রসদ—	৩৲
	৬৩৬৸৶১৪
রোডশেষ পবলিক ওয়ার্কশেস—	১৯৷৶১০
	৬৫৬৷৵৪
বকেয়া বাকী বিঃ জায় বাকী—	৮৸৶১৬
	৬৬৫৷০
বকেয়া তহবিল বাকী	০
	৬৬৫৷০
সেওয়ায় জমা বিঃ দেহাতি উৎপন্ন—	৭৲
	৬৭২৷০

ডিহির নিকাশী।

জের— ৬৭২৷৷০

ওয়াশীল ইঃ পুন্যাহ নাঃ

আখিরি— ৩৬৬৲

৩০৬৷৷০

মিনাহ মোকামি ডিহির

সরঞ্জামী বিঃ দর ফর্দ্দ

১৩৯৷৷০

দেহাতি সরঞ্জামী বিঃ

উৎপন্ন— ৭৭৷৶০

——২১৬৵৶০

৮৯৷৷৴০

মিনাহ সেওয়ায় সরঞ্জামী

মোকামি— ২৲

দেহাতি— ১৷০

——৩৷০

৮৬৷৵০

জের— ৮৬৷৴০

মিনাহ হরবার খরচ

বিঃ দরফর্দ্দ

মোকামি— ৮৷০

দেহাতি— ১৬৷৷০

——২৪৵০

৬১৷৷৶০

জায়

তহবিল বাকী— ৩৭৶১৩৷৷

জায়

মোকামি তহবিল জিঃ

নায়েব— ৯৷০

দেহাতি তহবিল জিঃ

গোমাস্তা নিজ— ১৯৵৶১৩৷৷

জিঃ মোক্তার দঃ বাকী

খাজানার মোবলগ ৮৲

বিলাত বাকী বিঃ জমা

ওয়াশীলবাকী— ২৪৷৵৬৷৷

২৪৷৶৬৷৷

মবলগে সাঞৗত্রিশ টাকা দুই আনা সাড়ে তের গণ্ডা মোকা বিলায় দেন হইলাম ইতি।

সন ১২৮৪ সাল ১৫ জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীহরচন্দ্র সরকার নায়েব।

জমিদারের সদর কাছারিতে যেরূপ সেহা লিখিতে হয়।

বিতারিখ—— ৩০ আষাঢ়

রোজ—— বুধবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

জমা——

খাজানা জমা—
ডিহি কাঞ্চননগর নায়েব
শ্রীহর চন্দ্র সরকার বিঃ চালান
গুঃ গৌর সিংস— ১০১৲

১০১৲

কৈঃ

নিজ রোজ— ১০১৲
সাবেক মজুত— ০

১০১৲

বাদ খরচ— ৯১৲

১০৲

জিঃ খাজাঞ্চী

খরচ——

সদর মাল গুজারি খাতে খরচ
জুন লাটের খাজানা দাখিল
বরাবর জেলা হুগলীর কালে-
ক্টরি বিঃ চালান— ৩০৲

রাহা খরচ হুগলীর মোক্তারের
নিকট টাকা পাঠান যায়
তাহার রাহা খরচ— ॥০

সাদা কাগজ খরিদ— ॥০

নিজ খরচ জন্য দেওয়া যায়
বরাবর হুজুর মাঃ খানসামা
৬০৲

৯১৲

সদরের সেহা

বিতারিখ—— ১৯ আশ্বিন

রোজ—— রবিবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

জমা——		খরচ——	
খাজানা জমা ডিহি কাঞ্চননগর।		সদর মাল গুজারি খরচ	
নায়েব শ্রীহর চন্দ্র সরকার		জেলা হুগলীর কালেক্টরিতে	
বিঃ চালান গুঃ গৌর সিংহ	১০০৲	খাজানা দাখিল বিঃ চালান	৪০৲
	১০০৲		
কৈঃ		রাহা খরচ মোক্তারের নিকট	
নিজ রোজ—	১০০৲	লোকপাঠান যায় তাহার	
সাবেক মজুত—	১০৲	খরচ—	।৹
	১১০৲	মাহিয়ানা খরচ	—
বাদ খরচ—	৭৩।৹	দেওয়ান শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ	
	৩৬॥৹		১৫৲
জিঃ খাজাঞ্চী		খাজাঞ্চী শ্রীহর চন্দ্র ঘোষ—	১০৲
		জমাদার হলধর মেদ্দা—	৮৲
			৭৩।৹

সদরের সেহা

বিতারিখ—— ১৮ পৌষ

রোজ—— শুক্রবার

দিনায় সেহা রূপেয়া

জমা——

খাজানা জমা ডিহি কাঞ্চননগর
শ্রীহর চন্দ্র সরকার নায়েব
বিঃ চালান শুঃ গৌর সিংহ ১০৫৲

১০৫৲

কৈঃ

নিজ রোজ— ১০৫৲
সাবেক মজুত— ৩৬৷০

১৪১৷০

বাদ খরচ— ৮৫৷০

৫৬৲

জিঃ খাজাঞ্চী

খরচ

সদর মাল গুজারি খরচ
পৌষ লাটের খাজানা বঃ জেলা
হুগলীর কালেক্টরী বিঃ
চালান— ৪০৲

রাহা খরচ মোক্তারের নিকট
টাকা পাঠান যায় তাহার
লোকের রাহা খরচ— ৷০

সাদা কাগজ— ১৲

কাছারির জালানি তৈল
খরিদ— ৵

মাহিয়ানা দেওয়ান
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ— ২০৲
খাজাঞ্চী—হর চন্দ্র ঘোষ ১৫৲
পদাতিক মাখন ডুবে— ৮৲

সদর কাছারির সালিয়ানা জমা খরচের হেডিং।

সালিয়ানা জমা খরচ রূপেয়া পরগণে সুমার সাহী, জমিদারী সদর কাছারি মোকাম রানাঘাট, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী মহাশয় সন ১২৮৪ সাল ইং. পুন্যাহ নাঃ আখিরি।

আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
নিজ জমা—	৩৭১৲
কর্জ্জ কর্দ্দন—	০
	৩৭১৲
আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
বিলায়তি—	৩৬৬৲
বাজে জমা—	৫৲
	৩৭১৲

তেরিজ বিলাত আমদানি

আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
খাজানা আদায় ডিহি কাঞ্চন নগর নায়েব শ্রীহর চন্দ্র সরকার	
বিঃ সেহা ৩০ আষাঢ়—	১০১৲
১৯ আশ্বিন—	১০০৲
১৮ পৌষ—	১০৫৲
১৭ চৈত্র—	৬০৲
	৩৬৬৲

বাজে জমার তেরিজ

আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
লক্ষ্মী বাটীর প্রজা গোপাল মণ্ডলের নজর—	৫৲

সদরের জমা খরচ।

খরচের জমুল তেরিজ

আসামী—		খরচ
।ঃ—		রূপেয়া
সদর মালগুজারি		১৫০৲
জমুল নিজ খরচ		৯৫৲
জমুল মাহিয়ানা খরচ		
নায়েব—	৩৫৲	
খাজাঞ্চী—	২৫৲	
জমাদার—	৮৲	
পদাতিক—	৮৲	
		৭৬৲
হাওলাত খরচ—		১৫৲
আরিন্দা খরচ—		২৲
সাদা খরচ—		১॥০
জ্বালানি খরচ—		১৲
বাজে খরচ—		।০
		৩৪০৸০

জমুল মাহিয়ানা দেওয়ান

আসামী—	খরচ
।ঃ—	তঙ্কা
১৯ আশ্বিন—	১৫৲
১৮ পৌষ—	২০৲
	৩৫৲

খরচের খতিয়ান

জমুল মাহিয়ানা জমাদার

আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
১৯ আশ্বিন	৮৲
	৮৲

জমুল হাওলাত খরচ

জিঃ মোক্তার

আসামী—	খরচ
।ঃ	তঙ্কা
১২ চৈত্র	১৫৲
	১৫৲

জমুল মাহিয়ানা খরচ খাজাঞ্চী

আসামী—	খরচ
।ঃ—	তঙ্কা
১৯ আশ্বিন—	১০৲
১৮ পৌষ—	১৫৲
	২৫৲

জমুল মাহিয়ানা পদাতিক

আসামী—	খরচ
।ঃ—	তঙ্কা
১৮ পৌষ—	৮৲
	৮৲

সদরের জমা খরচ।

খরচের খতিয়ান

আসামী—	খরচ
।ঃ—	তঙ্কা
৩০ আষাঢ়—	৩০৲
১৯ আশ্বিন—	৪০৲
১৮ পৌষ—	৪০৲
১৭ চৈত্র—	৬০৲
	১৭০৲

সাদা খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়—	॥০
১৮ পৌষ—	১৲
	১॥০

জমুল জ্বালানি তৈল

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৮ পৌষ—	১৲
	১৲

জমুল নিজ খরচ ওজুরে দাখিল

আসামী—	জমুল
।ঃ—	তঙ্কা
৩০ আষাঢ়—	৬০৲
১৭ চৈত্র—	৩৫৲
	৯৫৲

জমুল আরিন্দা খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
৩০ আষাঢ়—	॥০
১৯ আশ্বিন—	॥০
১৮ পৌষ—	॥০
১৭ চৈত্র—	॥০
	২৲

জমুল বাজে খরচ

আসামী—	খরচ
।ঃ—	রূপেয়া
১৭ চৈত্র—	।০
	।০

সদরের জমা খরচ।

খরচের মফঃস্বল।

আসামী— খরচ

।ঃ— রূপেয়া

৩০ আষাঢ়—

সদর মালগুজারি খরচ

জুন লাটের খাজানা দাখিল

বঃ জেলা হুগলীর কালেক্টরি

বিঃ চালান— ৩০৲

রাহা খরচ—

হুগলীর মোক্তারের নিকট

খাজানা লইয়া লোক যায়

তাহার রাহা খরচ— ॥০

সাদা কাগজ খরিদ ॥০

নিজ খরচ জন্য দাখিল বরাবর

হুজুর মাঃ খানসামা— ৬০৲

৯১৲

জের খরচ— ৯১৲

১৯ আশ্বিন

সদর মালগুজারি খরচ

জেলা হুগলির কালেক্টরিতে

খাজানা দাখিল

বিঃ চালান— ৪০৲

রাহা খরচ—

খাজানা লইয়া মোক্তারের

নিকট লোক পাঠান যায়

তাহার খরচ— ॥০

মাহিয়ানা খরচ

দেওয়ান কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ ১৫৲

খাজাঞ্চী

হরচন্দ্র ঘোষ— ১০৲

জমাদার

হলধর মেদ্দা— ৮৲

১৬৪॥০

সদরের জমা খরচ।

খরচের্ মফঃস্বল।

জের খরচ—— ১৬৪॥০

১৮ পৌষ

সদর মালগুজারি খরচ

পৌষ লাটের খাজানা বঃ

জেলা হুগলীর কালেক্টারি বিঃ

চালান— ৪০৲

রাহা খরচ—

মোক্তারের নিকট লাটের টাকা

পাঠান যায় তাহার খরচ— ॥০

কাছারির খরচ

সাদা কাগজ খরিদ— ১৲

জালানি তৈল— ১৲

মাহিয়ানা খরচ

কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ দেওয়ান ২০৲

খাজাঞ্চী হর চন্দ্র ঘোষ— ১৫৲

পদাতিক মাখন ডুবে— ৮৲

২৫০৲

জের খরচ—— ২৫০৲

সদর মালগুজারি খরচ

চৈত্র লাটের কালেক্টারি

খাজানা দাখিল বরাবর

জেলা হুগলীর কালেক্টরি

বিঃ চালান— ৪০৲

রাহা খরচ—

মোক্তারের নিকট খাজানা

টাকা পাঠান হয় তাহার রাহা

খরচ— ॥০

নিজ খরচ বরাবর হুজুরে

দাখিল— ৩৫৲

বাজে খরচ

একজন অন্ধ অতিথি ভিক্ষা

করিতে আসায় খোরাকী

দেওয়া যায়— ।০

হাওলাত খরচ

বাকী খাজানার মোকর্দ্দমার

জন্য মোক্তারকে দেওয়া যায়

১৫৲

৩৪০৸০

সদরের জমা খরচ। C

বাকীয়ান নিকাশ রূপেয়া।

আসামী—	জমুল
।ঃ—	রূপেয়া
বিলাত আমদানি বিঃ জমা	
তেরিজ—	৩৭১৲
সাবেক মজুত—	০
	৩৭১৲
বাদ খরচ—	৩৪০৵০
	৩০।০

জায়

মজুত— হাওলাত

জিঃ খাজাঞ্চী— ৩০।০

বলে। গোমাস্তাগণ খাজানা আদায় করিয়া, নায়েবের নিকট ইরশাল করেন, ও আপন ২ কৃতকার্য্যের হিসাব ও কাগজ পত্রাদি বুঝাইয়া দেন।

(মণ্ডল)

গ্রাম২ এক২জন প্রধান প্রজা মণ্ডল উপাধি থাকে, ঐ মণ্ডলের মতানুসারে প্রজারা সমস্ত কার্য্য করে, মণ্ডলেরা গ্রামে জমিদারের প্রতিনিধির ন্যায়। গোমাস্তার নিকট সমস্ত কার্য্য মণ্ডল সরবরাহ দেয়, বেতন সববে চাকরাণ জমী পায়। আর কোন২ স্থানে মণ্ডলকে মুক্তি বলে।

(পাইক)

খাজানা আদায়ের চাকরান ভোগী পদাতিককে পাইক বলে। পাইক গোমাস্তার নিকট সর্ব্বদা হাজির থাকিয়া, সমস্ত কার্য্য হুকুম মতে করে, এবং প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায়, ও তলপ তাগাদা করা পাইকের কার্য্য।

(তুমার আমীন)

প্রজাগণের দেওয়া খাজনার ওয়াশীলাত যে ব্যক্তি করে, তাহাকে তুমার আমীন বলে।

(তৈনাত্)

মফঃস্বলের খাজানা আদায়ের পদাতিকের নাম তৈনাত্।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জমিদারী কার্য্য প্রণালী—জমিদারের কর্ত্তব্য।

১। জমিদারগণের জমিদারী বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, একা-এক সদর কাছারীর অধীন রাখিয়া, আদায় তহশীল ও বন্দোবস্তাদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য জমিদারীর মধ্যবর্ত্তি স্থানে, এক একটী ডিহির কাছারী স্থাপন করিতে হয়। মফঃস্বলের গোমাস্তা, ও তহশীলদারগণ, প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়া ডিহির নায়েবের নিকট ইরশাল, ও নায়েব সদর কাছারীতে ইরশাল করেন, ও নায়েব গোমাস্তাদিগের নিকাস ও কাগজ পত্রাদি বুঝিয়া লইয়া, সদরে দাখিল করেন। ডিহিতে নায়েব প্রধান আমলা ও তাঁহার অধীনে সদরের ন্যায় কারকুন প্রভৃতি সমস্ত আমলা নিযুক্ত থাকেন।

কিন্তু জমিদারগণের আপন২ জমিদারীর, সদর ও মফঃস্বলের আমলা উপযুক্ত, ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে বাহাল করা, এবং সর্ব্বদা সকলেরই কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। আয় ও ব্যয়ের প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। নূতন জমিদারী প্রাপ্ত হইলে, কি কি খরিদ করিলে, ওয়াকিপ হাল ও পুরাতন ব্যক্তিদিগকে আমলা নিযুক্ত করিতে হয়, অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে চাকর নিযুক্ত করা উচিত নহে। জমিদারী হইতে যাহাতে আয় বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি সর্ব্বদাই যত্ন করিতে হয়, আয়ের বিষয় জমিদারকে সন্তোষ হইতে হয় না। আপন২ জমিদারীর কালেক্টরি তাহুত জমা অতি যত্নের সহিত লাটের পূর্ব্বে দাখিল করিলে কোন আশঙ্কা থাকে না। কোন নায়েব, কি গোমাস্তাদিগের উপর তাহুত জমা আদায় দিবার ভার রাখা উচিত নহে। যদি জমিদারী দূর জেলায় হয়, তাহা হইলে, সহজেই তথাকার নায়েবের উপর খাজানা দাখিলের ভার রাখিতে হয়।

কিন্তু তাহারও উপায় আছে, যে জেলায় জমিদারের বাস থাকে, সেই জেলার কালেক্টরিতে আপনং জমিদারীর নাম, ও তৌজীর নম্বর, ও যে কালেক্টরিতে খাজানা দাখিল হইবেক, তাহা প্রকাশ করিয়া লিখিয়া, চালান সহকারে ঐ ঘর জেলার কালেক্টরিতে খাজানার টাকা দাখিল পুর্ব্বক, ঐ কালেক্টরের দস্তখতী দাখিলা লইতে হয়, এবং তাঁহার চিঠি লইয়া দূর জেলার কালেক্টরিতে পাঠাইয়া দিলেই, খাজানা দাখিল করার ফল হয়।

২। নায়েব, এবং গোমাস্তা প্রভৃতি সমস্ত আমলা, যাঁহার যেরূপ কার্য্যভার, তদনুসারে তাঁহাদের নিকট জামিনী-নামা, ও কবুলতি লিখিত পঠিত করিয়া, রেজিষ্টরী করিয়া লইতে হয়।

৩। নায়েব, এবং গোমাস্তা যত টাকা পর্য্যন্ত দায়ী থাকিবেন, তাহা উক্ত কবুলতিতে স্পষ্টরূপে লিখিয়া লইতে হয়, এবং ঐ টাকার পরিমাণ জামীন লইতে হয়।

৪। নায়েব প্রভৃতি যদি নিজ সম্পত্তি জামীন দেন, তবে তাঁহাদের কবুলতিতেই, জামিনী সম্পত্তির বর্ণন করিয়া, লিখিত পঠিত করিয়া দিলেই হইতে পারে, তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

৫। যে পরিমাণ টাকার দায়ী থাকা কবুলতিতে লিখিত হয়, সেই পরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি জামিনী দিতে হয়।

৬। নায়েব প্রভৃতির কবুলতির ষ্ট্যাম্প, এক্ষণকার আইনমতে দায়ী থাকা পরিমাণ টাকার প্রতি শতে ৷৷০ আনা হিসাবে দিতে হয়।

৭। যদি অপর ব্যক্তিকে জামিনী লওয়া যায়, তবে জামীনদার যে ব্যক্তির জামীন হইবেন, তাঁহার দেওয়া কবুলতির লিখিত দায়ী থাকা পরিমাণ টাকার মেগদার, ঐ জামীনদারকে সম্পত্তি আবদ্ধ দিয়া জামিনী-নামা, কবুলতির তুল্য মূল্যের ষ্ট্যাম্পে লিখিয়া দিতে হয়। কিন্তু বেতাঁইনী টাকার জন্য জামীন হইলে, ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে জামিনী-নামা লিখিতে হইবেক।

৮। জামিনী সম্পত্তি উপযুক্ত, ও বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত করতঃ নির্দ্দোষ জানিলে ঐ সম্পত্তি জামিন লইতে হয়। এবং নগদ টাকা জামিনী স্বরূপ ডিপজিট্ দিলেও হইতে পারে।

৯। মফঃস্বল গোমাস্তা বাহাল, কোন খানে সদর হইতে হয়, এবং কোন২ স্থানে, নায়েবের ক্ষমতা থাকে। নায়েবের নিজ বাহালি গোমাস্তা গণেরও, দস্তুর মতে জামিনী কবুলতি লইবার বিষয়ে, তাঁহার কবুলতিতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লইতে হয়। বিনা কবুলতিতে কোন চাকরকে দায়ী করা যায়না।

১০। নায়েব, ও গোমাস্তা প্রভৃতির, কৃত কর্য্যের নিকাশ, বৎসর২ নিস্পত্তি করিয়া লইয়া, পুনরায় শুভ পুণ্যাহের হুকুম দিতে হয়।

(গোমাস্তার নামে নালিশ)

১১। নায়েব, এবং গোমাস্তা প্রভৃতির, হিসাব নিকাশ, ও তাহবিলের টাকা না দিলে, দেওয়ানি আদালতে তাঁহাদের কর্ম্ম যাওয়ার তারিখ হইতে, ১ এক বৎসর মধ্যে নালিশ করিতে হয়। যদি কাগজ দিয়া পলায়ন করে, ও তাহাতে কোন তঞ্চক প্রকাশ হয় তবে ঐ তারিখ হইতে ১ এক বৎসর পর্য্যন্ত নালিশের মিয়াদ, কিন্তু প্রথম হইতে ৩ বৎসর গত হইলে, উক্ত কার্য্য কারক দিগের নামে কোন নালিশ চলেনা।

১২। নিকাশ লইবার সময়, প্রজা গণের বাকী মোকাবেলা করিয়া, অর্থাৎ তুমার কারিয়া নিকাস লইতে হয়।

মফঃস্বল গোমাস্তার ও তহশীলদার গণের কর্ত্তব্য কার্য্য।

১। গোমাস্তা গণ সর্ব্বদা, মফঃস্বলের কাছারীতে হাজির থাকিয়া, কিস্তি২ প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায় পূর্ব্বক, সদরে বা ডিহির অধীন হইলে ডিহিতে, আরিন্দা মারফতে চালান সম্বলিত পাঠাইয়া দিয়া, সেহায় ইরশাল খরচ লিখিয়া রাখিবেন, ও তাহার দাখিলা লইবেন।

২। চালানের টাকা, অতি সাবধান পূর্ব্বক পাঠাইতে হয়, কারণ কোন দৈব ঘটনা ব্যতীত, পথি মধ্যে চালানের টাকা মারা গেলে, ঐ টাকার দায়ী গোমাস্তা গণকে হইতে হয়।

৩। প্রজাগণের নিকট হইতে, খাজানার টাকা আদায় লইয়া, হাল ও বকেয়া, ও রোডশেষ দিগর, ও সুদ, সমস্ত বর্ণন করিয়া, তৎক্ষণাৎ দাখিলা দেওয়া আবশ্যক।

৪। প্রজার নিকট যদি বকেয়া বাকী থাকে, তবে তাহা অগ্রে আদায় লইতে হয়, বকেয়া বাকী থাকিতে, হালের খাজানা লইয়া দাখিলা দেওয়া উচিত নহে।

৫। প্রজাগণের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিয়া, কম টাকার দাখিলা দেওয়া, এবং খাজানা লইয়া, তাহার দাখিলা দিতে অস্বীকার করা উচিত নহে, তাহা হইলে গোমাস্তাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

৬। আদায়ী টাকা, বিনা হুকুমে কাহাকে ও হাওলাত দেওয়া, অথবা নিজে লওয়া, কিম্বা বেশী টাকা তহবিল মজুত রাখা, গোমাস্তার কর্ত্তব্য নহে।

৭। কোন প্রজার নাম খারিজ দাখিল করিতে হইলে, জমীদারের নির্দ্দিষ্ট পাওনা, ও হুকুম বিনা, একায়েক গোমাস্তার করা কর্ত্তব্য নহে।

(মারফত দাখিলা)

৮। সুতরাং কোন প্রজার জমী জমা খরিদ বিক্রয় হইলে, তৎ সম্বন্ধে মূল্যের টাকার, চতুর্থাংশের এক অংশ, যাহা চৌত সববে জমীদারের প্রাপ্য, তাহা নিস্পত্তি পূর্ব্বক, আদায় পাওয়া বিষয়ে জমীদারের হুকুম নামা ভিন্ন, খরিদারকে খারিজ দাখিল করিয়া দিয়া, তাহার স্থানে খাজানা গ্রহণ করতঃ দস্তুর মতে দাখিলা দেওয়া, অথবা মারফত দাখিলা দিয়া ও খাজানা লওয়া উচিত নহে, কারণ খরিদার প্রজা নিস্পত্তি না করিলে, সাবেক প্রজার নামে নালিশ করিয়া, খাজানা আদায় হইতে পারে। মাঃ দাখিলা দিলে প্রজা খারিজ দাখিলের ফল পায়।

৯। জমীদারের হুকুম ভিন্ন, কোন প্রজার সহিত কায়েমী, কিম্বা মেয়াদী, বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গোমাস্তার উচিত নহে।

১০। গ্রামের মধ্যে চুরী, কি ডাকাইতি, কিম্বা খুনী প্রভৃতি, যে কোন রকমের অকুয়াত উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার এত্তালা জমীদারের নিকট, ও পুলিশে দেওয়া ও হাজীর থাকিয়া, হুকুম মতে সমস্ত কার্য্যের আঞ্জাম করা, গোমাস্তার কর্ত্তব্য।

১১। সরকার বাহাদুরের, ফৌজ আমদরপ্তী বিষয়ে, পরওয়ানা প্রচার হইলে, ঐ পরওয়ানার লিখিত সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া, রসদের সরবরাহ দেওয়া এবং দ্রব্যের মূল্য; পল্টনের কর্ত্তা সাহেবের নিকট, দাওয়া করিয়া আদায় লওয়া গোমাস্তার কর্ত্তব্য।

১২। গবর্ণমেণ্টের হুকুমি পরওয়ানা ভিন্ন, গ্রামের মধ্যে কোন মদ, গাঁজা, চরষ, আফিম, ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের দোকানাদি করিয়া বিক্রয় করিতে কাহাকেও দেওয়া, গোমাস্তার কর্ত্তব্য নহে।

১৩। সরঞ্জামী প্রভৃতি নিয়মিত খরচ ব্যতীত, অপর রকমের বেশী খরচের আবশ্যক হইলে, গোমাস্তাকে মনিবের হুকুম লইয়া করিতে হয়।

১৪। গ্রামের পতিত, পলাতকা জমী জমা বিলি বন্দোবস্ত হইয়া, যাহাতে সরকারের আয় বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান গোমাস্তাকে হইতে হয়।

(বাকীর জন্য নালিশের সময়)

১৫। যে প্রজার খাজানা আদায়ের কিস্তীবন্দীর, নিরাকরণ থাকেনা ঐ প্রজাগণের নিকট বৎসরের শেষ কিস্তীর টাকা, যে তারিখে বাকী পড়ে, ঐ তারিখ হইতে ৩ তিন বৎসর গত হইলে উক্ত বাকী তামাদি হইয়া থাকে, আর যাহার মাসং কিস্তীর নিয়ম থাকে, তাহার প্রতি মাসের কিস্তীর যে তারিখে দেনা পড়ে, সেই তারিখ হইতে ঐ মাসের কিস্তীর টাকা ৩ বৎসর গতে তামাদী হয়। অতএব সহজে বা নালিশের দ্বারা, ঐ বাকীর কিনারা না করিলে, তাহার দায়ী গোমাস্তাকে হইতে হয়। যদি সুদের কোন নিয়ম লিখিত না থাকে, তবে বার্ষিক শত করা ১২৲ বার টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া নালিশ করিতে হয়।

১৬। গোমাস্তাগণের মাসং সদরে, কিম্বা ডিহির অধীন হইলে

ডিহিতে, মাস কাবার দাখিল করিয়া দেওয়া, এবং সাল আখিরি হইলে, আগামী সনের পুণ্যাহের পুর্ব্বে, আপন কৃত কার্য্যের নিকাশ, বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

জমিদারের দেওয়ান, এবং ম্যানেজার গণের কর্ত্তব্য কার্য্য।

১। দেওয়ানকে আপন অধীনের, সদর মফঃস্বলের সমস্ত কার্য্য, এবং আয়, ও ব্যয়, ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

২। রোজ২ খাজানা প্রভৃতি আমদানির টাকা, মফঃস্বলের চালান দৃষ্টে, জমা খরচের সঙ্গে মিলন করিয়া, জমায় ও খরচে মব-লগবন্দী, এবং দস্তখত করিতে হয়।

৩। সেরেস্তার আমলা প্রভৃতি, যাহাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, সমস্ত বিলি করিয়া দিতে হয়, এবং যে সেরেস্তার যে কাগজ তাহা ভিন্ন রূপে রাখাইতে হয়।

৪। মফঃস্বলের আমদানির কাগজ পত্র, এক খণ্ড বহিতে গ্রাম২ আলাহিদা জমা করিয়া রাখিতে হয়।

৫। গোমাস্তা গণের নিকট হইতে, খাজানার টাকা তস্বি তাগা-দার দ্বারা, আদায় করিয়া লইতে হয়।

৬। গোমাস্তাগণ কোন বিষয়, ওজরাপত্তি জানাইয়া এতালা করিলে, তদ্বিষয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, উচিত হুকুম প্রদান করিতে হয়।

৭। মফঃস্বল গোমাস্তাগণের কার্য্যের প্রতি, সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হয়। এবং বৎসর২ হিসাব নিকাশ নিস্পত্তি করিয়া, লইয়া, পুনরায় পুণ্যাহের হুকুম প্রদান করিতে হয়।

৮। জমিদারের দেওয়ান, কিম্বা ম্যানেজার গণকে, মধ্যে২ মফঃস্বলে গমনাগমন করিয়া, সীমানা সরহর্দ্দ ওয়াকিফ হইতে, এবং জমীর, ও প্রজাগণের, অবস্থা বিশেষ রূপে অবগত হইতে হয়।

৯। মফঃস্বল গ্রাম সকলে, যে কোন রকমের পতিত ভূমি থাকে, তাহা বিলি বন্দোবস্ত হইয়া, যাহতে জমিদারের আয় বৃদ্ধি হয়, তৎ প্রতি দেওয়ানকে বিশেষ যত্নবান হইতে হয়, কোন২ জমী যাহা

কিন্তু প্রজা ১৫ দিন মধ্যে ডিক্রীর দরুণ টাকা, আদালতে দাখিল করিলে জোত বরখাস্ত হয়না। আর আংশিক মহাল হইলে ঐ রূপ নালিশ হয়না।

(ফসল ক্রোক)

১৬। বাকীদার প্রজার ফসল, সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৬৮ ধারা মতে, জমীদার আপন এক্তারে ক্রোক করিয়া, হালের বাকী আদায় করিয়া লইতে পারেন।

১৭। যে জমির খাজানা বাকী থাকে, সেই জমী ভিন্ন, অন্য জমীর ফসল ক্রোক হয়না, কিম্বা বাকী পড়া জমীর শস্য গোলাজাত হইলেও, তাহা ক্রোক হয় না, আর বাকীর পরিমাণ চাষিরা জমীন দিলে ক্রোক হয় না।

১৮। ক্রোক করিবার ১৫ দিন অগ্রে বাকীর হিসাব সহ ফসল ক্রোক করিবার বিষয়ে, প্রজার উপর নোটীস জারী করিতে হয়।

১৯। ক্রোক করা ফসল বিক্রয় হইবার জন্য, ৫ দিন মধ্যে দেওয়ানি আদালতে দরখাস্ত করিতে হয়, কিন্তু এইরূপ ফসল ক্রোক আংশীক মহলের প্রজার উপর হয় না। তবে সমস্ত অংশীদার একত্রে করিলে হইতে পারে।

২০। জমিদার অন্যায় মতে চাষির ফসল ক্রোক করা প্রমাণ হইলে, তাঁহাকে দণ্ডীনয় ও ক্ষতিপুরণের দায়ী হইতে হয়।

২১। প্রজা যদি ক্রোকে বাধা দেয়, কি ক্রোকী ফসল বলপূর্ব্বক কিম্বা গোপন ভাবে অপহরণ করে, তদ্বিষয়ে, মোকর্দ্দমা হইয়া প্রজা দোষি প্রমাণ হইলে, তাহাকেও দণ্ডনীয় হইতে হয়।

(দখলের স্বত্ব)

২২। রাইয়ত পাট্টা ক্রমে, কিম্বা পাট্টা ভিন্ন, কোন জমী ১২ বৎসর পর্য্যন্ত চাষ কি ভোগ, করিলে, তাহার দখলের স্বত্ব হয়। কিন্তু মেয়াদি পাট্টা কি কোন করার লিখিত থাকিলে, তাহাতে দখলের স্বত্ব হয়না।

(ইস্তফা)

২৩। কোন রাইয়ত আপন জমাই জমী, ২০ ধারা মতে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, ১৪ ধারা মতে পৌষ মাসের মধ্যে নোটীস জারী করাইয়া জমী ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু যে জমী ত্যাগ করে তাহার কথক অংশ বাদ রাখিয়া ত্যাগ করিতে পারেনা। এবং ঐ জমার খাজানা বাকী থাকিলে ইস্তফা হয়না। প্রজারা জমী জমা ফেরফার করিয়া ইস্তফা করিয়া থাকে অতএব ঐ বিষয় বিশেষ রূপে তদন্ত লইতে হয়।

(বাকী আনামত)

২৪। প্রজাগণ আপন২ দেনা খাজানা ৩১ ধারা মতে, কিম্বা ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বিধান মতে, আদালতে আনামত করিয়া সন ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা কিম্বা প্রচলিত সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৭ ধারা মতে, নোটীস জারী করাইলে, ঐ জারীর তারিখ হইতে, ৬ মাসের মধ্যে, জমীদারের পক্ষ হইতে যে কোন আপত্তি থাকে তাহা করিতে হইবে, নচেৎ আর আপত্তি চলিবেকনা। তৎ প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়।

(প্রজার উপর বাকী খাজানার নালিশের প্রণালী)

১। রাইয়তের উপর বাকী খাজানার নালিশ, মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া করিতে হয়, কিন্তু প্রজা নষ্টামী করিয়া ২।৩ সনের খাজানা আদায় দেয়না, এমত স্থলে ৪৪ ধারার বিধান মতে, শতকরা ২৫টাকার ন্যূন ড্যামেজ ধরিয়া, নালিশ করা যাইতে পারে। আর যে প্রজার খাজানা আদায় দিবার কিস্তির নিয়ম না থাকে, সে স্থলে প্রজার সালিয়ানা জমাকে, ১২ ভাগে বিভাগ করিয়া মাস কিস্তি স্থির করতঃ তদনুসারে সুদ ধরিতে হয়। কিন্তু কোন লেখাপড়া থাকিলে, সেই মতে কার্য্য করিতে হয়।

২। বাকী খাজানার নালিশ ১০০০ টাকা দাবী পর্য্যন্ত মোনসফি আদালতে করিতে হয়, তাহার উপর দাবী হইলে দেওয়ানি উচ্চ শ্রেণীর আদালতে করিতে হয়। আর মিউনিসিপালিটীর অধীন গ্রাম সকলের প্রজার, বাস্তু ভূমীর বাবত্, বাকীর নালিশ, ছোট আদালতে করিতে হয়।*

(বাকী খাজানার নালিশের কোর্ট ফিচের নিয়ম)

হইতে	পর্য্যন্ত	ষ্ট্যাম্প মুল্য
১৲	৫৲	।৵০
৬৲	১০৲	৸০
১১৲	১৫৲	১৵০
১৬৲	২০৲	১॥০
২১৲	২৫৲	১৸৵০
২৬৲	৩০৲	২।০
৩১৲	৩৫৲	২॥৵০
৩৬৲	৪০৲	৩৲
৪১৲	৪৫৲	৩।৵০
৪৬৲	৫০৲	৩৸০
৫১৲	৫৫৲	৪৵০
৫৬৲	৬০৲	৪॥০
৬১৲	৬৫৲	৪৸৵০
৬৬৲	৭০৲	৫।০
৭১৲	৭৫৲	৫॥৵০
৭৬৲	৮০৲	৬৲
৮১৲	৮৫৲	৬।৵০
৮৬৲	৯০৲	৬৸০
৯১৲	৯৫৲	৭৵০
৯৬৲	১০০৲	৭॥০

এই রূপ হিসাবে ১০০০ এক হাজার টাকায় ৭৫ টাকার কোর্টফিচ লাগে, কিন্তু ১০০৲ টাকার উপর হইতে প্রতি ১০৲ টাকা বা তাহার ন্যুনে; ৸০ বার আনা হিসাবে, আর ১০০০৲ অবধি ৫০০০৲ টাকা

*এক্ষণে জমিদারী সংক্রান্ত বাকী খাজানা, ও জোত উচ্ছেদ, ও ফসল ক্রোক, ও নিরীকের নালিশ, সমস্ত সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইন মতে দেওয়ানি আদালতে হইতেছে।

পর্য্যন্ত প্রতি ১০০ টাকায় বা তাহার ন্যূনে ৫৲ হিসাবে এবং ৫০০০৲ অবধি ১০,০০০ পর্য্যন্ত প্রতি ২৫০৲ টাকায় বা তাহার ন্যূনে ১০৲ হিসাবে আর ১০,০০০ অবধি ২০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ৫০০৲ টাকায় বা তাহার ন্যূনে ১৫৲ হিসাবে এবং ২০,০০০ টাকা অবধি ৩০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি ১০০০৲ বা তাহার ন্যূনে ২০৲ হিসাবে আর ৩০,০০০ অবধি ৫০,০০০ পর্য্যন্ত প্রতি ২০০০৲ টাকা বা তাহার ন্যূনে ২০৲ টাকা হিসাবে এবং ৫০,০০০ টাকা হইতে যত টাকা হউক প্রতি ৫০০০৲ টাকার ২৫৲ হিসাবে এক্ষণ কার আইন মতে কোর্ট ফিচ দিতে হয়।

৩। বাকী খাজানার আরজীতে জমিদার স্বয়ং দস্তখত করিবেন, ওকালতনামা আমমোক্তার দস্তখত করিতে পারেন। আর সত্য পাঠ দস্তখত, এবং ইজাহার দেওয়া, গ্রামের গোমাস্তার নামে ক্ষমতা পত্র দেওয়া থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি করিতে পারেন, ক্ষমতা না থাকিলে প্রতি নম্বর মোকদ্দমায়, ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবি হইলে, ৴০ এক আনার ষ্ট্যাম্প, ও তাহার অধিক হইলে ৷৷০ আট আনা দামের ষ্ট্যাম্পে ঐ গোমাস্তর দ্বারা উক্ত কার্য্য সকল হইবার প্রর্থনায় জমিদার দরখাস্ত করিলে হইতে পারিবেক।

৪। বাকী খাজানার মোকর্দ্দমায়, যত জনকে আসামী করা যায়, তত খণ্ড খসড়া আরজী, ঐ আসল আরজীর প্রতি লিপি করিয়া আদালতে দাখিল করিতে হয়, ঐ খসড়া এক২ কেতা আরজী প্রত্যেক আসামীকে শমনের সঙ্গে দিতে হয়।

৫। বাকী খাজানার, শমন জারী করনিয়া পদাতিকের সঙ্গে, এক জন পাইক কিম্বা অপর ব্যক্তিকে নিসান দিহির জন্য দিতে হয়। প্রজা গরহাজির হইলে ঐ উভয় ব্যক্তির, এবং গোমাস্তার ইজাহার লইয়া, আদালত এক তরফা ডিক্রী দিতে পারেন।

৬। বাকী খাজানার মোকদ্দমায়, প্রজা উপস্থিত হইয়া, জমী জমা অস্বীকার করিলে, তাহাতে ২।৩ সনের থোকা হিসাব, ও জমা ওয়াশীল বাকী কাগজ দাখিল, ও ৩।৪ জন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়া ইলে, তবে আদালত যদি উচিত বোধ করেন, তাহা হইলে ডিক্রী দিবেন।

৭। মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে, ডিক্রীর নকল লইয়া, অথবা না লইয়া, তাহার নম্বর ধরিয়া আদালতের ফারম অনুসারে, ডিক্রী জারীর দরখাস্ত লিখিয়া, আদালতের সম্মুখে গোমাস্তা দস্তখত করিয়া উকিলের দ্বারা ঐ দরখাস্ত ডিক্রী জারীর জন্য আদালতে দাখিল করিবেন।

৮। ডিক্রী জারীর দরখাস্তে, অগ্রে অস্থাবর মাল ক্রোকের প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা যদি না পাওয়া যায়, তবে গোমাস্তা সেই বিষয় এফিডেভিট করিলে, তবে বাকী পড়া জমী ক্রোক হইতে পারে, আর আসামীর নামে নাতক জারী ও হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি ও সম্পত্তি ক্রোক একবারে হয়না। আর বাকীর যে ডিক্রী হয় তাহা ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইলে ৩ বৎসর মধ্যে আদায় করিতে হয় ৩ বৎসর গতে কোন রকমে ডিক্রী জারী খারিজ হইলে ঐ টাকা তামাদি হয়।

৯। পেটাও তালুক প্রভৃতির বাকী খাজানার নালিশ করিতে হইলে,প্রজার উপর যে রূপে নালিশ হয় ঐ রূপে হইবেক। কেবল পত্তনি মহালের হালের খাজানার জন্য অষ্টম হইয়া থাকে।

(পত্তনিদার গণের নামে অষ্টম করিবার নিয়ম)

১। যে জেলার অধীন মহাল সেই কালেক্টরিতে, সন ১৮১৯ সালের ৮ আইন মতে অষ্টম করিতে হয়। অষ্টমের নালিশের দরখাস্ত, ১ এক নম্বর তৌজীর মহালের যত জন পত্তনিদার হউক মোট ৷৷০ আনা মূল্যে ষ্ট্যাম্পে হইতে পারে।

২। অষ্টম বৎসরের মধ্যে ছয়২ মাস অন্তর হয়, ইঃ বৈশাখ, নাঃ আশ্বিন, বাকীর অষ্টমকে, প্রথম সস্ মাহি, ও ইঃ কার্ত্তিক নাঃ চৈত্র বাকীর অষ্টমকে দেয়াজদ মাহি বলে। প্রথম সস্ মাহির অষ্টম ১লা কার্ত্তিক তারিখে দাখিল করিতে হয়, এবং ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নীলামের দিন হয়। আর দেয়াজদ মাহি অষ্টম, ১লা বৈশাখ দাখিল, এবং ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে নীলামের দিন হয়। কিন্তু কোন কারণে আদালত নীলামের জন্য, অপর দিন ধার্য্য করিতেও পারেন। পত্তনিদারগণ নীলামের পূর্ব্বে বাকী টাকা

জমিদার কিম্বা তাঁহার মোক্তারের নিকট দাখিল করিলে, অষ্টম খারিজ করাইতে হয়।

৩। অষ্টম দাখিল করিয়া, নীলামের ১৫ দিবস অগ্রে জমিদারের তরফ হইতে পত্তনিদারের নামে ৪ খণ্ড ইস্তাহার জারী করিতে হয়। ১ প্রথম খণ্ড পত্তনি মহালে, দ্বিতীয় খণ্ড পত্তনিদারের বাটিতে, তৃতীয় খণ্ড জেলার কালেক্টরিতে, চতুর্থ খণ্ড জমিদারের সদর কাছারীতে লটকাইতে হইবে।

৪। ইস্তাহার জারীর রসিদে পত্তনিদারের, কিম্বা তাহার গোমাস্তার দস্তখত করাইয়া লইতে হয়। তাহারা তাহা না করিলে, পত্তনি মহালের, ৪।৫ জন প্রজার দস্তখত করাইয়া লইবে, তাহারাও না করিলে পদাতিকের উচিত যে, পত্তনি মহালের নিকটে, কোন মুনসফি আদালত, কি পুলীস থানা থাকিলে তথায় উপস্থিত হইয়া, ইস্তাহার জারীর বিষয় হলফান ইজাহার দিলে, ঐ আদালত কি পুলীসের দারগা আইনানুসারে রসীদ দস্তখত করিয়া দিবেন। ঐরসিদ দৃষ্টে পত্তনি মহাল নীলাম হইতে পারিবে।

৫। ইস্তাহারের লিখিত নীলামের ধার্য্য দিবসের পূর্ব্বে, বাকী টাকা জমিদারের নিকট দাখিল না করিলে, ধার্য্য দিনে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে, পত্তনি স্বত্ব নীলাম হইয়া, দাবীকৃত টাকা আদায় হইবে।

৬। নীলামের দিবস দস্তুর মতে ইস্তাহার জারীর রসিদ, ও পত্তনি মহালের কবুলতি, হস্তে লইয়া জমিদারের মোক্তারকে হাজির থাকিয়া তাহা দর্শাইতে হয়, কিন্তু দর্শাইতে না পারিলে, অষ্টমের নীলাম হইবেনা, খারিজ হইয়া যাইবে।

৭। প্রথম সস্ মাহির দাবীর টাকা রোবা, অর্থাৎ সিকি বাদ রাখিয়া, পত্তনিদার দিতে উপস্থিত হইলে, জমিদারকে তাহা লইতে হয়।

৮। নীলামের দিবস জমিদারের পক্ষ হইতে, আসল খাজানা, ও সুদ, ও শেষাদি এবং মুলতুবি কালের সুদ, এবং খরচা সহ একটী হিসাব দাখিল করিতে হয়।

৯। প্রথম সস্ মাহির বাকী টাকা সমেত, দ্বিতীয় সস্‌মাহিতে অষ্টম হইতে পারে।

১০। প্রথম সস্ মাহিতে, বার আনা টাকা পূর্ব্বে আদায় হইলে সিকি টাকার জন্যও অষ্টম হইতে পারে সিকির কম বাকী থাকিলে অষ্টম হয়না।

১১। পত্তনিদার কোন কারণ বসত, নীলামের দিন কালেক্টরিতে টাকা আনামত করিতে উপস্থিত হইলে, ঐ টাকা কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেননা, কিন্তু ঐ মহালের দরপত্তনি দার থাকিলে, তাহার নিকট হইতে বাকী টাকা আনামত লইতে পারেন।

১২। অষ্টমের নীলামে, যে ব্যক্তি পত্তনি স্বত্ব খরিদ্দ করেন, তাহাকে ঐ মহালের জমার হিসাবে, শতকরা ২৲ টাকা করিয়া জমিদারকে নজর দিয়া, এবং জামীন দিয়া মহাল দখল করিতে হইবে। ফলতঃ যত টাকা জমা হউক মোট ১০০৲ টাকার অধিক দিতে হইবেনা, খরিদার তাহা না করিলে জমিদার মহালে ক্রোক সাঁজওয়াল দিয়া, বাকী আদায় লইতে পারেন।

১৩। পত্তনি মহালের বকেয়া বাকী থাকিলে, ঐ টাকার বাবৎ, জমিদারকে দেওয়ানি আদালতে বাকী খাজানার নালিশ করিয়া, আদায় লইতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

———:———

(প্রজার প্রতি কর বৃদ্ধির নোটীস)

শ্রীতিতুসেখ সাঃ লক্ষ্মীবাটী পরগণে সুমার সাহী মালুম করিবা।

আমার জমিদারী সুমার সাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটী গ্রামের বিঃ নীচের তপঃশীলের চৌহদ্দীর লিখিত ৬/ বিঘা জমী যাহা ৫/ বিঘা উল্লেখে সালিয়ানা ১০৲ দশ টাকা জমায় ভোগ করিতেছ, উক্ত জমী তোমার পার্শ্বস্থ তুল্য শ্রেণীর জমীর নিমিত্তে তুল্য শ্রেণীর প্রজারা যে হারে খাজানা দেয় তুমি তাহার কম হারে খাজানা দিয়া জমী দখল করা, ও তোমার বিনা ব্যয়ে ও বিনাপরিশ্রমে জমীর ফসল উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তোমার নিকট হইতে বৃদ্ধি হারে খাজানা পাইবার আমার অধিকার হইয়াছে, এবং জমী পরিমাপে সাবেক অপেক্ষা ১/জমী বেশী হইয়াছে, এমতে সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৪।১৮ ধারার বিধান মতে অত্র নোটীসের দ্বারা তোমাকে জানাইতেছি যে আগত সন ১২৮৫ সালের সুরু হইতে তপশীলের লিখিত হারে সালিয়ানা ১৮৲ টাকা জমা আদায় দেওয়ার নিয়মে মেয়াদ ৩ মাস মধ্যে আমার জমিদারী কাছারিতে হাজির হইয়া কবুলতি দিয়া পাট্টা গ্রহণ করিবা। যদি তাহার অন্যথা করহ তবে আইনানুসারে তোমার নামে নালিশ করা যাইবেক। ইতি সন ১২৮৪ সাল ১৫ পৌষ।

তপঃশীল চৌহদ্দী

	জমী	হার	কাতজমা
উত্তর রাস্তা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হরি ঘোষের জমী ও পুষ্করিণী, দক্ষিণ রাধানাথ দত্তের জমী।	৬/	৩৲	১৮৲

(কর বৃদ্ধির নোটীস জারীর দরখাস্ত)

চৌকী শ্রীরামপুরের মোনসফি
আদালত।

বাদী শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার। প্রতিবাদী শ্রীতিতু সেখ।

দাবী

লক্ষ্মীবাটী গ্রামের ৬৴ বিঘা জমির কাত বৃদ্ধি হারে সালিয়ানা ১৮ টাকা জমা পাইবার জন্য নোটীস জারির প্রার্থনা।

বিবরণ এইযে আমার জমিদারী সুমারসাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মী-বাটী গ্রামের ৬৴ বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ১৮ টাকা জমা প্রতিবাদীর নিকট আদায় পাইবার বিষয়ে নোটীস জারী করিবার জন্য অত্র দরখাস্ত সহ ২ কেতা নোটীস দাখিল করিয়া প্রার্থনীয় যে দস্তুর মতে প্রতিবাদীর উপর জারী করিবার হুকুম আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক নিবেদন। ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১৫ পৌষ।

মিউনিসিপালিটীর অধীন নগরের প্রজার
উপর কর বৃদ্ধির নোটীস।

জেলা হুগলীর অধীন সুমার সাহী পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামের প্রজা শ্রীরাম শঙ্কর দাস মালুম করিবা। গ্রাম মজুকুরের মধ্যস্থিত নীচের তপঃশীলের চৌহদ্দীর লিখিত ১৴ এক বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ৫৲ পাঁচ টাকা জমা দিয়া যাহা ভোগ করিতেছে, উক্ত জমীতে তোমার মৌরসী মোকররী স্বত্ব নাই, এমতে অত্র নোটীসের দ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে, আগত সন ১২৮৫ সাল সুরু হইতে তোমাকে সালিয়ানা ৮৲ টাকা হিসাবে খাজানা সরবরাহ করিতে হইবে, তাহাতে অসন্মত হইলে মেয়াদ ৩ তিন মাস মধ্যে ঐ জমীর উপরিস্থিত তোমার যে কোন জায়দাদ থাকে তাহা উঠা-ইয়া লইবে, আমি জমী মজুকুরা খাস দখল করিব, ইহার অন্যথা

করিলে তোমার নামে আইনানুসারে নালিশ করা যাইবে। ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১৫ অগ্রহায়ণ।

তপঃশীল চৌহদ্দী

উত্তর ললিত মোহন ঘোষের বাটী, দক্ষিণ কানাই সরকারের লাখেরাজ জমী পশ্চিম, গোপীকান্ত দত্তর বাটী, পূর্ব্ব রাধানাথ দত্তর জমী এই চৌহদ্দীর মধ্যে বাগাৎ—

জমী	জমা
১/	৮৲

(জমা নিসস্ত পূর্ব্বক বাকী খাজানার আরজী)

চৌকী শ্রীরামপুরের মোনসফি আদালত।

বাদী শ্রীরাধা বল্লভ রায় চৌধুরী জমীদার সাং রানাঘাট।

প্রতিবাদী শ্রীতিতু সেখ পিতার নাম ৺ মছলিম সেখ সাং লক্ষ্মীবাটী পরগণে বোর থানা শ্রীরামপুর।

দাবী সালিয়ান, ১৮৲ টাকা জমা ধার্য্য পূর্ব্বক সন ১২৮৪ সালের ইং বৈশাখ নাঃ আষাঢ় তলপের বাকী আসল খাজানা মায় সুদ ও রোডশেষ দিঃ মবলগে ৫৸৫ টাকা ডিক্রী পাইবার প্রার্থনা।

উল্লেখিত বাদী নিম্নে লিখিত বর্ণন করিলেন।

১। বাদীর জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুরের অধীন সুমার সাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটী গ্রামে ৫/ বিঘা জমীর কাত ১০৲ দশ টাকা সালিয়ানা জমা আদায় দিয়া প্রতিবাদী মজুকুর খিরাজ আদায়ে দখলিকার আছেন। প্রতিবাদীর দখলি জমীর পার্শ্বস্থ তুল্য শ্রেণীর জমীর নিমিত্তে তুল্য শ্রেণীর প্রজারা যে হারে খাজানা দেয়, প্রতিবাদী তাহার কমহারে খাজানা দিয়া জমী দখল করায়, ও প্রতিবাদীর বিনা পরিশ্রমে ও বিনা ব্যয়ে জমীর ফসল উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং জমী পরিমাপে সাবেক অপেক্ষা ১/ বিঘা জমী বেশী হওয়ায়, বাদী, প্রতিবাদির নিকট বৃদ্ধি হারে খাজানা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন।

২। বাদী সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৪|১৮ ধারার বিধান মতে উপরোক্ত কারণে, গত সন ১২৮৩ সালের পৌষ মাসে প্রতি বাদীর নামে নিম্নে প্রদর্শীত নোটীসের লিখিত হার অনুসারে সালিয়ানা ১৮৲ আঠার টাকা জমা আদায় দিবার নিয়মে, দস্তুর মতে নোটীস জারী করিয়াছেন।

৩। প্রতিবাদী মজ্কুর মেয়াদ মধ্যে বাদীর নিকট হাজির হইয়া বৃদ্ধি জমী সমেত নোটীসের লিখিত জমার ইঃ বৈশাখ নাঃ আষাঢ় তলপের আপন দেনা খাজানা আসল ৪৷৷০ টাকা ও কিস্তি খেলাপী সুদ ৷৷০ আনা ও রোডশেষ দিগর ৶৫ পাই একুনে ৫৶৫ টাকা তলপ তাগাদায় আদায় করিলেন না।

৪। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে, আদালত প্রতিবাদীর প্রতিকূলে জমা ধার্য্য পূর্ব্বক দাবী মায় খরচা ডিক্রীকরেন, এবং বাদী আর২ যে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন, আদালত তাহাও করেন।

৫। এই নালিশের কারণ নোটীসের মেয়াদ গতে ক্রমস হইয়াছে ইতি সন ১২৮৪ সাল ২০ শ্রাবণ।

তপঃশীল জমীর রকম ও হার

	জমী	পরিনাণ	হার	কাত জমা
সুনা আউওল সাবেক ৫৴ হাল জরিপ বেশী ১৴				
	৬৴	৬৴	৩৲	১৮৲

ইহার নীচে সত্য পাঠ লিখিতে হয় তাহা অনেক স্থানে লেখা হইয়াছে দৃষ্টিকর।

(প্রজার উপর বাকী খাজানার নালিশের আরজী)

মহামহিম চৌকী শ্রীরামপুরের
শ্রীযুক্ত মুনসেফ রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার সাং রানাঘাট	৺কালীকৃষ্ণ সরকারের পুত্র হরে কৃষ্ণ সরকার সাং লক্ষ্মী-বাটী পঃ সুমার সাহী জেলা হুগলী থানা বৈদ্যবাটী

দাবী

বাকী খাজানা সন ১২৮৪ সালের ইঃ বৈশাখ নাঃ আশ্বিন আসল খাজানা ও কিস্তী খেলাপী সুদ এবং রোডশেষ ও পবলিক ওয়ার্কশেষ বিঃ হিসাব ১৪৸৵০ টাকা।

উল্লেখিত বাদী নিম্ন লিখিত বর্ণন করিলেন।

১। বাদীর জমিদারী সুমারসাহী পরগণার লক্ষ্মীবাটী গ্রামের ৪৴ বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ২৪৲ টাকা জমা প্রতিবাদী মজুকুর আদায় খিরাজে উক্ত জমী জমায় দখলিকার আছে।

২। প্রতিবাদী মজুকুরের নিকট উক্ত জমী জমার বাবত, বাদীর ইঃ বৈশাখ নাঃ আশ্বিন মাহা পর্য্যন্ত আসল খাজানা ১২৲ বার টাকা ও কিস্তী খেলাপী সুদ ২৷০ টাকা ও রোডশেষ ও পবলিকওয়ার্কশেষ ।৵০ আনা একুনে ১৪৸৵০ চৌর্দ্দ টাকা দশআনা পাওনা তলপ তাগাদায় আদায় দেয়না।

৩। অতএব বাদী নালিশ করিয়া প্রার্থনা করেন যে, দাবী মায় খরচা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে আদালত ডিক্রী করেন।

৪। এই নালিশের কারণ প্রথম কিস্তী খেলাপের তারিখ হইতে ক্রমস হইয়াছে। দলিলাদি বিচার কালীন তলপ মতে দাখিল করিব। নিবেদন ইতি সন ১২৮৫ সাল তারিখ ৫ কার্ত্তিক।

তপঃসীল হিসাব।

আসামী—।ঃ—	আসল খাজানা	বাকী সুদ।ঃ—	রোড শেষ	পবলিক শেষ	একুন বাকী
সন ১২৮৪ সালের ইঃ বৈশাখ নাঃ আশ্বিন—	১২৲	২।০	৶০	৶০	১৪॥৵০

সত্য পাট

আমি বাদীর তরফ ওয়াকিফকার গোমাস্তা শ্রীশ্রীমন্ত দাস ইহা জানাইতেছি যে অত্র আরজীতে যাহা লেখা আছে তাহা আমার জ্ঞান মতে সত্য। আর এই সত্য পাঠে দস্তখত অদ্য বেলা ১০ টার সময় আদালতে বসিয়া করিলাম সন এবং তারিখ ১৫ কার্ত্তিক শ্রীশ্রীমন্ত দাস।

(জোত উচ্ছেদের আরজী)

মহামহিম শ্রীযুক্ত মুনসেফ রায় বাহাদুর

চৌকী শ্রীরামপুর বরাবরেষু।

বাদী	প্রতিবাদী
শ্রী রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী জমীদার সাং রানাঘাট।	শ্রীকালী কৃষ্ণ দাস পিতা ৺রাম সুন্দর দাস সাং লক্ষীবাটী পরগণে সুমার সাহী জেলা হুগলী থানা বৈদ্যবাটী।

দাবী

ইঃ সন ১২৮৩ সাল নাঃ সন ১২৮৪ সালের আশ্বিন আসল খাজানা ও কিস্তী খেলাপী সুদ ও রোডশেষ পবলিক ওয়ার্ক শেষ মঃ ২২৸০ ও প্রজার জোত বরখাস্ত।

উল্লেখিত বাদী নিম্ন লিখিত বর্ণন করিলেন।

১। বাদীর জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজিষ্টর সহর শ্রীরামপুরের অধীন সুমারসাহী পরগণার লক্ষীবাটি গ্রামে ১৴ এক বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ৩৲ তিন টাকা জমায় প্রতিবাদী মজুকুর উক্ত জমী জমায় আদায় খিরাজে দখলিকার আছেন।

২। প্রতিবাদীর নিকট উক্ত জমী জমার বাবতবাদির ইঃ সন ১২৮৩ সাল নাঃ সন ১২৮৪ সালের আশ্বিন আসল খাজানা ১৮৲ টাকা, ও কিস্তি খেলাপী সুদ বিঃ হিসাব ৩।০ টাকা, ও রোড়শেষ পবলিকওয়ার্কশেষ ১॥০ টাকা, একুনে ২২৸০ বাইস টাকা বার আনা পাওনা তাহা তলব তাগাদায় আদায় দেননা।

৩। অতএব বাদী প্রার্থনা করেন যে।

(ক) দাবী মায় সুদ ও খরচা প্রতিবাদীর প্রতিকূলে আদালত ডিক্রী করেন।

(খ) প্রতিবাদীর জোত স্বত্ব সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৫২ ধারার বিধান মতে উচ্ছেদ করিয়া আদালত বাদিকে খাস দখল দিবার ডিক্রী করেন।

৪। এই নালিশের কারণ প্রথম কিস্তী খেলাপের তারিখ হইতে ক্রমস হইয়াছে ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২২ কার্ত্তিক।

এই স্থানে জমীর চৌহদ্দি লিখিতে হয়।

সত্য পাঠ।

আমি শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ বাদীর তরফ ওয়াকিফকার কারপরদাজ ইহা জানাইতেছি যে অত্র আরজীতে যে সমস্ত লিখিত আছে তাহা আমার জ্ঞান মতে সত্য অদ্য বেলা ৮ টার সময় বাদীর বাটীতে বসিয়া দস্তখত করিলাম ইতি। সন ১২৮৪ সাল ২২ কার্ত্তিক।

শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ।

(ওকালত-নামার ফারম)

মহামহিম চৌকী শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত মোনসেফ রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার সাং রানাঘাট কস্য ওকালতনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার জমিদারী সুমার-সাহী পরগণার লক্ষ্মীবাটী গ্রামের প্রজা কালিকৃষ্ণ দাসের নামে ২২৸০ টাকা দাবিতে বাকী খাজানার যে নালিশ করিতেছি, উক্ত মোকদ্দমায় সেরেস্তার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ সিংহকে আমার তরফ উকিল নিযুক্ত করিলাম। উকিলানের মধ্যে যিনি হুজুরে হাজির থাকিয়া

আরজীতে আমার নাম বকলম দস্তখত যাহা করিবেন, ও মেয়াদ তলবানা ও দলিল দস্তাবেজ দাখিল ও দস্তখত ও সওয়াল জওয়াব ও ডিক্রী হইলে ডিক্রী জারী করা, এবং টাকা আনামত হইলে তাহা আমার নাম বকলম দস্তখতে রসিদ দিয়া বাহির করা, ও প্রজার সহিত কোন বন্দোবস্ত হইলে তদ্বিষয় রাজীনামা, ও সাফীনামা, ও দরখাস্তাদী করা ইত্যাদি যে কিছু কার্য্য করিবেন, তাহা আমার স্বীয় কৃত কার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর। এতদর্থে ওকালতনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৮৪ সাল ২২ কার্ত্তিক।

(সত্যপাঠের অনুমতির দরখাস্ত)

মহামহিম চৌকী শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত মোনসফ রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার

দরখাস্ত শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার।

নিবেদন এই যে আমার জমিদারী সুমারসাহী পরগণার লক্ষীবাটী গ্রামের প্রজা শ্রীকালিকৃষ্ণ দত্তর নামে বাকী খাজানার যে নালিশ করিতেছি বিচারপতি আমি মফঃস্বলের কার্য্য নিজে কিছু করিনা আমার কারপরদাজের দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইয়া থাকে এমতে অত্র দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনীয় যে অত্র মোকদ্দমায় আরজীর সত্যপাঠে দস্তখত ও ইজাহার দেওয়া ইত্যাদি আমার ওয়াকিফকার কারপরদাজ শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ করিবেক তদ্বিষয়ে অনুমতি দিতে আজ্ঞা হয় নিবেদন ইতি। সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২২ কার্ত্তিক।

(বাকী খাজানার নালিশ প্রভৃতির ক্ষমতা পত্র।)

জেলা হুগলীর অধীন সুমারসাহী পরগণার মৌজে লক্ষীবাটী গ্রামের গোমাস্তা ৺রাম শঙ্কর ঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষ

সুচরিতেষু লিখনং কার্য্যঞ্চাগে গ্রাম মজুকুরের প্রজা গণের নামে জেলা হুগলীর দেওয়ানি আদালতে ও তদাধীন চৌকী য়াতে সন ১৮৬৯ সালের ৮ আট আইনের বিধান মতে বাকী খাজানার নালিশ ও জোত বরখাস্ত ও কর বৃদ্ধির নোটীস দেওয়া ও প্রজার ফসল ক্রোক করা ইত্যাদি বিষয়ে তোমাকে ক্ষমতা দিয়া লিখিতেছি যে তুমি অত্র ক্ষমতানুসারে প্রজাগণের নামে বাকী খাজানার নালিশী আরজীতে সত্য পাঠ দস্তখত করা ও এজাহার দেওয়া ও উকীল ও মোক্তার নিযুক্ত করা ও কর বৃদ্ধির নোটিসে দস্তখত করা ও প্রজা গণের ফসল ক্রোক করা ও জোত বরখাস্তর নালিশী আরজীতে দস্ত খত করা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য আমার পক্ষ হইতে করিতে পারিবা এতদর্থে অত্র ক্ষমতা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮৪ সাল ২ আষাঢ়।

(প্রজার উপর ফসল ক্রোকের নোটিস)

নোটিস বনাম সুমারসাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটি গ্রামের প্রজা শ্রীরামদাস ঘোষ মালুম করিবা তোমার নিকট সন মজুকুরের ইঃ বৈশাখ নাঃ অগ্রহায়ণ বাকী আসল খাজানা ১৫৲ টাকা ও তাহার কিস্তী খেলাপী সুদ ২৲ দুই টাকা এবং রোডশেষ দিগর ।০ চারি আনা একুনে ১৭।০ টাকা চারিআনা তুমি তলব তাগাদায় আদায় করিলেনা এমতে অত্র নোটীসের দ্বারা তোমাকে জানান যাইতেছে যে মেয়াদ ১৫ দিন মধ্যে আমার গোমাস্তার নিকট হাজির হইয়া হিসাব মত বাকী টাকা দাখিল করিয়া তাহার দাখিলা লইবা কিম্বা তৎসম্বন্ধে মাতর্ব্বর ব্যক্তিকে জামীন দিবা নচেৎ মেয়াদ গতে সন ১৮৬৯ সালের ৮আট আইনের বিধান মতে তোমার অত্র জম্মা সংক্রান্ত জমীর ধান্যাদী ফসল ক্রোক বিক্রয়ের দ্বারা আদায় লওয়া যাইবেক ইতি। সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২ পৌষ *

* অত্র নোটীস দস্তখত গোমাস্তার নামে সাদা কাগজে লিখিয়া ক্ষমতা দিলে গোমাস্তা করিতে পারে।

(ক্রোকী ফসলের জিম্বা নামা)

মহামহিম শ্রীযুত জমিদার

মহাশয় বরাবরেষু।

শ্রীনিত্যাই পাইক

লিখিতং শ্রীনিত্যাই পাইক সাং লক্ষ্মীবাটী কস্য জিম্বানামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী সুমারসাহী পরগণার লক্ষ্মীবাটী গ্রামের প্রজা শ্রীগোপীনাথ দাসের বাকী খাজানা আদায় করিবার জন্য উহার ভিতর কুড়ের ৫৴ পাঁচ বিঘা জমীর ধান্য ॥৶ দশ বিশ ও বিচালি ১॥০ কাহন ক্রোক করিয়া আমি গ্রামের মালের পাইক থাকায় আমার জিম্বা করিলেন আমিও তাহা জিম্বা লইয়া অত্র জিম্বা নামা লিখিয়া দিয়া, একরার করিতেছি যে উক্ত দ্রব্যাদি যথা নিয়মে রক্ষা করিব কোন রকমে তছরূপাত হইতে দিবনা এতদর্থে জিম্বা নামা লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১৭ পৌষ।

(প্রজার ক্রোকী ফসল নীলাম করাইবার দরখাস্ত।)

মহামহিম চৌকী শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত মোনসফ

রায় বাহাদুর বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীরাধা বল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার নিবেদন এই যে আমার জমিদারী সুমার সাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটী গ্রামের প্রজা শ্রীগোপীনাথ দাসের নিকট সন মজুকুরের ইঃ বৈশাখ নাঃ অগ্রহায়ণ বাকী, আসল খাজানা ১৫৲ পোনর টাকা ও কিস্তী খেলাপী সুদ ২৲ টাকা ও রোডশেষ প্রভৃতি।০ চারি আনা একুনে ১৭।০ সতর টাকা চারি আনা, সহজে আদায় না দেওয়ায় বাকী পড়া জমীর ধান্য ॥৶ শলি, ও বিচালি ১॥০ দেড় কাহন গত ১৭ই পৌষ তারিখে ক্রোক করিয়া, ঐ প্রজার খামারে মালের পাইকের

জমা ইস্তফা জারী করিবার দরখাস্ত

মহামহিম শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেব

জেলা হুগলী বরাবরেষু।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস

দরখাস্ত শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস সাং হরিবাটী পরগণে হাবেলি সহর থানা বনগ্রাম নিবেদন এইযে মৌজে হরিবাটী গ্রামের ২ বন্দে আন্দাজী ৫৴ বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ১০ দশ টাকা জমা জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট সন২ আদায় দিয়া আদায় খিরাজে দখলিকার আছি উক্ত জমী জমা আমি চালাইতে অশক্ত হইয়া গত ২ রা পৌষ তারিখে ইস্তফা দাখিল করায় জমিদার মহাশয় তাহা মঞ্জুর পূর্ব্বক রসিদ দিতে অস্বীকার হইলে সন ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ২০ ধারার বিধান মতে উক্ত ইস্তফা সহ দরখাস্ত করিয়া, প্রার্থনীয় যে দস্তুর মত জমিদার মহাশয়ের উপর ইস্তফার নোটিস জারী করাইয়া আগামী সন ১২৮৬ সালের সুরু হইতে আমাকে খাজানার দায় হইতে অব্যাহতি দিতে আজ্ঞা হয় হুজুর নিবেদন ইতি সন ১২৮৫ সাল ১০ পৌষ।

(খাজানা আনামতের দরখাস্ত)

মহামহিম শ্রীযুক্ত মুনসেফ রায় বাহাদুর

চৌকী শ্রীরামপুর বরাবরেষু।

দরখাস্ত শ্রীগৌর মোহন পাল সাকিম হরিপুর নিবেদন এই যে ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার হরিপুর গ্রামে আমার পিতা ৺নারায়ণ চন্দ্র পালের নামের ১২৴ বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ২৪৲ টাকা জমা, জমিদার শ্রীযুক্ত তারা চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সন২ আদায় দিয়া, আদায় খিরাজে দখলিকার আছি। এক্ষণে বর্ত্তমান সনের নাঃ আশ্বিন আমার দেনা খাজানা জমিদার মহাশয়ের গোমাস্তা

গণার কালিপুর নিবাসী শ্রীরাম কানাই হালদারের জিম্মার পত্তনি মহালের সালিয়ানা ২০৪৲ টাকা জমায় আদায় খিরাজে দখলিকার আছেন, ঐ লাটের প্রথম সস্ মাহির বাকী ইঃ বৈশাখ নাঃ আশ্বিন আসল খাজানা, ১০২৲ টাকা ও তাহার কিস্তী খেলাপী সুদ ৬৲ টাকা, এবং রোডশেষ ও পবলিকওয়ার্কশেষ দিগর ৩৸০ টাকা একুনে মবলগে ১১১৸০ টাকা পাওনা, তাহা তলপ তাগাদায় আদায় না করায়, সন ১৮১৯ সালের ৮ আট আইনের, ও অন্যং প্রচলিত আইন, ও সারকিউলার চিঠির মর্ম্মমতে অত্র দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রার্থনীয়, যে বাকীদার পত্তনিদারের পত্তনি স্বত্ব নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা তপঃসীলের লিখিত হিসাব রুই দাবী মায় খরচা ও মুলতবি কালের সুদ সহ আদায় দেলাইবার হুকুম আজ্ঞা হয়। হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১ কার্ত্তিক।

আসামী— ।ঃ—	সালিয়ানা জমা	তলপ নাঃ আশ্বিন	সুদ	রোডশেষ দিগর	একুন বাকী
৩১ নং লাট					
গোপাল পুর	২০৪৲	১০২৲	৬৲	৩৸০	১১১৸০

(অষ্টমের ইস্তাহার)

জেলা হুগলীর কালেক্টরির ৩১ নম্বর তৌজীর সামিল আর্শা পরগণার লাট গোপালপুরের পত্তনিদার কালিপুর সাকীমের শ্রীরাম কানাই হালদার মালুম করিবা। তোমার পত্তনি মহালের জমা সালিয়ানা ২০৪৲ দুইশত চারিটাকা তাহাতে সন ১২৮৪ সালের ইস্তক বৈশাখ নাঃ আশ্বিন প্রথম সস্মাহি তলবে ১০২৲ একশত দুই টাকা বাকী তলব তাগাদায় আদায় করিলেনা। অতএব আসল বাকী ১০২৲ টাকা, ও কিস্তিখেলাপী সুদ নাঃ আশ্বিন ৬৲ টাকা, ও রোডশেষ ১৸৵০ টাকা, ও পবলিকওয়ার্কশেষ ১৸৴০ টাকা একুনে ১১১৸০ টাকা, পাওনা আদায় পাইবার কারণ সন ১৮১৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্মানু সারে জেলা হুগলীর কালেক্টর সাহেবের হুজুরে সন ১২৮৪ সালের ১ লা কার্ত্তিক তারিখে দরখাস্ত গোজরাইয়া অত্র ইস্তাহারের দ্বারা তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত বাকী মায় সুদ ও খরচা

সন ১২৮৪ সালের ১ লা অগ্রহায়ণ তারিখের মধ্যে আমার জমীদারীর সদর কাছারিতে দাখিল করিবে। যদি আদায় না করহ তবে সন ১৮৭৮ সালের ১৬ নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৮৪ সালের ১ লা অগ্রহায়ণ তারিখে, প্রশংসীয় কালেক্টর সাহেবের হুজুরে উক্ত পত্তনি মহাল নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা, দাবী মায় সুদ ও খরচা আদায় লওয়া যাইবেক।

আর এই ইস্তাহার বাহক পদাতিকের উচিত, প্রথম খোদ তালুকদার, অথবা তাহার নায়েব প্রভৃতি যে আমলা থাকেন তাঁহাদিগের স্থানে ইস্তাহার পৌছন সংবাদ অর্থাৎ রসিদ লেখাইয়া লয় যদি তাঁহারা না দেন, তবে লাট মজকুরের কাছারির জায়গায় লটকাইয়া গোমাস্তার স্থানে রসিদ লয়, যদ্যপি সে বক্তি রসিদ না দেয় তবে গ্রামের মণ্ডল ও মাতর্ব্বর প্রজা ৩।৪ জনার স্থানে রসিদ লেখাইয়া লয়, যদি তাহারাও রসিদ না দেয়, তবে লাট মজকুরের নিকট চৌকির মোনসেফ, অথবা পুলিশ দারোগা যিনি থাকেন তাঁহাদিগের কাছারিতে পৌঁছিয়া বাহলপে ইস্তাহার জারীর কথা জাহের করিয়া, তাঁহাদিগের দস্তখত মোহরে রসিদ লইয়া আমার জমিদারী কাছারিতে দাখিল করে ইতি। সন ১২৮৪ সাল তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

এই ইস্তাহার জমিদারের আমমোক্তার দস্তখত করিলে হইতে পারে।

(অষ্টমের ইস্তাহার জারীর রসিদের ফারম)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ রায় চৌধুরী জমিদার
মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবাশতুল্য মোল্লা মণ্ডল ও শ্রীবদন সেখ ও শ্রীবৈদ্যনাথ পাইক সাং গোপালপুর পরগণে আর্শা। কস্য রসিদ পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী জেলা হুগলীর কালেক্টরির ৩১ নং তৌজীর মহাল লাট গোপালপুরের পত্তনিদার, বোর পরগণার কালিপুর গ্রামের শ্রীযুত রাম কানাই হালদার মহাশয়ের নামে, ইস্তক বৈশাখ নাগাইদ আশ্বিন প্রথম সস্মাহির বাকী, আসল খাজানা মবলগে ১০২৲ টাকা, ও কিস্তী খেলাপী সুদ ৬৲ টাকা, এবং রোডশেষ ও পবলিক ওয়ার্কশেষ দিগর ৩৷০ টাকা, একুনে মবলগে ১১১৷৵

টাকা পাওনা, তাহা আদায় কারণ গত ১লা কার্ত্তিক তারিখে মহাশয় জেলা হুগলীর কালেক্টরিতে অষ্টম দাখিল করিয়াছেন। দাবীকৃত টাকা মায় খরচা ও মুলতবি কালের সুদ আগত ১ পয়লা অগ্রহায়ণ তারিখের মধ্যে মহাশয়ের জমিদারী কাছারিতে দাখিল না করিলে, ঐ তারিখে কালেক্টর সাহেবের হুজুরে পত্তনিমহাল নীলাম বিক্রয়ের দ্বারা, বাকী টাকা আদায় হইবার বিবরণে এক কেতা ইস্তাহার লইয়া মহাশয়ের তরফ শ্রীভৈরব রায় পদাতিক মফঃস্বল পৌঁছিবায় আমরা ইস্তাহারের মর্ম্ম অবগত হইয়া লাট মজ্কুরের প্রকাশ্য স্থানে দস্তুর মত নট্কাইয়া দিলাম। এতদর্থে রসিদ লিখিয়া দিলাম ইতি। সন ১২৮৪ সাল ১৪ কার্ত্তিক।

ইসাদী—

দুই তিন জন সাক্ষির নাম দস্তখত করাইতে হয়।

(আমমোক্তার নামা লিখিবার ফারম)

লিখিতং শ্রীরাধা বল্লভ রায় চৌধুরী পিতা ৺নৃসিংহ দেব রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী, সাং রানাঘাট পরগণে হাবেলিসহর জেলা নদীয়া থানা বনগ্রাম, কস্য আমমোক্তার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যাধিকার মধ্যে আমার যে কোন জমিদারী ও পত্তনি তালুক ও মোকররি ইজারা ও মেয়াদি ইজারা ও দরপত্তনি তালুক ও মজুকুরি তালুক ও মৌরস ও মোকররী ও ঠিকা প্রভৃতি সকল রকমের জোতস্বত্ব ও লাখিরাজ ও দেবোত্তর ও নিলকুঠি ও গোলাবাটী প্রভৃতি সকল রকমের তেজারতি কারবার ও কোম্পানির কাগজ ও রেলওয়ে স্যার ইত্যাদি যে কোন রকমের কারবার আছে ও ভবিষ্যৎ হইবেক তৎসম্বন্ধে সহর কলিকাতার মাহামান্য হাইকোর্ট ও অরিজিনেল ও আপীলেট হাইকোর্ট ও সদর বোর্ড ও খাস কমিসনার ও এসিটেণ্ট কমিসনর ও ডিপুটি কমিসনর ও গবর্ণমেণ্ট আপীষ ও ট্রেজারী ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও তদাধীন যে কোন জেলার জজ্ ও ছেসন জজ্ ও সবজজ্ ও এসিষটেণ্টজজ্ ও এস্মলকজ কোর্টেরজজ্ ও মাল সংক্রান্ত কালেক্টর ও ডিপুটী কালেক্টর ও সব ডিপুটী কালেক্টর ও ফৌজদারী সংক্রান্ত

মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট সবডিপুটীমাজিষ্ট্রেট ও চৌকীয়াতের মোনসেফ ও দ্বিতীয় মোনসেফ ও সিভিল কোর্ট আমীন ও আদালত সংক্রান্ত আমলা ও কানুনগুই ও মিউনিসিপালিটীর ভাইশ চেয়ারম্যান ও অনারেরি মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনরগণ ও পুলিস সংক্রান্ত ইনস্পেকটর ও সব ইনস্পেকটর ও ইনস্পেক্টর জনোরেল ও পুলীস সুপারিণটেনডেণ্ট ও কেনেল সংক্রান্ত হাকিমান ও রোডশেষ ও পবলিক ওয়ার্কশেষ সংক্রান্ত ডিপুটী কালেক্টর ও রেজিষ্টর জেনারেল ও ডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্টর সবডিষ্ট্রীক্ট রেজিষ্টর এবং রুরেল ও স্পেসেল রেজিষ্টর ও সরবে সংক্রান্ত হাকিমান এই সমস্ত হাকিমানের এবং ভবিষ্যতে যে কোন আদালত স্থাপন হইবেক তৎসংক্রান্ত হাকিমের সম্মুখে আমা কর্ত্তৃক অপরের বিরুদ্ধে ও অপর কর্ত্তৃক আমার বিরুদ্ধে যে কোন মোকৰ্দ্দমা উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যৎ হইবেক তৎসম্বন্ধে আরজী, ও বর্ণনা পত্র দাখিল দস্তখত ও আমার নাম বকলম দস্তখতে সত্য পাঠ খেলা ও এফিডেভিট করা ও ইজাহার দেওয়া ও পত্তনিদার গণের নামে অষ্টম দাখিল করা ও দলীলাদি দাখিল করা ও ওয়াপছ লওয়া ও উকিল মোক্তার কি কাউনসেল নিযুক্ত করা ও ডিক্রী আদির নকল লওয়া ও জারী করা ও কোন আনামতি টাকা আমার নাম বকলম দস্তখতে রসিদ দিয়া বাহির করা ও কোন বন্দোবস্তী ডৌল ও কবুলতি ও কিস্তীবন্দী ও কোন নীলাম ডাকিয়া সেলের বন্দে আমার নাম আপন বকলমে দস্তখত করা ও যে কোন রকমের টাকা আনামত করা ও মেয়াদ ও তলবানা ও বেতনাদি দাখিল করা ও যে কোন রকমের কাগজাতের জাবেদা নকল লওয়া ও প্রজাগণের নামে বাকী করের নালিশ করা ও আমার লিখিয়া দেওয়া কবুলতি ও জামিনী ও একরার ও কিস্তীবন্দী ও তনখানামা ও মৌরসী ও মোকরবী ও পত্তনি ও ইজারা ও ঠিকাজমা ইত্যাদি সকল রকমের পাট্টা ও উইল ও বায়নানামা ও বিক্রয় কবালা ও কট কোবলা ও বন্ধকী খত ও সাদাখত ও দানপত্র ও হেবানামা ও বয় নামা ও বণ্টন পত্র ও রসিদ ইত্যাদি যে কোন দলিলাদি যে কোন রেজিষ্টরি আপিসে দাখিল ও রেজিষ্টরী করিয়া দিয়া আমার নাম

আপন বকলমে দস্তখত করা এবং আবশ্যক মতে যে কোন রকমের কৈফিয়ত লিখিয়া তাহার নিম্নে আমার নাম লিখিয়া আপন২ বকলমে দস্তখত করা কিম্বা আমা বরাবর কেহ কোন দলীল লিখিয়া দিয়া তাহা রেজিষ্টরী করিয়া নাদিলে, তাহার নামে শমন বাহির করিবার কি ওয়ারেন্ট বাহির করিবার দরখাস্ত করা, ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কারণ জেলা বর্দ্ধমানের গৌতমপুর নিবাসী শ্রীহলধর ঘোষের পুত্র শ্রীসর্ব্বেশ্বর ঘোষ ও জেলা হুগলীর রাম চন্দ্রপুর নিবাসী ৺ কির্ত্তি চন্দ্র সিংহের পুত্র শ্রীরামকান্ত সিংহকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম মোক্তারানের মধ্যে যিনি যখন যে কোন জেলায় ও যে কোন আদালতে হাজীর হইয়া উপরোক্ত যে সমস্ত কার্য্য করিবেন, ও উকিল মোক্তার নিযুক্ত করিবেন, ও রাজীনামা ও সাক্ষীনামা দিবেন, ও এক্ষণ কার আইনানুসারে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় তাহা ও তদাতিরিক্ত ভবিষ্যতে কোন আইন প্রচলিত হইলে তাহাতে যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয় তাহা যে করিবেন, তৎ সমুদায় আমার স্বীয় কৃতকার্য্যের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর এতদর্থে আম মোক্তার নামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২ বৈশাখ।

যত জন মোক্তার নিযুক্ত করিবে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির পিতার নাম সাকিম পরগণা ও জেলা এবং থানা লিখিয়া দিবেক।

(খাস মোক্তার নামা)

মহামহিম শ্রীযুক্ত সব রেজিষ্টর
মহাশয় মোকাম শ্রীরামপুর

বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাধাবল্লভ রায় চৌধুরী পিতা ৺ নৃসিংহ দেব রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং রানাঘাট জেলা নদীয়া কস্য খাস মোক্তার নামাপত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সব রেজিষ্টর সহর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামের প্রজা শ্রীহলধর সেটকে ২/ দুই বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ৪৲ চারি টাকা জমা বন্দোবস্ত করিয়া

যে ষরক্ত মহাল মজ্কুরের মাল কাছারিতে রুজু হাজির থাকিয়া মাল গুজারির টাকা কিস্তীং প্রজাগণের নিকট আদায় করিয়া লইয়া তাহার দস্তুর মতে দাখিলা দিব, বিনা দাখিলায় কাহারও নিকট কড়া কপর্দ্দক আদায় লইবনা, কিস্তীর টাকা জমুল হইলে চালান সম্বলিত মহাশয়ের জমিদারী কাছারিতে ইরশাল করিয়া তাহার দাখিলা লইব। যে পর্য্যন্ত ইরশালের টাকার দাখিলা, বা পৌঁছা সম্বাদ না পাই, তাবৎ ঐ ইরশালের টাকার দায়ী থাকিব। তহবিলের টাকা কাহাকেও হাওলাত দিবনা, যদি দেই বা নিজে লই, তাহার খেশারতের দায়িক হইব। মহাল মজ্কুরের লোকসান পতিত যে সকল জমী জমা আছে, তাহার প্রজা স্থির করিয়া মহাশয়ের নিকট এতালা দিয়া হুকুম লইয়া তাহার বন্দোবস্ত করিব। কাহাকেও মৌরসী মোকররী পাট্টা দিবনা এবং বেহকমি বে জাবদা কোন কর্ম্ম করিবনা যদি করি তাহার খেশারতের দায়ী হইব। মহাশয়ের বিনা হুকুমে কোন প্রজার নাম খারিজ দাখিল করিবনা, এবং পুষ্করিণী খনন, কি পঙ্কোদ্ধার, ও ইট তৈয়ারি, ও ইটগাড়ি, ও বৃক্ষাদি ছেদন, বিক্রয়, সরকারের বিনা হুকুমে কাহাকেও করিতে দিবনা। গ্রাম মজ্কুরের মধ্যে কোন অকুয়াত উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলীশ আমলার নিকট তাহার এতলা দিব। বে আইনি বে হুকুমি কোন কর্ম্মকরি তাহার জওয়াব দিহিজিম্বা আমার সরকারের সহিত কোন এলাকা নাই। ফৌজদারি কি দেওয়ানী প্রভৃতি যে কোন আদালত হইতে যে কোন হুকুম কি কাগজ পত্রাদি তলপ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার আঞ্জাম দিব। সরকার বাহাদুরের ফৌজ আমদরপ্তী হইলে দস্তুর মত তাহার রসদাদির সরবরাহ করিব। এবং সরকার বাহাদুরের বিনা পরওয়ানায় কাহাকেও মাদক দ্রব্যের দোকানাদি করিতে দিবনা। কোন প্রজার সহিত সরারতি করিয়া মালের জমী কাহাকেও লাখিরাজ উল্লেখে দখল করিতে দিবনা। তপাশী, গুঞ্জেয়াশী জমী জমা যেখানে যাহা থাকে, তাহা তদারকের দ্বারা বাহির করিয়া, কাগজ ভুক্ত করিয়া দিয়া, তাহার মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক ইরশাল করিব। আমার গাফিলিতে কোন প্রজার

লেন, আমিও আপন খুসীতে কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে বরোক্ত ডিহি মজুকুরের সদর কাছারিতে হুজু হাজির থাকিয়া, কিস্তী২ গোমাস্তা গণের দ্বারা মালগুজারির টাকা আদায় পুর্ব্বক, চালান সহলিত মহাশয়ের সদর কাছারিতে ইরশাল করিব, যে পর্য্যন্ত ইরশালের টাকার পৌঁছা সম্বাদ না পাই, তাবৎ উক্ত টাকার দায়ী আমি থাকিব, সরকারের সহিত কোন এলাকা নাই। বিনা জামিনী কবুলতিতে মফঃস্বল গোমাস্তা নিযুক্ত করিবনা, যদি করি তবে উক্ত গোমাস্তার দ্বারা যে কিছু তহবিল তছরূপাত ইত্যাদি হইবেক, তাহার দায়িক আমি হইয়া বিনা ওজরে উক্ত টাকা আদায় দিব। সরকারের কোন রকমে ক্ষতি খেসারৎ করিবনা, এবং তহবিলের টাকা কাহাকেও হাওলাত দিবনা, ও নিজেও লইবনা, প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা ব্যতিত সরকারের বিনা হুকুমে, অপর বাবতে কড়া কপর্দ্দক গোমাস্তাগণের দ্বারা কিম্বা আমি নিজে লইবনা। এবং কোন প্রজাকে কায়েমি পাট্টা দিবনা। কাহারও সহিত সরারতি করিয়া মালের জমী কাহাকেও লাখেরাজ উল্লেখে দখল করিতে দিবনা। মহাল মজুকুরের মধ্যে যে সকল পতিত পলাতকা ভুমি আছে তাহা উচিত জমায় প্রজাবিলির দ্বারা আদায় আমলে আনিয়া, লওয়াজীমা কাগজ ভুক্ত করিয়া দিব, সরকার হইতে যখন যে কাগজ তলপ হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা দাখিল করিব। আদালত ও ফৌজদারী প্রভৃতি যে কোন হাকিমাণের হুজুর হইতে যখন যে হুকুম প্রচার হইবেক তাহা তামিল করিয়া মহাশয়ের সরকারে তাহার এতালা দিব। বে আইনি বে জাবেদা কোন কর্ম্ম করিবনা যদি করি তাহার দায়ী আমি নিজে হইব, মহাশয়ের সহিত কোন এলাকা নাই। বেহুদা বেহুকুমি কোন খরচ লিখিবনা, যদি লিখি তাহা মজুরা পাইবনা, এবং আমার কি আমার বাহালি গোমাস্তা গণের গাফিলিতে মফঃস্বল বাকী বকেয়া তমাদী হইলে তাহার দায়ী হইয়া নিজ আদায়ে আদায় দিব। মফঃস্বল কোন অকুয়াৎ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ পুলিশে তাহার এতালা দিয়া হুকুম মতে তাবৎ কর্ম্মের আঞ্জাম দিব। ফৌজ আমদরপ্তী রসদের বিষয় যখন যে হুকুম হইবে তদনুসারে হুকুম

(গোমাস্তার জামীনদারের জামিনী-নামা।)

মহামহিম শ্রীযুত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী পিতা ৺কালি শঙ্কর রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং রানাঘাট জেলা নদীয়া জমিদার মহাশয়।

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরাধা সুন্দর চৌধুরী, পিতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী, জাতি উগ্রক্ষত্রিয়, পেষা মহাজনি ও জমী জমার উপস্বত্ব ভোগী, সাং হরিবাটী পরগণে কুতবপুর জেলা বর্দ্ধমান, থানা ধনেখালি। কস্য মাল ও হাজির জামীন পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে. মহাশয়ের জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান, সবরেজিষ্টর সেলমাবাদের অধীন সুমারসাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটি গ্রামের গোমাস্তাগিরি কর্ম্মে, জেলা হুগলীর থানা হরিপালের সামিল হরিবাটী সাকিনের ৺গৌর সুন্দর ঘোষের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ দাস ঘোষকে আমার মাল ও হাজির জামিনীর মাতবরিতে মোকরর করিলেন। আমিও আপন খুসীতে ২০০৲ দুই শত টাকা মেগ্দার দায়ী হইয়া, নিম্নের লিখিত আমার নিজ জায়দাদ আবদ্ধ রাখিয়া, ঘোষ গোমাস্তা মজকুরের মাল, ও হাজির জামীন হইয়া অত্র জামিনী নামা লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যে গোমাস্তা মজকুর বরোক্ত মহাল মজকুরের মাল কাছারিতে রুজু হাজির থাকিয়া কিস্তী২ প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানার টাকা আদায়পুর্ব্বক মহাশয়ের সরকার চালান সম্বলিত দাখিল করিবেক, এবং হুকুম মতে তাবৎ কর্ম্মের আঞ্জাম দিবেক, এক পয়সা তহবিল তছরূপাত করিবেনা। হাকিমান সংক্রান্ত হুকুম তামিল করা, ও গ্রামে কোন অকুয়াত উপস্থিত হইলে, তাহার এত্তলা দিয়া যে কোন তদ্বির করা আবশ্যক তাহা করিবেক। মাস২ মাসকাবার দিবেক, এবং তপাশী গুঞ্জেয়াশী জমী জমা তদন্তের দ্বারা বাহির করিয়া, মালগুজারির টাকা আদায়পূর্ব্বক কাগজ ভুক্ত করিয়া দিবেক। সরকারের বিনা হুকুমে খারিজ দাখিল প্রভৃতি কোন কার্য্য

করিবেকনা, এবং কাহাকেও কায়েমি পাট্টা দিবেকনা। সাল আখিরি হইলে লওয়াজীমা জমাওয়াশীলবাকী, ও জমা খরচ ইত্যাদি কাগজ পত্রাদি দাখিল করিয়া, নিকাস নিস্পত্তি করি বক, এবং আপন কবুলতির সর্ত্ত মোতাবেক তাবৎ কর্ম্মের আঞ্জাম দিবেক, ও যে কিছু তহবিল দেনা হয় তাহা বিনা ওজরে আদায় দিয়া রসিদ লইবে, তাহা নাকরিয়া গর হাজির হয়, তবে আমি হাজির করিয়া দিব, ও তহবিল দেনার টাকা নিজ আদায়ে আদায় করিব। আর গোমাস্তা মজকুরের লিখিয়া দেওয়া কবুলতির সমুদায় সর্ত্তে আমি আবদ্ধ রহিলাম, তাহার যে কোন সর্ত্তের বর খেলাপ কার্য্য করিবেক তাহার দায়ী আমি হইব তদ্বিষয় অন্যথা করি, তবে আপনি আইনানুসারে আমার আবদ্ধীয় জায়দাদ হইতে আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে মাল ও হাজির জামিনী পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল ২ আষাঢ়।

তপঃশীল জায়দাদ

ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার মৌজে শঙ্করপুর গ্রামের মধ্যে দক্ষিণ রাম পালের জমী উত্তর হারা ধন দাসের বাগাৎ পশ্চিম রাই চরণ দাসের জমী পূর্ব্ব হলধর ঘোষের বাটী এই চৌহদ্দীর মধ্যে একবন্দে লাখেরাজ জমী ১০/ দশ বিঘা।

ইসাদী—

(জরিপ আমীনের একরার)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী পিতা ৺ কালিশঙ্কর রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং রানাঘাট জেলা নদীয়া জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাম কৃষ্ণ সরকার পিতা৺ হলধর সরকার জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাং গৌরিপুর জেলা হুগলী থানা সিঙ্গুর কস্য একরার পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী সুমারসাহী পরগণার মৌজে লক্ষ্মীবাটী গ্রামের একন্দাজ জরিপ আমিনী কর্ম্মে

আমার প্রার্থনা মতে আমাকে মোকরর করিলেন আমিও আপন খুসীতে কবুল করিয়া একরার লিখিয়া দিতেছি যে বরোক্ত মৌজা মজকুরের রূজু হাজির থাকিয়া গ্রামের গোমাস্তা, ও মণ্ডল ও পাইক ও প্রজাগণের সমক্ষে দস্তুর মতে জরিপ করিয়া সকলের মোকাবেলা দস্তখত করাইয়া লইব কিঃ রোজ ৩০ দাগের কম জরিপ করিবনা সাবেক দাগ ও মহলুন চিঠায় প্রকাশ রাখিব কোন রকমে প্রজাগণের সহিত যোগ সাজশ করিয়া বিরুফের কি বন্দ ছাট করিবনা রাস্তী দুরস্তীতে তাবৎ কর্ম্মের আঞ্জাম দিব মাল এবং লাখেরাজ ভিন্ন রূপে পরিমাপ করিয়া মাঠখশড়া সমাধান্তে পাকা চিঠা ও খতিয়ান এবং একোয়াল প্রভৃতি কাগজাৎ তৈয়ারি করিয়া প্রজাগণের দস্তখত করাইয়া আপন দস্তখত যুক্তে ফিরিস্তী সম্বলিত সমস্ত কাগজাৎ হুজুরে দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইব। আমার ও রোসনগীরের বেতন ও সাদা রোষনাইখরচ সর্ব্বসমেৎ মাসিক ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে পাইব এতদর্থে একরার লিখিয়া দিলাম ইতি।

(জমিদারী মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্তের কবুলতি।)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাধা বল্লভ রায় চৌধুরী পিতা ৺কালী শঙ্কর রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং রানাঘাট থানা রানাঘাট জেলা নদীয়া মহাশয়।

বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ঘোষ পিতা ৺হর প্রসাদ ঘোষ জাতি সৎ-গোপ পেষা চাকুরি ও চাষ সাং বাঁকুড়া পরগণে মনোহরসাহী থানা মঙ্গলকোট জেলা বীরভুম কস্য মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্তী কবুলতি পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমান সব-রেজিষ্টর রায়নার অধীন রানিহাটী পরগণার মৌজে গোবিন্দপুর গ্রাম বেওজরি বেনালিশী সালিয়ানা সেওয়ায় সরঞ্জামী বেলমোক্তা মবলগে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা জমার বিঃ নীচের লিখিত আমার জায়দাদ জামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া ইস্তক সন ১২৮৪ সাল নাগাইদ

সন ১২৮৬ সাল এই তিন সন মেয়াদে ইজারা লইবার প্রার্থনা করায় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, উপরোক্ত জমায় ও মেয়াদে আমাকে ইজারা পাট্টা লিখিয়া, দিলেন, আমিও আপন খুসীতে জমী জমা বুঝ সমুঝ করিয়া লইয়া, কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে মালগুজারির মবলগ মজুকুর মাফিক কিস্তীবন্দী সনং মাসং মহাশয়ের জমিদারী কাছারিতে দাখিল করিয়া, তাহার দাখিলা লইব, বিনা দাখিলায় উশুল মজুরা পাইবনা। কিস্তী খেলাপ করি ফিঃ শত মাসিক ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদ দিব, হাজা শুকা নাজাই, লোকসানি পতিত পলাতকা ইত্যাদি কোন রকমে জমা কমীর ওজর ও নালিশ করিতে পারিব না। বিনা ওজরে মাল-গুজারির টাকা আদায় দিয়া, মেয়াদতক ইজারা স্বত্বে ভোগ দখল করিব। এতদ্ভিন্ন সরকার বাহাদুরের কৃত রোডশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যৎ যাহা হইবেক, তাহা আমলে আনিয়া আলাহিদা সরবরাহ করিব, সন আখিরি হইলে লওয়াজীমা জমাওয়াশীলবাকী কাগজ সনং দাখিল করিব। গ্রাম মজুকুরের প্রজাগণের সহিত যোগ সাজশের দ্বারা কাহারও জমী জমা ফের ফার কি মালের জমী কাহাকেও লাখিরাজ উল্লেখে দখল করিতে দিবনা। এবং কোন প্রজার জমী জমা খারিজ দাখিল করিবনা, ও পুষ্করিণী খনন, এবং বৃক্ষাদি ছেদন, ও বিক্রয়, ও ইটগাড়ি, ও ইট তৈয়ারি ইত্যাদি কাহাকেও সরকারের বিনা হুকুমে করিতে দিবনা, ও করিবনা, যদি দেই বা করি, তাহাতে যে কিছু ক্ষতি হইবেক, তাহার দায়ী হইয়া বিনা ওজরে আদায় দিব। বেজাবেদ্দা বেহুকুমি কোন কার্য্য করিবনা, মহাল মজুকুরের মধ্যে কোন অকু-স্মাত উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার এতালা পুলিশে দিয়া, তাহার উচিত তদ্বির করিব, তদ্বিষয়ে কোন ক্রটী হইলে, তাহার দায়ী আমি হইব, মহাশয়ের সহিত কোন এলাকা নাই। ফৌজ আমদরপ্তী রসদের বিষয় যখন যেরূপ হুকুম হইবেক, তদনুসারে রসদাদির সরবরাহ করিব, তদ্বিষয়ে ক্রটী হইলে তাহার জওয়াব দিহি জিম্বা আমার। সরকার বাহাদুরের বিনা হুকুমে কাহাকেও

(মেয়াদী ইজারার পাট্টা)

শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ঘোষ পিতা ৺হর প্রসাদ ঘোষ জাতি সংগোপ পেষা চাকুরি ও চাষ সাং বাঁকুড়া পরগণে মনোহর সাহি জেলা বীর ভুম থানা মঙ্গল কোট শুভ মেয়াদি ইজারা বন্দোবস্ত পট্টক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট বর্দ্ধমাণ সবরেজিষ্টর রায়নার অধীন রানিহাটী পরগণার মৌজে গোবিন্দপুর গ্রাম বেওজরি বেন-লিশী নালিয়ানা সেওয়ায় সরঞ্জামী বেলমোক্তা মবলগে ২৫০৲ আড়াই শতটাকা জমায় বিঃ নিচের লিখিত তোমার নিজ জায়দাদ জামিনীতে আবদ্ধ রাখিয়া ইঃ সন ১২৮৪ সাল নাঃ সন ১২৮৬ সাল এই তিন সন মেয়াদে তুমি আমার নিকট ইজারা লইবার প্রার্থনা করায় তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তোমাকে ইজারা দেওয়া গেল তুমিও আপন খুসীতে জমী জমা বুঝ সমুঝ করিয়া লইয়া কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিলে যে মালগুজারির মবলগ মজ্কুর মাফিক কিস্তী বন্দী সন২ মাস২ আমার জমিদারী কাছারিতে দাখিল করিয়া তাহার দাখিলা লইবে বিনা দাখিলায় উশুল মজুরা পাইবেনা কিস্তী খেলাপ করহ মাফিক আইন ফিশত মাসীক ১৲ টাকা হিসাবে সুদ দিবে হাজা শুকা নাজাই লোকসানি পতিত পলাতকা ইত্যাদি কোন রকমে জমা কমীর ওজর ও নালিশ করিতে পারিবেনা বিনা ওজরে মালগুজারির টাকা আদায় পুর্ব্বক মেয়াদতক্ ইজারা স্বত্বে ভোগ দখল করিবে এতদভিন্ন সরকার বাহাদুরের কৃত রোডশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত ট্যাক্স ধার্য্য আছে ও ভবিষ্যৎ যাহা হইবেক তাহা আমলে আনিয়া আলাহিদা আদায় দিবে সন আখিরিতে লওয়া জীমা জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি কাগজ সন২ দাখিল করিয়া তাহার রসিদ লইবে গ্রাম মজ্কুরের প্রজাগণের সহিত যোগ সাজ-শের দ্বারা কাহারও জমী জমা ফেরফার কি মালের জমী লাখেরাজ উল্লেখে দখল করিতে দিবেনা, এবং কোন প্রজার জমী

তদনুসারে পত্তনি মহাল বিক্রয়ের দ্বারা ঐ বাকী মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইব তাহাতে সমুদায় বাকী আদায় না হয় তবে মোতাবেক আইন তোমার অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে অথবা শরীরের দ্বারা আদায় করিয়া লইব। তোমার বাকীদারিতে অত্রপত্তনি মহাল বিক্রয় হইলে তোমার কৃত দানও বিক্রয় ও মালের জমী কাহাকেও লাখেরাজ দেওয়া কিম্বা জমা কমীতে বন্দোবস্ত করা কি জমী জমা ফের ফার অথবা স্বনামী কি বেনামীতে জমা খরিদকরা ইত্যাদি সমস্ত রদ ও বাতিল হইবেক, অধিকন্তু অত্র পত্তনি মহাল নীলামে বিক্রয় সুত্রে সরকারের খাস হইলে তোমার কৃতকা-কার্যে সরকারের লোকসান দৃষ্টী হয় তাহার ক্ষতিপুরণ তোমার এবং তোমার ওয়ারিসানের স্বনামী বেনামী জায়দাদ হইতে রীত্য-নুসারে আদায় করিয়া লইব তাহাতে তুমি কিম্বা তোমার ওয়ারিসান কোন আপত্তি করিলে তাহা নামঞ্জুর ও আদালতে অগ্রাহ্য হইবেক। মহাল মজকুরের মালগুজারি কস্মিন কালে কালেক্টরিতে খারিজ হইতে পারিবেকনা, অত্র পত্তনি মহাল কাহাকেও কম জমায় দর পত্তনি দিতে পারিবে না, এবং পত্তনি স্বত্ব কোন রকমে হস্তান্তর হইলে তোমার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তোমার লিখিয়া দেওয়া কবু-লতির সমস্ত সর্ত্তে আবদ্ধ থাকিবেক, এবং আইনানুসারে আমার জমিদারী সেরেস্তায় খারিজ দাখিল করিয়া লইবেক। মহাল মজকুরের জরিপ জমানিসস্তাদির যে ক্ষমতা আমার ছিল, তাহা তোমাকে অর্পণ করিলাম, তুমি মহালের হাশীল পতিত ও রাইয়তী খামার ও বাস্তু ও বাগাৎ ও হাট ও ঘাট ও বাজার ও পাতকর ও জলকর ও ফলকর ও রসকর ও নলকর ও পুষ্করিণী ও ঝিল ও বিল ও গোলা ও গঞ্জ ও খাদ ও খন্দক ও বাঁদ মায় গ্রাম সরঞ্জামী চাক-রাণ ইত্যাদি মালের দোরবস্ত হকুক আপন পত্তনি তালুকদারি সুরতে দখলিকার হইয়া; সীমানা সরহর্দ্দ আমুল মামুল বজায় রাখিয়া মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক পত্তনি স্বত্বে দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরমসুখে ভোগদখল করিতে পারিবে। মহাল মজকুরের মধ্যে শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক কোন আইন কি সরকিউলার অর্ডার অনুসারে এই পত্তনি মহালের কোন

জমী জমা লইয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে তাহার জওয়াব দিহি ও লাভ লোকসানের দায়িক তুমি ও তোমার ওয়ারিসান হইবেক ও হইবে তদ্‌জন্য তোমার কবুলতির লিখিত ধার্য্য জমা আদায়ের প্রতি কস্মিন কালে জমা কমীর ওজর ও নালিশ করিতে পরিবেনা যদি করহ তাহা নামঞ্জুর। মহাল মজকুরের কোন জমী জমা শ্রীযুক্ত সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক রেলওয়ে প্রভৃতির প্রয়োজনে অথবা অন্য কোন কারণে গ্রহণ হইলে তাহার কম্পেনছেসনের ধার্য্য টাকা উভয়ে আইনানুসারে পাইব ও পাইবে, যদি সরকার হইতে উক্ত জমীর জমা কমী পাওয়া যায় তবে তোমাকেও তৎপরিমাণ জমা কমী দেওয়া যাইবেক। এই পত্তনি লওয়ার তারিখ হইতে অত্র মহাল সংক্রান্ত যে কোন দায় উপস্থিত হইবেক তাহার দায়ী তুমিও তোমার ওয়ারিসান হইবেক। মহাল মজকুরের জমাওয়াশীলবাকী প্রভৃতি লওয়াজীমা ও অন্যান্য যে কোন কাগজাৎ আদালত কি অন্যান্য হাকিমান মহকুমা হইতে তলপ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দাখিল করিবে এবং আমার সরকারেও বিশেষ দরকার হইলে দাখিল করিবে। ফৌজদারি ও দেওয়ানি ও কালেক্টরি প্রভৃতি হরিয়েক আদালত ও পুলিশ সংক্রান্ত মহকুমা হইতে যখন যে হুকুম প্রকাশ হইবেক তাহা আমলে আনিয়া কার্য্য করিবে। মহাল মজকুরের মধ্যে কোন অকুয়াত উপস্থিত হইলে তাহার এতালা উপযুক্ত হাকিমানের নিকট রীত্যানুসারে দিয়া মদত দিহি করিবে, এবং ফৌজ আমদরপ্তী রসদের বিষয় ও অন্য২ বিষয়ের যখন যে হুকুম প্রচার হইবেক তাহা আমলে আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সরবরাহ করিবে তদ্বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহার জওয়াব দিহি জিম্বা তোমার, আমার সহিত কোন এলাকা নাই। সরকার বহাদুরের নিষিদ্ধ নিমক পোক্তান ও আবগারি সংক্রান্ত মাদক দ্রব্যের দোকানাদি সরকার বাহাদুরের বিনা হুকুমে কাহাকেও করিতে দিবে না। এবং যখন যে হুকু প্রকাশ হইবেক, তাহা আমলে আনিয়া কার্য্য করিবে, আইন বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলে তাহার দায়িক তুমি হইবে। অত্র

(বসত জমার কবুলতি)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ রায় চৌধুরী পিতা ৺হর সুন্দর রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং কোন্নগর থানা বৈদ্যবাটী জমিদার মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাধাবল্লভ দাস পিতা ৺রাধা নাথ দাস জাতি কৈবর্ত্ত পেষা কৃষি কর্ম্ম সাং ধর্ম্মপুর পরগণে ঘোষালপুর জেলা হুগলী থানা পোলভা কস্য বসত জমার কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের জমিদারী ডিষ্ট্রীক্ট হাওড়া সবরেজিষ্টর মহিষ রাখার অধীন মণ্ডলঘাট পরগণার মৌজেউলুবেড়িয়া গ্রামের মধ্যে বিঃ তফঃসীলের চৌহদ্দীর লিখিত ১খণ্ড বাস্তুজমী আন্দাজ ।০ সালিয়ানা ৫৲টাকা জমায় আমি বসত পাট্টা পাইবার প্রার্থনা করায় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উপরোক্তজমায় আমাকে পাট্টাকরিয়া দিলেন আমিও আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে মালগুজারির মবলগ মজকুর মাফিক কিস্তী বন্দী সন২ মাসং মহাশয়ের জমিদারী কাছারিতে দাখিল করিয়া দিয়া তাহার দাখিলা লইব বিনা দাখিলায় ওয়াশীল মজুরা পাইবনা কিস্তী খেলাপ করি মাফিক আইন সুদ দিব সীমানা সরাহদ্দ আমুল মামুল বজায় রাখিয়া মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক জমি জমা মজুরায় ঘরাদী বানাইয়া পুত্র পৌত্রাদী ক্রমে বস বাস করিব এতদ্ভিন্ন সরকার বাহাদুরের কৃত দরি অঙ্ক রোডশেষ প্রভৃতি যাহা উপস্থিত আছে ও ভবিষ্যৎ যাহা হইবেক তাহা আমলে আনিয়া আলাহিদা আদায় দিব এতদর্থে বসত পাট্টা পাইয়া কবুলতি লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২ বৈশাখ।

তফঃসীল

চৌহদ্দী এই স্থানে জমীর চৌহদ্দী লিখিতে হয়।

জের জমা সালিয়ানা ৫৲

মাহ	মাহ	মাহ	মাহ
আষাঢ়	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র
১।০	১।০	১।০	১।০

(বাগীচার ফলকর জমার মেয়াদী পাট্টা।)

শ্রীরাম কুমার সর্দ্দার পিতা ৺ভগীরথ সর্দ্দার জাতি বাগ্দী পেশা গ্রাম্য চৌকিদার এবং কারবার সাঃ বলাগড়ি পরগণে বালিয়া জেলা হুগলী থানা বলাগড়ি শুভ বাগীচার ফলকর জমার মেয়াদি পট্টক পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রীক্ট হুগলী সবরেজিষ্টরি বলাগড়িয়ার অধীন বালিয়া পরগণার নিজ বলাগড়ি গ্রামে নিম্নের চৌহদ্দীর লিখিত আন্দাজী ৩/ বিঘা জমীতে আমার যে খাস খামার আম্র ও কাঁঠালের বাগীচা আছে ঐ বাগীচা ইস্তক সন ১২৮৩ সাল নাগাইদ সন ১২৮৪ সাল এই দুই সন মেয়াদে সালিয়ানা ২৫৲ টাকা জমায় তোমার প্রার্থনা মতে তোমাকে ফলকর জমার পাট্টা করিয়া দিলাম তুমিও আপন খুসীতে কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকায় করিতেছ যে মালগুজারির মবলগ মজুকুর মাফিক কিস্তীবন্দী সন২ আমার সরকারে দাখিল করিয়া তাহার দাখিলা লইবে বিনা দাখিলায় ওয়াশীল মজুরা পাইবেনা কিস্তী খেলাপ করহ মাফিক আইন সুদ দিবে লাভ লোকসান ইত্যাদির কোন ওজর করিবেনা বিনা ওজরে মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক মেয়াদ তক বৃক্ষাদির ফল ভোগ করিবে আর খাজানা সেওয়ায় সন২ কাঁচা আম্র ।০ চারি পোন ও পাকা আম্র ॥০ আট পোন আমার সরকারে দাখিল করিয়া দিবে তাহাতে কোন ওজর করিতে পারিবেনা এতদর্থে ফলকর জমার কবুলতি গ্রহণে পাট্টা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৩ সাল তারিখ ১১ অগ্রহায়ণ।

তফঃসীল বাগীচার চৌহদ্দী

জের জমা সালিয়ানা

২৫৲

জায় কিস্তীবন্দী

মাহ	মাহ	মাহ
জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ
৫৲	১০৲	১০৲

নবম পরিচ্ছেদ।

(খত)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র ঘোষ পিতা ৺ কীর্ত্তি চন্দ্র ঘোষ জাতি সতগোপ পেসা মহাজনি সাং বালি পরগণে বোর ডিষ্ট্রীকট ও সবরেজিষ্টর হাওড়া মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাধাকান্ত দত্ত, পিতা ৺ গৌরীশঙ্কর দত্ত জাতি গন্ধ বণিক পেসা দোকান দারি সাং রামনগর পরগণে বোর থানা ধন্যাখলি জেলা বর্দ্ধমান সব রেজিষ্টর ধন্যাখালি। কস্যকর্জ্জ্য খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি আপন প্রয়োজন বশত মহাশয়ের নিকট হইতে মবলগে ৪০ চল্লিশ টাকা কর্জ্জ্য লইলাম, ইহার সুদ মাসিক শতকরা ১ৎ এক টাকার হিসাবে আদায়ের তারিখ তক দিব। অত্র টাকা পরিশোধের ওয়াদা আগত সনের মাহ আশ্বিনে সুদ সমেত বেবাক টাকা দিয়া পরিশোধ করিব। ইত মধ্যে যখন যে টাকা দিব তাহা অত্র খতের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব, খতের পৃষ্টের ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন রকমে কড়া কপর্দ্দক আদায়ের ওজরাপত্তি করিতে পারিব না। মেয়াদ মধ্যে বেবাক টাকা মায় সুদ পরিশোধ না করি. তবে অপনি আদালতে নালিশ করিয়া, দস্তুর মতে আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে দস্ত বদস্ত নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র খত পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন১২৮৪ সাল তারিখ ২২ পৌষ।

ইসাদী।	ইসাদী।
শ্রীরামধন রায়।	শ্রীহরিদাস ঘোষ।
সাং মণ্ডল ঘাট।	সাং রামনগর।

(বন্দকি খত)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহ। পিতা ৺ হরি নারায়ণ সিংহ জাতি কায়স্থ পেশা চাকুরি সাং অনন্তপুর পরগণে মনোহরসাহি জেলা বীরভূম থানা ও সবরেজিষ্টর কেতুগ্রাম মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীরাম কৃষ্ণ দত্ত, পিতা ৺ গৌরিশঙ্কর দত্ত জাতি তন্তুবায় পেষা কারবার সাঃ অনন্তপুর পরগণে মনোহরসাহি জেলা বীর ভূম সবরেজিষ্টর কেতুগ্রাম। কস্য বন্দকী খত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমার মাতৃ শ্রাদ্ধের ঋণ পরিশোধ করিবার কারণ, মহাশয়ের নিকট হইতে মবলগে ২৫৲ পঁচিশ টাকা কর্জ্জ লইলাম। ইহার সুদ মাসিক ফিঃ শতে ১৲ এক টাকার হিসাবে আদায়ের তারিখ তক দিব। অত্র খতের লিখিত টাকা মায় সুদ পরিশোধের মাতর্ব্বরিতে, ডিষ্ট্রীকট বীরভুম সবরেজিষ্টর কেতুগ্রামের অধীন, মনোহর সাহি পরগণার অনন্তপুর গ্রামের নিম্নের তপসীলের লিখিত আমার পৈতৃক মৌরসী জমাই জমী, এক বন্দে আন্দাজী ৫৴০ পাঁচ বিঘা, যাহার রাজস্ব মালিয়ানা ১৩৲ টাকা শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ সরকার জমিদার মহাশয় বরাবর আদায় দিয়া, আদায় খেরাজে দখলিকার আছি। উক্ত সম্পত্তি বন্দক রাখিলাম। টাকা পরিশোধের ওয়াদা আগত সন১২৮৫ সালের মাঘ মাহায় সুদ সমেৎ বেবাক টাকা পরিশোধ করিব। এবং সুদের টাকা তিন মাস অন্তর আদায় দিব তাহার অন্যথা করি, তবে ৩ মাস গতে ঐ টাকা আসলে গণ্য হইয়া, উপরোক্ত হারে মায় সুদ চলিতে থাকিবে। ইত মধ্যে যখন যে টাকা আদায় দিব, তাহা অত্র খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ভিন্ন, অন্য কোন রকমে টাকা আদায়ের ওজরাপত্তি করিতে পারিব না। মেয়াদ মধ্যে যদি সহজে টাকা পরিশোধ না করি, তবে আপনি আমার আবদ্ধীয়, সেওয়ায় আবদ্ধীয়, জায়দাদ হইতে আইনানুসারে আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসানের কোন ওজরাপত্তি নাই, যদি করি, কি করে, তাহা নামঞ্জুর ও আদালত অগ্রাহ্য। আর প্রকাশ থাকে যে অত্র বন্দকি

সম্পত্তি দান, কি বিক্রয়, কি বন্দক, ইত্যাদি কোন প্রকারে দায় সংযুক্ত নাই। এবং যে পর্য্যন্ত অত্র খতের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিব তাবৎ উপরোক্ত প্রকারে কোন রকমে দায় সংযুক্ত করিতে পারিব না। যদি করি তাহা না মঞ্জুর ও আদালত অগ্রাহ্য হইবে, এতদর্থে দস্ত বদস্ত নগদ টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র বন্দকী খত পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন১২৮৪ সাল তারিখ ১১ ফাল্গুণ।

তফঃসীল সম্পত্তি।

রাম রায়ের জমার জমীর পুর্ব্ব চন্দ্র কান্ত মণ্ডলের লাখরাজ পুষ্করিণীর পশ্চিম গৌর পালের জমীর উত্তর ও দক্ষিণ এই চৌহদ্দীর মধ্যে জমী ৫/০ ইসাদী।

(বিক্রয় কোবালা)

মহামহিম শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ রায় পিতা ৺ ভগবান চন্দ্র রায় জতি ব্রাহ্মণ পেষা চাকুরি সাকিম পাটুলী জেলা বর্দ্ধমান থানা পুর্ব্বস্থলি মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীগৌর চন্দ্র রায়, পিতা ৺ হরি হর রায় জাতি শ্রোত্রীয় পেষা চাকুরি সাং রঙ্গপুর পরগণে মনোহর সাহি থানা হরিপাল। কস্য মৌরসী মোকররি জমাই জমীর আমলা উপস্বত্ব বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রীকট বর্দ্ধমান সবরেজিষ্টর হরিপালের অধীন, মনোহর সাহি পরগণার রঙ্গপুর গ্রামে, বিঃ নীচের তপসীলের চৌহদ্দীর মধ্যে স্থিত এক বন্দে শালি জমী অন্দাজী ২/০ দুই বিঘা জমীর কাত সালিয়ানা ২৲ দুই টাকা জমা, জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ সরকার মহাশয়ের সরকারে সন২ আদায় দিতে হয়। উক্ত জমী জমা মজুকুরা আমার বিক্রয় করা প্রয়োজন হওয়ায়, বহ বাজার উচিত মূল্য মবলগে ২৫৲ পঁচিশ টাকা, পণ বাহা ধার্য্যে আপন সেচ্ছাপুর্ব্বক সুস্থ শরীরে আপনাকে বিক্রয় করিয়া, পণ বাহার মবলগ মজুকুর টাকা নীচের তপসীলের লিখিত লোট ও রোক একবারগী সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া, অত্র বিক্রয় কোবালা লিখিয়া দিতেছি যে, উক্ত জমী জমা,

জেলা বর্দ্ধমান কস্য কট কোবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমার পত্তনি তালুক ডিষ্ট্রীকট বর্দ্ধমান, সবরেজিষ্টর জাহানাবাদের অধীন, সুমার সাহী পরগণার আড়ুই গ্রামের দোরবস্ত হকুক, যাহার সালিয়ানা খাজানা মবলগে ২০৲ টাকা জমিদার সরকারে সনহ আদায় দিয়া দখলিকার আছি, উক্ত সম্পত্তি আমি মহাশয়ের নিকট কট কোবালার দ্বারা বন্দক রাখিয়া, মবলগে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ লইলাম ইহার সুদ মাসিক শতকরা ১৲ এক টাকার হিসাবে আদায়ের তারিখ তক দিব টাকা পরি শোধের ওয়াদা আগামি সনের চৈত্র মাসে মায় সুদ বেবাক টাকা দিয়া অত্র দলিল ফেরত লইব যদি মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে ক্রটী করি, তবে আপনি মেয়াদ গতে আইনানুসারে অত্র বন্দকী সম্পত্তির, বয় সিদ্ধ করিয়া খাস দখল করিয়া লইয়া, জমিদার সরকারে মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক, আমার নাম খারিজে, আপন নাম দাখিল আনিয়া, আমার স্বত্বে দান ও বিক্রয় ইত্যাদির স্বত্বাধিকারী হইয়া, পরম সুখে ভোগদখল করিবেন তাহাতে আমি কিম্বা আমার ওয়ারিসান কোন আপত্তি করিতে পারিব না। ও পারিবেনা এতদর্থে আপন খুসীতে সুস্থ শরীরে অত্র কটকোবালা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২২ কার্ত্তিক।

ইসাদী।

শ্রীগৌর রায়। সাং আড়ুই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ সাং আড়ুই।

(কর্জ্জশোধের ফারখত্ত)

বঃ শ্রীরাধাকান্ত দত্ত পিতা ৺ গৌরীশঙ্কর দত্ত জাতি বর্ণিক পেষা দোকানদারি সাং রামনগর পরগণে বোর জেলাবর্দ্ধমান সবরেজিষ্টর ধন্যা খালি।

লিখিতং শ্রীমানিকচন্দ্র ঘোষ পিতা ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ জাতি সদ্গোপ পেষা মহাজনি সাং বালিপরগণে বোর জেলা ওসবরেজিষ্টর হাওড়া।

কস্য ফার খত্ত পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে তুমি আমার নিকট হইতে গত সন ১২৮৪ সালের ১২ পৌষ তারিখে মাসিক শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে সুদে মবলগে ৪০৲ চল্লিশ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলে, তন্মধ্যে

দফায়২ আদায় বাদে, অদ্য মবলগে ২৫৲ পচিশ টাকা হিসাব রোয় তোমার দেনা স্থির হইবায়, উক্ত টাকা সমস্ত তুমি আমার নিকট পরিশোধ দিলে কিন্তু তোমার লিখিয়া দেওয়া খত বেসিজীল মতে পাওয়া গেলনা। এমতে অত্র ফারখতের দ্বারা তোমাকে খালাস দিলাম, তোমার প্রতি আমার আর কোন রকম দাবী রহিলনা। এতদর্থে ফারখত লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৫ সাল ২ কার্ত্তিক।

(কিস্তীবন্দী)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন রায় পিতা ৺ রুক্মিণীকান্ত রায় জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাং গোবিন্দপুর জেলা বর্দ্ধমান থানা মেমারি মহাশয় বরাবরেষ।

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ হালদার, পিতা ৺ গৌরগোপাল হালদার জাতি বর্ণিক পেষা দোকানদারি সাং বৌলপুর পরগণে হাবিলি সহর থানা মেমারি ডিষ্ট্রীকৃট বদ্ধমান সবরেজিষ্টর মেমারি। কস্য কিস্তীবন্দী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমি আপন প্রয়োজন জন্য মহাশয়ের নিকট যে টাকা কর্জ্জ লইয়াছি, তাহা এক্ষণে একবারে পরিশোধ দিতে অপারক হইয়া কিস্তীবন্দীর প্রার্থনা করায়, আপনি আমার প্রতি দয়া করতঃ তাহাতে সম্মত হইয়া হিসাব মোকাবেলা করিয়া মবলগে ২৪৲ টাকা আমার দেনা স্থির করিলেন, আমিও তাহাতে সন্তোষ হইয়া অত্র কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, নীচের লিখিত কিস্তী অনুসারে মাসং মহাশয়রে নিকট উক্ত টাকা আদায় দিব কিস্তীখেলাপ করিলে ফিঃ টাকায় মাসিক ৵১০ আনা হিসাবে সুদদিব। কিন্তু এই রূপ ৩ তিন কিস্তী খেলাপ হইলে অত্র কিস্তী বন্দী রহিত হইয়া, সমস্ত টাকার উপর উপরোক্ত হিসাবে সুদ ধরিয়া বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইবেন। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এতদর্থে কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ।

(বায়না নামা)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ নন্দী পিতা ৺ রাম দয়াল নন্দী জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাং চন্দনপুর পরগণে ফয়জুল্লাপুর জেলানদীয়া মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীকালি মোহন দাস পিতা ৺হর মোহন দাস জাতি কৈবর্ত্ত পেষা চাষ সাঃ শঙ্করপুর পরগণে বোর থানা বৈদ্যবাটী জেলা হুগলি কস্য বায়না নামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রীকৃট হুগলি সব রেজিষ্টর সহর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার শঙ্করপুর গ্রামে বিঃ নীচের চৌহদ্দীর মধ্যে স্থিত আমার মৌরসী মোকররী জমাই নারিকেল বাগীচা এক বন্দে আন্দাজী ১৷৷০ বিঘা জমী যাহার রাজস্ব সালিআনা ৩৲ টাকা গ্রাম মজুকুরের জমিদার সরকারে সন ২ আদায় দিতে হয় উক্ত বাগীচা মায় বৃক্ষাদি আমার বিক্রয় করা প্রয়োজন হইবায় উচিত মূল্য মবলগে ৫০৲ টাকা ধার্য্য আপনাকে বিক্রয় করা স্থিরতর হইয়া অদ্য বায়না স্বরূপ আপনার নিকট মবলগে ১০৲ দশ টাকা গ্রহণ করিয়া অত্রবায়না নামা লিখিয়া দিতেছি যে অদ্য হইতে মেয়াদ ১০ রোজ মধ্যে দস্তুর মতে কোবালা নিখিত পঠিত করিয়া দিয়া পণ বাহার বক্রী টাকা বুঝিয়া লইব তাহার অন্যথা করিতে পারিবনা যদি করি তবে আপনি আইনানুসারে পণ বাহার বক্রী টাকা আদালতে আনামত করিয়া বাগীচা মজুকুর দখল করিয়া লইবেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি চলিবেকনা এতদর্থে বায়না নামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২ ভাদ্র।

(ভূমিদান পত্র)

পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য পিতা ৺রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য জাতি ব্রাহ্মণ পেষা যাজন ক্রিয়া সাং বৈদ্যবাটী জেলা হুগলী সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুর মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীস্যামাচরণ ঘোষ পিতা ৺সর্ব্বেশ্বর ঘোষ জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাং বৈদ্যবাটী জেলাহুগলী।

কস্য ভূমি দান পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার মাতৃ শ্রাদ্ধের দিবস তাঁহার সর্গার্থে ডিষ্টিকট হুগলি সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার মৌজে বৈদ্যবাটী গ্রামে নীচের চৌহদ্দীর মধ্যেস্থিত আন্দাজী ২৴ দুই বিঘা ভূমি আমার পৈতৃক লাখিরাজ যাহার মূল্য আন্দাজী ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইবেক উক্ত ভূমি আমি আপন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সুস্থ শরীরে আপনাকে দান করিয়া অত্রদান পত্র লিখিয়াদিলাম যে আপনি অদ্যকার তারিখ হইতে উক্ত ভূমিতে

(উইল)

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পিতা ৵ গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা পৌরহিত্য কার্য্য সাং গোপালপুর পরগণে বালিয়া জেলা হুগলি থানা বৈদ্যবাটী।

লিখিতং শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী পিতা ৵ গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী জাতি ব্রাহ্মণ পেষা যাজন ক্রিয়া সাঃ গোপালপুর জেলা হুগলি থানা বৈদ্যবাটী সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুর।

কস্য উইল পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার বয়ক্রম অধিক হইয়াছে শরীর সদা সর্ব্বদাই পীড়িত শরীরের ভদ্রা ভদ্র কখন কি হয় বলা যায়না অতএব আমার স্থাবর অস্থাবর যে সমস্ত সম্পত্তি আছে তৎ সম্বন্ধে একটী নিয়ম নির্দ্ধারণ করা বিবেচনা সিদ্ধ হইবায় নিম্নের দফা ওয়ারিতে আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি তদনুসারে আমার জীবনান্তে সমস্ত কার্য্য চলিবেক।

১। তুমি শ্রীনবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমার নিকট জ্ঞাতি তুমি শিশু কালে মাতৃ পিতৃ হীন হইয়া আমার নিকট প্রতিপার্লন হইয়া আসিতেছিসে এবং এক্ষণেও প্রতিপালন হইতেছ আমার আর অপর উত্তরাধিকারী কেহ না থাকায় ও তোমার স্বভাব চরিত্র অতি ভাল এবং আমাকে অতিশয় যত্ন করিতেছ ইহাতে তোমার প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ জন্মিবায় আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে উইল করিলাম তুমি আমার জীবনান্তে আমার ত্যজ্য সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়া আমার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন পূর্ব্বক আমার স্বত্বে দান ও বিক্রয়াদির স্বত্বাধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিবে।

২। এই আমার শেষ উইল হইল ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না এতদর্থে উইল পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন১২৮৪ সাল তারিখ ১২ অগ্রাহয়ণ।

ইসাদী।

লেখক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ।　আরং। ২। ৪। জনের নামে সাক্ষ্য স্থলে
সাং গোপালনগর।　দস্ত খত করাইতে হয়।

(বণ্টন পত্র।)

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত রাধামোহন সরকার পিতা ৺ রামনিধি সরকার জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাঃ দৌলাতগঞ্জ জেলা নদীয়া থানা বনগ্রাম।

লিখিতং শ্রীহরেকৃষ্ণ সরকার পিতা ৺ রাম নিধি সরকার জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাঃ দৌলাত গঞ্জ জেলা নদীয়া।

কস্য চিহ্নিত সুরত বণ্টন পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রীকট নদীয়া সবরেজিষ্টর বনগ্রামের অধীন মামুদ সাহি পরগণার দৌলাত গঞ্জ গ্রামে আমারদিগের পৈতৃক লাখিরাজ পোক্তা এমারত বসত বাটীতে আমাদিগের উভয় ভ্রাতার অংশ নির্দ্দিষ্ট রূপে চিহ্নত না থাকা হেতুতে বসবাসের সুবিদা হইতেছে না এবং ঐ হেতুতে বাটীর মেরামতাদি অভাবে পতিত হইবার লক্ষণ হইয়াছে এমতে গ্রামস্থ পঞ্চজন ভদ্রলোক থাকিয়া আমাদের উভয় ভ্রাতাকে আপন২ সম্পোষ্য মতে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দিলেন ঐ এক২ভাগের সম্পাত্তির মূল্য আন্দাজী ১০০৲ টাকা হইবেক এবং আমারা তাহাতে সন্মত হইয়া আমি অত্র বণ্টন পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নের (ক) চিহ্নিত তপঃসীলের সমস্ত ঘরাদি আমার দখল হইল এবং (খ) চিহ্নিত তপসীলের লিখিত সমস্ত ঘরাদি তুমি শ্রীরাধা মোহন সরকার আমার কনিষ্ট ভ্রাতা তোমার দখল হইল এইরূপ বণ্টনে আমরা উভয়ে সন্মত হইয়া পরস্পর এক২ খণ্ড বণ্টন পত্র লিখিয়া দিলাম ও দিলে ইহাতে ভবিষ্যৎ কাহার ও কোন আপত্তি চলিবেক না এতদর্থে বণ্টন পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন১২৮৪ সাল তারিখ ২৫ আষাঢ়।

(ক)

তপসীল

পুর্ব্বদিগের নীচে উপর ৬ কুঠারি
দখল শ্রীহরেকৃষ্ণ সরকার।

(খ)

তপসীল

পশ্চিমদিগের নীচে
উপর ৫ পাঁচ কুঠারি
দখল শ্রীরাধামহেন
সরকার।

ইসাদী।

(রসিদ)

মহামহিম শ্রীযুক্ত হরচন্দ্রঘোষপিতা ৺ রাধাসুন্দর ঘোষ জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাঃ শঙ্করবাটী পরগণে বোর জেলা হুগলি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীনীল মাধব দাস পিতা ৺ রাধা মাধব দাস জাতি কৈবর্ত্ত পেষা চাষ সাঃ শঙ্করপুর পরগণে বোর জেলা হুগলি সব-রেজিষ্টর ধন্যাখালি কস্য রসিদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে মহাশয়ের নিকট খাজানা সববে আমার যে টাকা আমানত ছিল তন্মধ্যে খাজনায় শোধবাদ দেওয়া বাদে ৮॥৵০ আট টাকা নয় আনা আমার ফাজিল পাওয়ানা হওয়ায় অদ্য ঐ টাকা সমস্ত আপনার নিকট হইতে বুঝিয়া পাইয়া অত্র রসিদ লিখিয়া দিলাম উক্ত টাকা কি অপর কোন রকমে আপনার নিকট আমার আর দাবি দাওয়া রহিল না এতদর্থে রসিদ পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল। তারিখ ৩০ চৈত্র।

ইসাদী।

শ্রীহরি সর্দ্দার পাইক।+
সাঃ শঙ্করপুর।

শ্রীকৃষ্ণ পাইক।+
সাঃ শঙ্করপুর।

(একরার নামা)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু তারাচরণ রায় পিতা ৺কালিশঙ্কর রায় জাতি ব্রাহ্মণ পেষা জমিদারী সাং ভাজনঘাট জেলা নদীয়া থানা বনগ্রাম।

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ পিতা ৺ হলধর ঘোষ জাতি গোয়ালা পেষা চাষ জেলা নদীয়া সাং ভাজনঘাট কস্য একরার পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রীকট নদীয়া সবরেজিষ্টর বোন গ্রামের সামিল ভাজনঘাট গ্রামের প্রজা আমি আমার নিকট মহাশয়ের যে সমস্ত খাজানা পাওয়ানা তাহার মধ্যে যাহা আদায় দিয়াছি তাহার দাখিলাদি দৃষ্ট করাইয়া হিসাব নিষ্পত্তি জন্য আমাকে তলপ করায় হাজির হইয়া অত্র একরার লিখিয়া দিতেছি যে মেয়াদ ১০ দশ রোজ মধ্যে মহাশয়ের নিকট হাজির আসিয়া আপন হিসাব নিষ্পত্তি পূর্ব্বক যাহা বাকী হইবেক তাহা আদায় দিয়া দস্তুর মতে দাখিলা গ্রহণ

করিব তাহা না করি তবে মহাশয় আইনানুসারে কার্য্য করিবেন তাহাতে সুদপ্রভৃতি রেয়াইত পাইবার কোন ওজর করিতে পারিবনা এতদর্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৫ সাল তারিখ ১২ ফাল্গুণ।

(বাটীফাড়ার এগ্রীমেণ্ট)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ রায় পিতা ৺হরেকৃষ্ণ রায় জাতি বৈদ্য পেষা চাকুরি সাং সহর কলিকাতার বলুটোলা মহাশয়-বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ পিতা ৺ক্ষেত্রমোহন ঘোষ জাতি কায়স্থ পেষা চাকুরি সাকিম ভদ্রকালি পরগণে বোর থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলি কস্য বাটী ভাড়া এগ্রীমেণ্ট পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে সহর কালিকাতার সিমালা বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে আপনার যে ৫১ নম্বর বাটী আছে উক্ত বাটী ইস্তক অগ্রহায়ণ নাগাইদ ফাল্গুণ এই চারি মাস মেয়াদে মাসিক ১২৲ বার টাকা হিসাবে ভাড়া স্বীকারে আমি ভাড়া বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া অত্র এগ্রীমেণ্ট লিখিয়া দিতেছি যে ভাড়ার টাকা মাস২ আদায় দিয়া তাহার রসিদ গ্রহণ করিব বিনা রসিদে ভাড়ার টাকা দিলে তাহা উশুলে মজুরা পাইবনা মেয়াদ থাকিতে যদি উঠিয়া যাই তবে মেয়াদতক সমস্ত ভাড়ার টাকা পরিশোধ করিয়া দিয়া বাটী ছাড়িয়াদিব যদি আমা কর্ত্তৃক উক্ত বাটীর কোন রকম ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিয়া দিব এতদর্থে বাটীভাড়া এগ্রীমেণ্ট লিখিয়া দিলাম ইতি সন১২৮৫ সাল তারিখ ২ অগ্রহায়ণ।

(মুসলমান দিগের বিবাহের কাবিল নামা)

কল্যাণীয়া শ্রীমতী কমিলা বিবি পিতা ৺আবদুল সেখ জাতি মুসলমান পেষা গৃহস্থালি কার্য্য সাং মোল্লা সিমলা পরগণে বোর থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলি কল্যানীয়াসু।

লিখিতং শ্রীরহমন সেখ পিতা শ্রীনাজির সেখ জাতি মুসলমান পেষা চাষ সাং গোবিন্দপুর পরগণে বোর থানা বৈদ্যবাটী জেলা হুগলি সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুর কস্য কাবিল নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে তোমার সহিত আমার বিবাহের স্থিরতর হইল তদ্বিষযের উকীল নিজ গ্রাম নিবাসী ৺কুদরতুল্লা সেখের পুত্র শ্রীবদন সেখ এবং সাক্ষী

শ্রীকাঙ্গালি সেখের পুত্র শ্রীহামিদ সেখ ও শ্রীবকাউল্লা সেখের পুত্র শ্রীবদন সেখ ইহাদের সমিক্ষে তুমি শ্রীকমলি বিবি তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবার জন্য মবলগে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং ডিষ্ট্রীকট হুগলি ও সবরেজিষ্টর শ্রীরামপুরের অধীন বোর পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামে বিঃ নীচের চৌহদ্দীর অন্তর্গত আমার খরিদা লাখিরাজ ভূমি ২৲ দুই বিঘা তোমাকে দেন মোহরে দেওয়া ধার্য্য হইল এবং উপরোক্ত ব্যক্তি গণের এজাহারে তুমি উক্ত দেন মোহরে রাজী হইয়া আমাকে স্বামি স্বীকার করিলে এবং আমিও তাহা মঞ্জুর করিয়া তোমাকে স্ত্রী স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম উক্ত টাকার অর্দ্ধেক—(মোত্তাজ্জেল) অর্থাৎ ইন্দৎতলব কি না চাহিবা-মাত্রে যাহা দিতে হইবেক তাহা নিম্ন লিখিত অলঙ্কার ও জমীতে পরিশোধ করিলাম বাকী অর্দ্ধেক (গয়ের মওর্জ্জল) অর্থাৎ বিবাহ স্থিরতর থাকা পর্য্যন্ত, কোন সময়ের মধ্যে পরিশোধ দিব ইহাতে ক্রটী হইবেক না এতদর্থে কাবিল নামা লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৮৪ সাল তারিখ ২ জ্যৈষ্ঠ।

তপশীল জমীর চৌহদ্দী এইস্থানে জমীর চৌহদ্দ লিখিবে।

তপশীল অলঙ্কার রূপারচুড়ি ২ জোড়া মল ১ জোড়া।

ইসাদী।

শ্রীহাদিম মোল্লা।	শ্রীগোল মামুদ সেখ।
সাং গোবিন্দপুর।	সাং ঐ।

শ্রীশ্রী ৺প্রজাপতয়েনমঃ।

পরম পোষ্টাবর শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সিংহ মহাশয় পোষ্টাবরেষু সাং নলহাটী।

লিখিতং শ্রীহরিমোহন দাস সাং জলকুল।

কন্যা শুভ সম্বন্ধ সুদৃঢ় পত্র পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার কন্যা শ্রীমতী সুধামুখি দাসীর সহিত আপন কার পুত্র শ্রীমাণচন্দ্র কুমার সিংহের। শুভ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া আমাদের উভয়ে পরষ্পর মনোনীত হইল আপনার কুল মর্য্যাদা বাবুদে মবলগে ৩২৲ টাকা আমি আপনাকে দেওনে সম্মতি হইয়া অত্র সুদৃঢ় পত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, রাজক দৈবক বাদে আগত মাঘ মাসে

উভয়ের সুবিধা মত দিবসে বিবাহেরলগ্ন স্থির পুর্ব্ব শুভকার্য্য সম্পূর্ণ করিব ও করিবেন ইহাতে কোন আপত্তি কি অন্যথা করিতে পারিবনা ও পারিবেন না এতদর্থে শুভ বিবাহ সুদৃঢ় পত্র লিখিয়া দিলাম ও এই মর্ম্মে আপনিও আমাবরাবর এক খণ্ড লিখিয়া দিলেন ইতি সন ১২৮৮ সাল তারিখ ২ বৈশাখ।

(বিবাহের লগ্ন পত্র)

কস্য শুভ বিবাহের লগ্ন পত্র পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আপনার পুত্র শ্রীমান চন্দ্রকুমার সিংহের সহিত আমার কন্যা শ্রীমতী সুধামুখি দাসীর শুভ বিবাহের সুদৃঢ় পত্র বিগত বৈশাখ মাসে হইয়াছে এক্ষণে অত্র মাসের ৩রা তারিখে শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার লগ্ন স্থির পুর্ব্ব অত্র লগ্নপত্র লিখিয়া দিতেছি যে মহাশয়ের কুল মর্য্যদা বাবুদে ৩২৲ টাকার মধ্যে অদ্য মবলগে ১০৲ দশ টাকা দিলাম বাকী টাকা বিবাহের দিবস সমস্ত পরিশোধ করিব এবং মহাশয় লগ্নানু সারে পাত্র লইয়া উপস্থীত হইলে রাজক দৈবক বাদে আমীও কন্যা সম্প্রদান করিব তাহার অন্যথা করিতে পারিবনা ও পারিবেন না এতদর্থে শুভ বিবাহের লগ্নপত্র লিখিয়া দিলাম ও আপনি ও এই মর্ম্মে আমার বরাবর এক খণ্ড লিখিয়া দিলেন. ইতি সন১২৮৯ সাল তারিখ ১ মাঘ ঃ

(ইনডিম্নিটীবণ্ড)

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কালিপ্রসাদ সিংহ সাং পোলভা মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীবিহারি দাস সাং তিমা। কস্য ইনডিমনিটীবণ্ড পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে আমার মৌরসী মোকররী জমাই জমী ডিষ্ট্রীকট নদীয়া সবরেজিষ্টর মহেশ পুরের অধীন গেবিন্দপুর গ্রামের ৭৲ সাত বিঘা, জমীর আমলা উপস্বত্ব ১২৫৲ একশত্ত পচিশ টাকা পণে গত ২৫ জ্যৈষ্ট তারিখে খোস কোবালার দ্বারা আপনাকে বিক্রয় করতঃ পণের সমস্ত টাকা বুঝিয়া লইয়া কোবালা নিখিত পঠিত করতঃ রেজিষ্টরী করিয়া দিয়াছি উক্ত সম্পত্তির উপর দান, কি বিক্রয়, কি বন্ধক, ইত্যাদি কোন রকম দায় সংযুক্ত নাথাকা বিষয়ে, আপনার প্রত্তিত জন্য অত্র ইনডিমনিটীবণ্ড লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করি- তেছি, যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার কৃত কোন রকম দায় প্রকাশ

হইয়া আপনার ক্ষতি হয়, কি আপনাকে উক্ত জমী জমা হইতে বেদখল হইতে হয় তবে পণের টাকা মাসিক শত করা ১৲ হিসাবে আদায়ের তারিখ তক, সুদ সহ মহাশয়কে ফেরত দিব, এবং ক্ষতি পুরণ করিব তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবনা। এতদর্থে ইনডিমনিটীবণ্ড লিখিয়া দিলাম ইতি। সন১২৮৪ সাল তারিখ*

(পার্টনার সিপ্ কারবার নামা)

বঃ শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গচন্দ্র ঘোষ।

মহাশয় বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত সাং পেয়ারাপুর। কস্য পার্টনার সিপ কারবার নামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি এবং আপনি আমরা উভয়ে মোকাম চাকদহর বাজারে চাউল ধান্য ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের যে কারবারের দোকান খুলিলাম, ঐ দোকানের পুঁজি উভয়ে তুল্য অংশে ২৫০৲ টাকা হিসাবে মোট ৫০০৲ টাকা দেওয়া হইল, আমরা উভয়েই দোকানের কার্য্য করিব, তাহাতে ঐ কারবারের দ্বারা বাৎসরিক যে উৎপন্ন হইবেক, ঐ টাকায় দোকানের সমুদয় খরচ পত্রাদি হইয়া যে টাকা নিট মুনফা দাঁড়াইবে, তাহা আমরা উভয়ে তুল্য অংশে পাইব ও পাইবেন আমাদের মধ্যে কেহ কারবার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, দোকানের হিসাব হইয়া নগদ মজুত, ও দ্রব্যাদির মূল্য, ও বেলাত বাকী ইত্যাদি রেওয়া হইয়া যত টাকা মোট স্থিত হইবেক, তাহার মধ্যে রকম ।০ চারি আনা খরচা সববে বাদ রাখিয়া, বাকী বার আনা রকম টাকার অর্দ্ধেক, যিনি কারবার ত্যাগ করিবেন তিনি লইয়া কারবার ত্যাগ করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, ও পারিবনা, এতদর্থে আপনিও আমাকে এই মর্ম্মে এক খণ্ড লিখিত পঠিত করিয়া দিলেন ও দিলাম ইতি তারিখ সন১২৮৪ সাল ৫ আষাঢ়†

---

* দাতা গৃহিতার পিতার নাম জেলা, থানা, সাং লিখিতে হয়।

† দাতা গৃহিতার পিতার নাম জেলা থানা সাং লিখিতে হয়।

নগদ টাকার

দশম পরিচ্ছেদ।

(নগদ টাকার কারবারের নিয়ম)

অর্থ শালী ব্যক্তিগণ আপনং মূলধন বৃদ্ধি করিবার জন্য নগদ টাকা ঋণ দান করিয়া সুদের দ্বারা আয় বৃদ্ধি করেন। সুদ আইনানুসারে মাসং কিশতে ১৲ এক টাকার হিসাবে পাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু আবশ্যক মতে খাতকেরা যে হারে দিবার অঙ্গীকার করিয়া লিখিয়া দেন সেই হারে সুদ আদায় দিতে হয়, এবং পরিশোধ করিবার যে ওয়াদা লিখিত পঠিতে থাকে সেই সময় মতে পরিশোধ না করিলে মহাজনের পক্ষ হইতে দেওয়ানি আদালতে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে হয়, যদি কোন সম্পত্তি কিম্বা জমী জমা কি তালুক প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সহজে টাকা শোধ না দিলে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা টাকা আদায় হইতে পারে। আর স্বর্ণ রৌপ্য ও জহরাত ইত্যাদি মুল্য বান অস্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিলেও সহজে টাকা আদায় হইতে পারে।

(দাদন)

টাকা কর্জ্জ দেওয়াকে দাদন করা বলে।

(মহাজন)

যে ব্যক্তি ঋণ দান করেন তাঁহাকে উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন বলে।

(খাতক)

যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেন তাঁহাকে অধমর্ণ অর্থাৎ খাতক কিম্বা আসামী বলে।

(খত)

ঋণ গ্রহণ করিয়া যে লিখিত পঠিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাকে খত, কিম্বা তমসুকে বলে।

(ওয়াদা)

ঋণ পরিশোধের যে সময় স্থির করিয়া খতে লিখিত হয় তাহাকে ওয়াদা বলে।

(সর্ত্ত)

খতে যে সকল অঙ্গীকার লিখিত হয় তাহাকে সর্ত্ত বলে।

নগদ টাকার

(আসল)

মহাজন যে টাকা ঋণ দান করেন তাহাকে আসল বলে।

(সুদ)

ঋণ দান করিয়া মহাজনেরা খাতকের নিকট হইতে যে লাভ প্রাপ্ত হয়েন তাহাকে সুদ বলে। এবং কেহ২ মেতি বলে।

(বন্দকী খত)

ঋণ পরিশোধের বিষয়ে জামিনী স্বরূপ খতে যে কোন সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে বন্দকী খত কিম্বা মরগেজ বলে।

(সাদা খত)

যে খতে কোন বন্দক দেওয়া হয় না তাহাকে সাদাখত বলে।

(হাওলাত)

আত্মীয় ব্যক্তি গণের নিকট হইতে বিনা লেখা পড়ায় অল্প দিনের জন্য যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় তাহাকে হাওলাত বলে।

(হাতকর্জ্জা)

স্ত্রীলোক গণের নিকট হইতে ২।১ দিনের জন্য স্ত্রিলোকেরা যে ঋণ গ্রহণ করেন তাহাকে হাতকর্জ্জাবলে।

(কিস্তীর কাররার)

মহাজনের নিকট হইতে ১৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহার পর দিন হইতে ✓৫ এক পাই হিসাবে ২।১২ দুই মাস বার দিন পর্য্যন্ত আদায় দিলে ঐ টাকা ১৵ আনা সুদ সহ আদায় হয় এইরূপ কর্জ্জ দেওয়াকে কিস্তী বলে।

(চোটা)

মহাজনের নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া দৈনিক হিসাবে বেশী রকম যে সুদ আদায় হয় তাহাকে চোটা বলে।

(কিস্তীবন্দী)

খাতকগণ আপন২ দেনা টাকা একবারে দিতে না পারিয়া মাস২ আদায় দিবার যে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়াছেন তাহাকে কিস্তী বন্দী বলে।

নগদ টাকার রোকড়।

বিতারিখ ৩০ আশ্বিন।
রোজ শুক্রবার

জমা খরচ

সুদ আদায় খাতে জমা ।০
শ্রীরাম সরকার ৩৲ ০
৩৲
কৈঃ
নিজ রোজজমা ৩৲
সাবেক
মজুত ২০১৲
২০৪৲
বাদ খরচ ০
২০৪৲

বিতারিখ ৩০ চৈত্র
রোজ রবিবার
দিনায় রোজ নামা জমা খরচ।

জমা খরচ

শ্রীরাম সরকার
গুঃ খোদ তাগিদ্ দারের মাহিয়ানা খরচ
সুদ আদায়
৩৲ ৩৲
আসল ৩৭৲ ৩৲
৪০৲ কৈঃ
নিজ রোজ জমা ৪০৲
সাবেক মজুত ২০৪৲
২৪৪৲
বাদ খরচ ৩৲
২৪১৲

নগদ টাকার

বিতারিখ ৩১ চৈত্র

রোজ সোমবার

জমা

শ্রী নবীন চন্দ্র দত্ত।

আদায় আসল

১৫০৲

সুদ ২০॥৵৩

২৭০॥৵৩

খরচ

০

কৈঃ

নিজ রোজ

২৭০॥৵৩

সাবেক মজুত

২৪১৲

৫১১॥৵৩

নগদ টাকার সুদের হিসাব।

হিঃ শ্রীশ্রীরাম সরকার।

জমা	খরচ
৩০ আশ্বিন	বিঃ ২ বৈশা-
গুঃ খোদ	খের খত
সুদ আদায়	টাকায় ৫ এক
৩৲	হিসাবে সুদ
৩০ চৈত্র	
গুঃ খোদ	
৪০	
৪৩৲	

আসল	সুদ	একুন
৫০৲	০	৫০৲
সুদ	মাহ	
জ্যৈষ্ঠ	৸১০	৸১০
৫০	৸১০	৫০৸১০

নগদ টাকার সুদের হিসাব ॥

হিঃ শ্রীনবিন চন্দ্র দত্ত।

জমা	খরচ
২০ চৈত্র	বিঃ ২০ বৈশা-
গুঃ খোদ	খের খত
আদায়	কর্জ্জ দাদন
আসল	টাকায় ৫
২৫০৲	হিসাবে সুদ
সুদ ২০॥৵৩	
২৭০॥৵৩	

আসল	সুদ	একুন
২৫০৲		২৫০৲
সুদ ইঃ ২০ বৈশাখ		
নাঃ ৩০ রোজ ১১ দিনের		
ফাত	১।৵১৩	১।৵১৩
২৫০৲	১।৵১৩	২৫১।৵১৩

নগদ টাকার

সুদ ইঃ আষাঢ়
নাঃ আশ্বিন
৪ মাহার কাত

সুদ ইঃ কার্ত্তিক।
নাঃ ফাল্গুণ।

৩৮৶১০ ৩৮৶১০
৫০ ৩৮৶১০ ৫৩৮৶১০

১১৶১০ ১১৶১০
২৫০৲ ২০॥৶৩ ২৭০॥৶৩

সুদ ইঃ কার্ত্তিক নাঃ চৈত্র ঃ
৪॥১ ৪॥১
৫০ ৮॥৴১০ ৫৮॥৴১০

ওয়াশীল
২৫০৲ ২০॥৶৩ ২৭০॥৶৩
০ ০ ০

ওয়াশীল
৩৭৲ ৬৲ ৪৩৲
১৩৲ ২॥৴১০ ১৫॥৴১০

নগদ টাকার নিকাশী রেওয়া।

আসামী	জমুলা রূপেরা	লাভ	লোকসান
		২৬৶১০	০
আসল টাকা বিঃ রোকড়	৫০১৲	জায় নগদ মজুত	
সুদ বিঃ হিসাব	২৯৶১৬	১০॥৶৩	
	৫৩০৶১৬		
বাদ শোধ আসল টাকা	৫০১৲		
	২১৶১৬		
বাদ খরচ	৩৲		
	২৬৶১৬		

বিলাত বাকী
শ্রীরাম সরকার
আসল ১৩৲
সুদের বাকী ২॥৴১০
১৫॥৴১০

ধান্য বাড়ির কারবারে নিয়ম।

বাড়ির দ্বারা অতি অল্প দিনের মধ্যে ধান্য বৃদ্ধি হইয়া উঠে যে কাঠায় বা আড়ির দ্বারা ধান্য পরিমাপ করিয়া খাতক গণকে দিতে হয় ঐ কাঠার দেড়া কিম্বা সওয়াই কি সাতাই এক বৎসরের মধ্যে খাতকগণের নিকট হইতে পাইতে হয় এই রূপ যাহার সঙ্গে যে নিয়মে বাড়ির ধার্য্য হয় তদনুসারে তাহার স্থানে ধান্য আদায় পাওয়া যায়। বৈশাখ মাস হইতে ধান্য বাড়ি দেওয়া আরম্ভ হইয়া নাঃ আশ্বিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, কিন্তু তাহাতেও এক বৎসরের যে মুনফা হইবে তাহা মহাজন পাইবেনা। ধান্য আদায়ের সময় পৌষ ও মাঘ ও ফাল্গুণ মাস পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক ধান্য আদায় করতঃ গোলাযাত করিতে হয়। তদপরে সুরু বৈশাখ মাস হইতে ধান্য বাড়ির দাদন আরম্ভ হয়।

(বাড়ি)

বাড়িশব্দে বাড়ান, ধান্য ধার দেওয়া কে বাড়ি দেওয়া বলে।

(মুনফা)

ধান্য বাড়ি দিয়া যাহা মুনফা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে মুনফা কিম্বা বাড়ির উপস্বত্ব বলে।

(দেড়াবাড়ি)

ধান্য যে আড়িতে মাপিয়া বাড়ি দেওয়া হয় ঐ আড়ির দ্বারায় আদায় লইতে হয়। আসল ধান্য যত আড়ি তাহার অর্দ্ধেক মুনফা স্বরূপ যে আদায় লওয়া হয় তাহাকে দেড়া বাড়ি বলে।

(সাতাই বাড়ি)

ঐ রূপ যে ধান্য বাড়ি দেওয়া হয় তাহার আসলের উপর প্রতি আড়িতে ঐ আড়ির তিন পোয়া রকম মুনফা আদায় হইলে তাহাকে সাতাই বাড়ি বলে।

(সওয়াই বাড়ি)

যে আড়িতে ধান্য বাড়ি দেওয়া হয় ঐ আড়ির এক পোয়া রকম মুনফা আদায় হইলে তাহাতে সওয়াই বাড়ি বলে।

(আড়ি)

৮০ ওজনের চারি সেরে এক আড়ি হয় তাহার ২০ বিশ আড়িতে /০ এক বিশ ধান্য হয় তাহার ষোল বিশে ১৲ এক কাহণ কি এক পৌটী হয়। আড়ির মাপ স্থানে২ নানা প্রকার আছে, রাড়দেশে ৬০ ওজনে ১০ দশ সেরে আড়ি হয়।

(কয়াল)

যে ব্যক্তি ধান্য মাপিয়া আদান প্রদান করে তাহাকে কয়াল বলে।

(গোলাবাটী)

যে স্থানে গোলা বসাইয়া তাহাতে ধান্য রাখা হয় ঐ স্থানকে গোলাবাটীবলে, এবং যাহাতে ধান্য রাখা হয় তাহাকে গোলা, মরাই, বাখারি ইত্যাদি দেশ বিশেষে নানা প্রকার নাম বলে।

(গোলাবাটীর গোমাস্তা)

যে ব্যক্তি গোলাবাটীর কর্ত্তৃত্ব করে তাহাকে গোমাস্তা বলে।

(ধান্যের অঙ্ক)

৻১ এক গণ্ডায় এক আড়ি /০ একপণে এক বিশ কিম্বা এক শলি এবং ষোল বিশে ১৲ এক কাহন কিম্বা এক পৌটী হয়। অঙ্ক এইরূপ লিখিতে হয়।

ধান্যবাড়ির রোকড় জমা খরচ।

ফিরিস্তী ধান্য বাড়ির রোকড় জমা খরচ মোকাম নৈহাটী মহাজন শ্রীঅন্নদা প্রশাদ দত্ত। সন১২৮৫ সাল। তারিখ ২২ বৈশাখ সোমবার। [জমা খরচ

জমা	খরচ
গোলা মজুত ধান্য /৪ সেরা আড়ির মাপের ৫৷৷/০	দাদন ধান্য ১৷৷০ দেড়া বাড়ির হিসাবে শ্রীশ্যামাচরণ রায়।
	শুঃ খোদ ১/০
৫৷৷/০	ঐ হারে দাদন শ্রীকালি শঙ্কর ঘোষ ৷৷৵০
কৈঃ	ঐ হারে দাদন গৌর পাল
গোলা মজুত	১৵০
৫৷৷/০	২৸/০
বাদ খরচ	
২৸/০	
২৸০	
জিঃ গোমাস্তা	

হিঃ শ্রীকালিশঙ্কর ঘোষ।

জমা

৩০ অগ্রহায়ণ

শুঃ খোদ ৳১৶০

খরচ

২২ বৈশাখ দাদন ধান্য ১॥০

বাড়ি ॥৶০

আসল সুদ একুন

বাড়ি ইঃ বৈশাখ নাঃ অগ্র-

হায়ণ ॥৶০ ।৴০ ৳১৶০

॥৶০ ।৴০ ৳১৶০

হিঃ শ্রীশ্যামাচরণ রায়।

সাঃ নৈহাটী।

জমা

৩০ অগ্রহায়ণ

শুঃ খোদ ১॥৴১০

১॥৴১০

খরচ

২২ বৈশাখ দাদন ধান্য ১॥০

দেড়া বাড়ি ১৴০

আসল সুদ একুন

বাড়ি ইঃ ২২ বৈশাখ

নাঃ অগ্রহয়ণ

১৴০ ॥১০ ১॥৴১০

১৴০ ॥১০ ১॥৴১০

হিঃ শ্রীগৌর পাল।

সাঃ কাশীপুর।

জমা

৩০ অগ্রহায়ণ শুঃ খোদ

১॥৶০

১॥৶০

খরচ

২২ বৈশাখ দাদন ধান্য বাড়ি

১॥০ হিসাবে ১৶০

আসল সুদ একুন

ইঃ ২২ বৈশাখ নাঃ অগ্রহায়ণ

বাড়ি ১৶০ ॥৴০ ১॥৶০

১৶০ ॥৴০ ১॥৶০

ধান্যবাড়ির লাভ লোকসানের রেওয়া হিসাব।

আসামী	জমলা
	ধান্য
দাদন বাদে নাঃ বৈশাখ গোলায় মজুত	২৮০
আদায় আসামী হায় শ্যামাচরণ রায়	১॥/১০
কালিশঙ্কর ঘোষ	৮৶০
গৌর পাল	১॥৶০
	৬৮৶১০
মুশমা সাবেক ধান্য বিঃ রোকড়	৫॥/০
	১।৶১০
	জায়
লাভ	লোকসান
১।৶১০	০

জায়

মজুত ১।৶১০

বেলাত বাকী

জিম্মা আসামী হায় ০

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ যেং বিশেষ বিষয় ইস্তাহার নামা ক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের কৌন্সেলে ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ১ মেই মোতাবেক বাঙ্গালা ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২০০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেক বিলায়তি ১২০০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫০ সালের ৬ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরি ১২০৭ সালের ১৯ রমজান আইনের মতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া জারি করিলেন।

শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর কৌন্সেলের হুজুর হইতে সুবে বাঙ্গালার ও সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যার মোতালক কর সম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির স্থির রাজস্ব অর্থাৎ মোকররী জমার ধার্য্য যুক্তে যে যে বিশেষ বিষয় সমস্ত জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী দিগের কারণ ইংরাজী ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চের ইস্তাহার নামাক্রমে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সেই ইস্তাহার নামার তারিখ হইতে এক্ষণে আইন মতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া নীচের লিখনানুসারে চলন ও জারি হইবে।

ইস্তাহারের ১ দফা।

২ ধারা সুবে জাত বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মোতালক কর সম্পর্কীয় সমস্ত ভূমির ১০ দশ সনি বন্দোবস্তের নিমিত্ত যে সকল আইন ইংরাজী ১৭৯০ সালের ১০ ফেব্রয়ারিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে ভূম্যধিকারী দিগের জানান যাইতেছে যে যে সকল অধিকারী ঐ সকল আইনের মতে আপনাদিগের ভূমির যে বন্দোবস্ত সরকারে করিবেক তাহাতে তাহাদিগের ভূমির যে মোকররী জমার ধার্য্য হইবেক তাহা বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবের মঞ্জুর হইলে দশ সনের পরেও ফের ফার না হইয়া চির কাল বাহাল থাকিবেক।

ইস্তাহারের ২ দফা।

৩ ধারা সম্প্রতি বিলাতের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব দিগের হুজুর হইতে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল মারকিষ কর্ণওয়ালিষ বাহাদুরের প্রতি এমত কর্ত্তৃত্ব অর্শিল যে সুবে জাত বাঙ্গালা ও বেহার ও

উড়িষ্যার মোতালক সমস্ত জমিদারী ও হুজুরি তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী দিগের এই সম্বাদ দেন যে দশ সনি বন্দোবস্তের আইন হায়ের মতে তাহাদিগের ভূমির যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে কিম্বা হয় তাহা চিরকাল স্থিরতর ও বাহাল রহিবেক।

ইস্তাহারের ৩ দফা।

৪ ধারা সম্প্রতি ঐ শ্রীযুতের উপর লিখিত কর্তৃত্ব ক্রমে সমস্ত জমিদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারী যাহার দিগের সঙ্গে ঐ সকল আইনের মতে ভূমি বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার দিগের এই সমাচার দিতেছেন যে, সরকারের সহিত তাহাদিগের যে ১০ দশ সনি বন্দোবস্ত ক্রমে যে মোকররী জমা ধার্য্য হইয়াছে ঐ মেয়াদ গতেও ঐ জমার ফেরফার না হইয়া তাহাদের উত্তরাধিকারী ক্রমে চির কাল স্থিরতর থাকিবেক।

ইস্তাহারের ৪ দফা।

৫ ধারা—যে যে জমিদারের জমার উপরে প্রস্তাবিত আইন সকলের মতে মোকররী জমার ধার্য্য হইয়া তাহাদিগের কবুল না করা নিমিত্ত অপরের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে শ্রীযুক্ত জানাইতেছেন যে ঐ সকল জমিদার যদি পুনরায় ঐ জমা কবুল করে তবে ঐ সকল ভূমি তাহাদের হস্তগত হইয়া বিনাফের-ফারে সেই জমাতেই তাহাদিগের উত্তরাধিকারী ক্রমে ভোগ দখল থাকিবেক।

ইস্তাহারের ৫ দফা।

৬ ধারা সরকারের খাসের যে সকল ভূমি আছে তাহা যাহাকে দেওয়াযায় সেই সময় যে মোকররী জমা ধার্য্য হইবেক তাহা চির কাল উত্তরাধিকারী ক্রমে স্থিরতর থাকিবে।

ইস্তাহারের ৬ দফা।

৭ ধারা পূর্ব্বে যে সমস্ত দাঁড়া ছিল যে, খাজানা বাকী হইলে মহালে ক্রোক সাঁজোয়াল দিয়া আদায় লওয়া হইত এবং সময়েং জমিদারগণকে বেশী খাজানা তলব করা যাইত তাহা সমস্ত রহিত হইয়া শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর এই অভি প্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে ভূম্যধিকারী গণেরা আপনা দিগের ভূমির মোকররী জমা ধার্য্যের ফলকে অতি সুন্দর ও দৃঢ় জ্ঞান করিয়া আপনাদিগের

ভূমির উৎপন্ন বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেক ও তাহার লাভ ও মুনফার উপস্বত্ব ভোগ তাহারা উত্তরাধিকারী ক্রমে করিবে এবং কস্মিন কালে বেশী দিতে হইবেকনা কেবল সরকারের মালগুজারি ধার্য্য কৃত সময়ে দিতে হইবেক তাহা না দিলে তাহাদের ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবেক তাহা কদাচ ছাড়ান যাইবেনা ।

ইস্তাহারের ৭ দফা ।

৮ ধারা শ্রীযুক্ত গবর্ণরজেনেরেল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল ভূম্যধিকারী দিগে নীচের লিখনানুসারে জ্ঞাত করিতেছেন যে ছোট বড় বিশেষতঃ দুস্থ গরিব দিগের রক্ষা নিয়ত করেণ ঐ সকল লোকের মঙ্গল ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন নির্দ্দিষ্ট করিবেন তাহাতে জমিদার গণের মোকররী জমার প্রতি আপত্তি হইতে পারিবেকনা ।

২।৩ প্রকরণ সরকারের খাসের ভূমি কি কোন অসিদ্ধ লাখেরাজ বাজে আপ্ত হইয়া যে জমা স্থিত হইবেক তাহা ভূম্য ধিকারী গণকে অর্শিবেনা ।

৪ প্রকরণ ভূম্যধিকারী গণের যে মোকররী বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কিছু নগদ ও ভূমিতে থানা দারি ওগয়রহের অর্থে আখেরা জাতে মিনাহ পাইয়াছে তাহা জমিদার গণের অধিকার হইতে খারিজ ও আলাহিদা জানে ঐ সকল ভূমির খাজানা হইতে পুলিস সংক্রান্ত খরচ হইবেক ।

ইস্তাহারের ৮ দফা ।

৯ ধারা সমস্ত জমিদারগণ জানে যে তাহাদিগের আপন২ স্বত্ব যে কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবেক ও তাহা স্থিরতর থাকিবেক ।

ইস্তাহারের ৯ দফা ।

১০ ধারা যে সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত মোকররী জমার ধার্য্য ক্রমে হইয়াছে তাহার তাহুতের বিষয় বিস্তার রূপে লিখিত ইত্যাদি ।

ইস্তাহার নামার ১০ দফা ।

১১ ধারা যে সকল জমিদারী সরকারের নীলামে খাস দখল বা ইজারা বিলি থাকিয়া নীলাম হইলে যে জমায় বিক্রয় হইল তাহাই স্থির থাকিবে ।

বণ্টন।

জমিদারী কি হুজুরি তালুক প্রভৃতির ভুমি সকল অংশবরণ।

৩ ধারা যে কোন জমিদারী কিম্বা হুজুরি তালুক অথবা অন্য ভুমির মালগুজারি বরাবর সরকারে দাখিল হয় তাহা যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশে অংশ করিবার হুকুম হয় তবে যে কালেক্টরির অধীন মহাল সেই কালেক্টরের প্রতি ভার হইবে।

৪ ধারা ১ প্রকরণ যদি জমিদারীর কি অপর২ ভুমির অংশীদারেরা চাহে যে তাহাদের জমিদারীর ভুমি সকল ২ কি ৩ অংশে অংশ করা হয় তবে সমস্ত অংশীরা আপন২ অংশ বর্নন পূর্ব্বক সকলে দস্তখত ও মোহর করিয়া ৪ জন সাক্ষ্যর প্রমাণে এক দরখাস্ত করিবেক এবং ঐ অংশীদারের মধ্যে কেহ২ আপন২ অংশ পৃথক রূপে ভোগ দখলের কিম্বা ২। ৩ জনে এক সামিলে রাখিবার বাসনা করে তবে তাহার নিদর্শন কালেক্টর সাহেবের নিকট দেয় তাহা হইলে কালেক্টর ঐ দরখাস্তের প্রর্থনা অনুসারে বিভাগ করিয়া তাহার কৈফিয়ত বোর্ড রেভিনিউ কি বোর্ড কমিসন সাহেবের হুজুরে পাঠাইবেন ও তাহার অংশাংশ করা সমাপ্ত হইলে পর মোট জমিদারীর উপর ধরা গিয়া যত টাকা খরচা হয় তাহা অংশীদারগণের শিরে দেনা হইয়া তাহাদের আপন২ অংশের জমার মেগদার সকলকে দিতে হইবেক।

২ প্রকরণ জমিদারীর অংশীদারেরা আপন২ সুবিধা অনুসারে অংশ করাইতে চহিলে সেইমত দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট দাখিল পূর্ব্বক ৪ জন সাক্ষ্যর দ্বারা প্রমাণ দেওয়াইবে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ বিষয় সংক্রান্ত এলাকাদার গণকে নিম্ন লিখিত পাঠে ইস্তাহার নামা জারি হওনের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ভুমির অংশাংশ দাখিল হওয়ার দরখাস্তের অনুসারে হইবকে আর যদি মেয়াদ অতীত হওনের পুর্ব্বে ঐ জমিদারীর ভোগাধিকারী গণের মধ্যে কেহ এরূপ দরখাস্ত করে যে যাহারা আমাদের ভূমির দখলিকার এজাহার করিতেছে তাহারা প্রকৃত অধিকারী নহে তাহা হইলে ঐ বিষয় দেওয়ানি আদালত হইতে নিষ্পত্তি নাহওয়া পর্য্যন্ত অংশ নির্ণয় করা বন্ধ থাকিবে।

বণ্টন।

৩ প্রকরণ, ভূমিরহিস্যা খারিজ করিয়া লইবার দাওয়ার বিষয়ে যদি তাহার তরফ হইতে ওজরের লিখন মেয়াদ মধ্যে দাখিল না হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের কৈফিয়ত রেভিনিউ বোর্ডে পাঠাইবেন এবং ভূমি অংশাংশ পশ্চাৎ যে প্রকারে প্রসঙ্গ হইবেক সেই মত করিবেন এবং ঐ বাটয়ারার খরচা কার্য্য সমাপ্ত হইলে অংশীগণের শিরে তাহাদের অংশের জমার আন্দাজ সকলের দেনা হইবেক কিন্তু অংশীগণেরা ঐ খরচা সকলে মিলিয়া বন্দোবস্ত করিয়া লইবার বাধা হইবেক না, আর ঐ খরচা অংশীদারেরা সম্যক দাখিল করিলে কালেক্টর সাহেব লইবেন এবং দাখিল না করিলে বাকী মালগুজারির যে রূপ বিধি আছে তদনুসারে আদায় হইবেক।

৪ প্রকরণ, এই ধারার লিখিত সমস্ত কথা যে জমিদারীর অংশী-গণের অংশ মহাল বিশেষে স্বতন্ত্র থাকে এমত জমিদারী অংশাংশ সকল, খারিজ হওনের বিষয়েতেও খাটীবেক।

৫ ধারা, কোন জমিদারী প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র সীমা নিরূপণ হইবার সময় কাহারও হিস্যার উপর অপর কাহারও হক আদালত হইতে সাব্যস্ত হইলে সেই হিস্যা ডিক্রীদার কে দখল দেওয়াইবার হুকুম কালেক্টর সাহেবের নিকট দেওয়ানি আদালত পাঠান এবং এই সংক্রান্ত খরচা যে ব্যক্তি ঐ স্বত্ব কবুল না করিয়া থাকে তাহার শিরে পড়িবেক।

৬ ধারা, বণ্টন সময়ে দুই তিন কি ততোধিক জন যদি কোন অংশ একজনের কি কোন অংশ একত্রে দুইজনে ভোগ করিতে চাহে তবে সেই বিষয় দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে করিতে পারে, এবং তিনি কোন আপত্তি না থাকিলে লিখিত মত কার্য্য করেন ও তাহা সেরেস্তায় লিখিয়া রাখেন এবং বোর্ডে এ বিষয়ের সম্বাদ দেন।

৭ ধারা, কোন জমিদারী প্রভৃতি অংশাংশ সময়ে এমত করিয়া অংশ করিতে হয় যে এক জনের এক এক অংশ সম্পোষ্য ও সুবিধা মত এক২ স্থানে হয়।

২। যে জমার সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক এক হাজার পর্য্যন্ত হয়, তাহার প্রথম ৫০০৲ শতের উপর শতকরা ১০৲ টাকা ও বাকী টাকার উপর ৮৲ টাকা করিয়া।

৩। যে জমার সংখ্যা এক হাজারের উপর আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা, ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮৲ আট টাকা বাকী টাকার উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া।

৪। যে জমার সংখ্যা আড়াই হাজারের উপর পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত হয়, তাহার আড়াই হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে, পাঁচ শত পর্য্যন্ত শতকরা ১০৲ দশ টাকা তাহার পর আর ৫০০৲ শতে শতকরা ৮৲ টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা, তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩৲ তিন টাকা করিয়া।

৫। যে জমার সংখ্যা ৫০০০৲ হাজারের উপর ১০০০০৲ দশ হাজার পর্য্যন্ত হয় তাহার ৫০০০৲ হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে এতাবতা প্রথম ৫০০৲ পাঁচ শতের উপর সতকরা ১০৲ দশ টাকা তাহার পর আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮৲ টাকা তাহার পর আর ১৫০০৲ টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩৲ টাকা আর বাকী টাকার উপর শত করা ২৲ টাকার হিসাবে।

৬। যে জমার সংখ্যা দশ হাজারের উপর ২৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়, তাহার দশ হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে এতাবতা পাঁচ শতের উপর শত করা ১০৲ দশ টাকা হিসাবে আর ৫০০৲ শতের উপর শতকরা ৮৲ টাকা হিসাবে তাহার পর দেড় হাজারের উপর শত করা ৫৲ পাঁচ টাকা, তাহার পর ২৫০০৲ টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ১৲ টাকার হিসাবে।

৭। যে জমার সংখ্যা ২৫০০০৲ হাজারের উপর ৫০০০০৲ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হয়, তাহার পচিশ হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে এতাবতা প্রথম ৫০০৲ শত টাকার উপর শতকরা ১০৲ দশ টাকা তাহার পর ৫০০৲ টাকার উপর শতকরা ৮৲ টাকা তাহার পর

বণ্টন।

১৫০০৲ টাকার উপর শতকরা ৫৲ টাকা তাহার পর ২৫০০৲ টাকার উপর শতকরা ৩৲ টাকা তাহার পর ২৫০০০৲ হাজার টাকার উপর শতকরা ২৲ টাকা তাহার পর ১৫০০০৲ হাজার টাকার উপর শতকরা ১৲ টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷৹ আট আনা হিসাবে।

৮। যে জমার সঙ্খ্যা ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজারের উপর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হয়, তাহার পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে এতাবতা প্রথম ৫০০৲ শতে শতকরা ১০৲ দশ টাকা আর ৫০০৲ শতে শতকরা ৮৲ টাকা তাহার পর ১৫০০৲ হাজারের উপর শতকরা ৫৲ টাকা তাহার পর ২৫০০৲ হাজারের উপর শতকরা ৩৲ তাহার পর ৫০০০০৲ হাজারের উপর শতকরা ২৲ টাকা তাহার পর ১৫০০০৲ হাজারের উপর শতকরা ১৲ টাকা তাহার পর ২৫০০০৲ পচিশ হাজার টাকার উপর শতকরা ৷৷৹ আনা হিসাব বাকী টাকার উপর শতকরা ।৹ হিসাবে।

৯। যে জমার সংখ্যা এক লক্ষের উপর যত টাকা হয়, তাহার লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত উপরোক্ত মতে বাকী টাকার উপর ফিশতে ৶৹ আনা হিসাবে।

উপরের লিখিত হিসাবে টাকার ছিটধরা যাইবে।

২ প্রকরণ, উপরের লিখিত প্রকরণেতে আমীনের নিমিত্তে যে মেহনতানা ও তাহার আমলা খরচ কারণ অর্থাৎ যদি ভূমি জরিপ করা উচিত হয় তবে ক্ষুদ্র২ আমীন বাহাল করিবে তাহাতে যে খরচ আবশ্যক হয় তাহা কালেক্টর সাহেব ধার্য্য করিয়া দিলে অংশ মত জমিদারগণের শিরে দেনা হইবেক।

অষ্টম।

সন১৮১৯ সালের ৮ আইন।

২ ধারা, হুকুম হইল যে যে কোন করার দাদ পাট্টা ও কবুলতি অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শন পত্র অনুসারে দশ সালের অধিক নিরূপিত মেয়াদে কি সর্ব্বকালের নিমিত্তে জমা ধার্য্য হইয়া সরকারের তাহুতদার জমিদারের কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করার দাদ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার পক্ষ হইতে যে কোন তালুক

৭ ধারা পত্তনি স্বত্ব খরিদার ১ এক মাস মধ্যে জমিদারের নিকট হাজির হইয়া ৫ ধারার বিধান মতে খারিজ দাখিল করিয়া না লইলে জমিদার আপন ক্ষমতায় ঐ পত্তনি তালুক ক্রোক দখলে রাখিয়া সাঁজয়াল পাঠাইয়া খাজানা আদায় করেন তাহাতে আদায়ী টাকা হইতে খরচ খরচা সমেৎ জমায় বাদ দিয়া যাহাবেশী থাকে তাহা পত্তনিদার পাইবেক কিন্তু অকুলান হইলে ঐ টাকা খরিদার কে দিতে হইবেক।

৮ ধারা জমিদার পত্তনির বাকীর জন্য বৎসরের মধ্যে ২ বার নীচের লিখিত তারিখে দরখাস্ত করিতে পারিবেক।

২ প্রকরণ, বৈশাখ মাসের ১ তারিখে গুজস্তা সনের বাকী নিমিত্তে ৯ আরজী জেলার দেওয়ানি আদালতে ৯ আরজী কালেক্টরিতে দাখিল করিবেক এবং তলবি টাকা ১ জ্যৈষ্ঠ তারিখের পুর্ব্বে জমিদারের নিকট আদায় না দিলে পত্তনি স্বত্ব নীলাম হইবার বিষয়ে ঐ আরজীর সঙ্গে ৯ ইস্তাহার নট্‌কান যাইবেক ঐ তারিখ রবিবার হইলে যে তারিখ নীলামের জন্য ধার্য্য হয় ঐ মজমুনে দোসরা এক খণ্ড ইস্তাহার জারি করিতে হইবেক। এবং ঐ ইস্তাহারের নকল জমিদারের প্যাদার মারফতে মফঃস্বল পাঠাইতে হইবেক প্যাদার কর্ত্তব্য যে পত্তনিদার কি তাহার নায়েবের রসিদ লয় যাদি তাহা না দেয় তবে মাতর্ব্বর ৪ জন প্রজার স্থানে রসিদ লয় যদি তাহা না পাওয়া যায় তবে নিকটস্থ কোন মোনসফি আদালত কি পুলীস থানায় হাজীর ইহয়া ইস্তাহার জারি হওন বিষয়ের হলফান এজাহার দিয়া তাঁহাদের একজনের দস্তখত মোহরি সাটিফিকেট আনে।

৩ প্রকরণ, ঐ মত নাঃ আশ্বিনের বাকীর জন্য ১লা কার্ত্তিক দরখাস্ত করিয়া বাকীদারের পত্তনি স্বত্ব ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে নীলাম হইবার কথা সম্বলিত ইস্তাহার জারি করিলে যদি সমস্ত টাকা জমিদারের নিকট আদায় না করে তবে ইঃ বৈশাখ নাঃ আশ্বিন বাকীর চৌথাই বাকী থাকা স্থির হইলে ইস্তাহারের লিখিত তারিখে পত্তনি মহাল নীলাম হইবেক।

৯ ধারা, জেলার কালেক্টর সাহেবের হুজুরে পত্তনি মহাল অষ্টমে নীলাম হইবেক তাহাতে যে বেশীডাকে তাহাকে দেওয়া

যাইবেক কেবল বাকীদার খরিদ করিতে পারিবেক না এবং পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে ২ ঘণ্টার মধ্যে নগদ দাখিল করিতে হইবে তাহা না পারিলে ঐ ডাক না মঞ্জুর করিয়া ঐ দিবস রীত্যনুসারে পুনরায় নীলাম হইবেক তাহাতে ১৫৲ টাকা হিসাবে আনামত বাদে বাকী পণের টাকা খরিদের তারিখ হইতে ৮ দিনের ২ দুই প্রহরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা না করিতে পারিলে তাহার পরদিবস নিয়মিত সময়ে ঐ লাট নীলাম করিয়া প্রথম নীলামের অপেক্ষায় যদি মূল্য কমী হয় তাহা প্রথম খরিদারকে দিতে হইবেক এবং ১৫৲ টাকা হিসাবে যে টাকা দাখিল করিয়াছে তাহা ফেরত পাইবেক না।

১০ ধারা নীলামের সময় জমিদারের তরফ আমলা মফস্বলের রসিদ ও পত্তনিদারেব কবুলতি, কিস্তীবন্দী ও বাকীর হাত নাগাইদ হিসাব সহ হাজির থাকিবেক।

১১। ধারা, ২।৩।৪ প্রকরণ, এই আইন মতে পত্তনি তালুক নীলাম হইলে পত্তনি-দারের কৃত কার্য্য সমস্ত রহিত হইবেক।

১২ ধারা জমিদারের বাকীর জন্য যে রূপ পত্তনি স্বত্ব নীলাম হয় ঐ রূপ পত্তনি দারের পাওনার জন্য দরপত্তনি স্বত্ব নীলাম হইতে পারিবেক তাহাতে যে সকল নিয়ম এই আইনে আছে তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক দান কি বিক্রয় কি ইস্তফা দিলে ঐরূপ সম্বন্ধ রাখি-বেক না।

১৩ ধারা, ১।২।৩।৪ প্রকরণ, পেটাও তালুকদার প্রধান তালুক দারকে খাজানা দিলে ও প্রধান তালুকদার জমিদারকে খাজানা নাদিলে ১২ ধারার হুকুমে পেটাও অর্থাৎ দরপত্তনিদার প্রভৃতির হানি হয় এমতে দরপত্তনিদার জমিদারের পাওনা বাকী ইস্তাহারের লিখিত টাকা কালেক্টরিতে আনামত করিলে পত্তনি তালুক বিক্রয় মঃকুপ হইবে এবং দরপত্তনি দারের যদি খাজানা বাকী থাকে তবে ঐ কথা জেগের দিয়া টাকা আনামত করিবে আর যদি পত্তনিদারের নিকট দেনা না থাকে তবে শতকরা ১২৲ টাকা হিসাবে সুদ সহ ঐ টাকা ফেরত পাইবে ঐ টাকা যত দিন পর্য্যন্ত না দেওয়া যায় সেই পর্য্যন্ত ঐ পত্তনি স্বত্ব বন্ধক থাকিবেক।

১৪ ধারা, ১ প্রকরণ, জমিদারের পাওনা টাকা নীলামের দিবস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে ৯।১০ ধারা মতে পত্তনি তালুক নিশ্চয় নীলাম হইবেক তাহা কোন মতে আটক হইবেক না যদি কেহ জমিদারের বাকী স্বীকার না করে এবং অপর২ দাওয়া করে তবে নম্বরি নালীশ করিলে যদি দাবি প্রমাণ হয় তবে মায় খরচা নীলাম রদের ডিক্রী হইবেক ঐ মোকর্দ্দমায় খরিদার কে আসামী করিতে হয়।

২ প্রকরণ, কোন তালুকদার জমিদারের বাকী স্বীকার না করিলে সে ইস্তাহারের মেয়াদ মধ্যে সরা সরিতে দরখাস্ত করিয়া দলিলাদী যাহা আবশ্যক তাহা দাখিল করিয়া অল্পদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করাইতে পারে, তাহাতে যে রূপ হয়, অর্থাৎ যে তজ্ঞবিজ হইবেক সেই রূপ হইতে পারে মেয়াদ মধ্যে নিষ্পত্তি না হইলে জমিদারের নির্দ্দেশ মতে নীলাম হইবেক কিন্তু তাহার দায়ী জমিদার।

১৫ ধারা, ১।২।৩ প্রকরণ অষ্টমের নীলাম খরিদার পণের টাকা দাখিল করিলে যে সার্টিফিকেট পাইবেক তাহা দর্শাইলে এবং অর্দ্ধেক কিম্বা পুরা জমার জামীন দিলে জমিদার খরিদার কে দখল দিবেন, তাহাতে বিলম্ব করিলে দেওয়ানি আদালতের নাজীর আসিয়া দখল দিবেক জমিদার কর্ত্তৃক তর্ক হইয়া দখলের বিলম্ব হইলে ৬ ধারা মতে কার্য্য হইবে।

১৭ ধারা, ১।২ প্রকরণ, পণের টাকা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্টের ফিচ কর্ত্তন হইবে।

৩ প্রকরণ, পণের টাকা হইতে সেই বৎসরের জমিদারের প্রাপ্য খাজানা মায় সুদ খরচা সমেত আদায় হইবেক জমিদারের বেশী পাওনা বাকী থাকিলে তাহার অপর২ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া আদায় হইতে পারিবেক।

৪ প্রকরণ, যদি জমিদারের পাওনা শোধ হইয়া বেশী টাকা মজুত হয় তাহা হইলে দরপত্তনিদার কি অপর কেহ পাওনাদার থাকে তাহাদের নিমিত্তে কালেক্টরিতে ঐ টাকা আনামত থাকিবেক।

৫ প্রকরণ, পত্তনি তালুক বিক্রয় হওয়াতে দর পত্তনিদারের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহার বাবত ২ মাসের মধ্যে নালিশ করিতে পারে

অষ্টম।

এবং তাহা প্রকৃত থাকা প্রমাণ হইলে আদালত ডিক্রী দিবেন আর যদি বেশী দাবী দার থাকে, তবে আনামতি টাকা হইতে সকলকে বিভাগ করিয়া দিবেন।

৬ প্রকরণ, পত্তনিদারের নিকট দরপত্তনিদার প্রভৃতির দেনা থাকিলে তাহা শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত নালিশ চলিতে পারে না।

৭ প্রকরণ, দরপত্তনিদার প্রভৃতি কোন পাওনা দারেরা ২ মাস মধ্যে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার দাওয়া দর পেস না করিলে উদ্বৃত্ত টাকা পত্তনিদার ফেরত পাইবেক।

৮ প্রকরণ, আনামতি টাকায় যাহার স্বার্থ থাকে, সে ঐ তারিখের ডিষকাউন্ট কি প্রমিয়ম অনুযাই নগদ টাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানির কাগজ দাখিল করিলে আনামতি টাকা ফেরত লইতে পারে।

সন১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে, সাধারণ রূপে দখল করা জমিদারীর স্বতন্ত্র হিসাব।

১০।১১ ধারামতে এজমালি মহালের একজন অংশীদার আপন অংশের মালগুজারি স্বতন্ত্র আদায় দিবার বিষয়ে জেলার কালেক্টরিতে দরখাস্ত দাখিল করিলে ১০ ধারার নিয়ম মতে কালেক্টর সাহেব ঐ দরখাস্তের নকল সহ ৬ ছয় সপ্তাহ মেয়াদে এতালা নামা প্রচার করিবেন ঐ মেয়াদ মধ্যে কেহ উপস্থিত হইয়া আপত্তি না করিলে কালেক্টর সাহেব স্বতন্ত্র হিসাব হইবার হুকুম প্রদান করিবেন ঐ হুকুমের তারিখ হইতে ঐ ব্যক্তির স্বতন্ত্র দায় বর্ত্তিল জানিতে হইবেক ইতি।

স্বতন্ত্র হিসাবের ফিচের নিয়ম পুরা মহালের এক অংশের স্বতন্ত্র হিসাব করিয়া ১০।১১ ধারা মতে দরখাস্ত করিবার জন্য।

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ২৫০৲ টাকার অধিক না হয় তবে ২৫৲ টাকা, যদি সেই অংশের জমা সালিয়ানা ২৫০৲ টাকার অধিক হয় কিন্তু ১০০০৲ টাকার অধিক না হয় তবে জমার উপর শতকরা ১০৲ টাকার হিসাবে।

যদি সেই অংশের সালিয়ানা জমা ১০০০৲ এক হাজার টাকার

২ ধারা। কোন রাইয়ত যাহাকে খাজানা দিয়া জমী ভোগ করে তাহার নিকট পাট্টা পাইবার অধিকার আছে।

রাইয়ত অবধারিত হারে ভূমি ভোগকরে তাহাদের পাট্টা পাইবার কথা।

৩ ধারা। রাইয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সময় হইতে যে হারে খাজানা দিতেছে সেই হারে পাট্টা পাইবার অধিকার আছে।

২০ বিশ বৎসর পর্য্যন্ত খাজানা পরিবর্ত্তন না হইলে যে অনুভব হয়।

৪ ধারা। উক্ত প্রদেশের রাইয়ত আপন ভূমির যে খাজানা দিয়া ভোগ করিয়া আসিতেছে করবৃদ্ধির নালিশের মোকদ্দমা আরম্ভের পূর্ব্বে ঐ খাজানা বিশ বৎসর অবধি পরিবর্ত্তন হয় নাই প্রমাণ হইলে চির কালীন ঐ খাজানায় ভোগ হওয়া জ্ঞান হইবে কিন্তু তাহার বিপরীত দশান গেলে সে অনুভব হইবেনা তাহাতে কর বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

রাইয়ত অবধারিত হারে ভূমি ভোগ না করিয়া দখলের স্বত্ব পায় তাহাদের পাট্টা পাইবার কথা।

৫ ধারা। যে রাইয়তের দখল করিবার স্বত্ব আছে তাহাদের সালিয়ানা খাজানার হারের অবধারণ না থাকিলে উপযুক্ত ও ন্যায্য হারে পাট্টা পাইবার অধিকার আছে।

রাইয়ত ১২ বারবৎসর ভূমি ভোগ করিলে তাহার দখলের স্বত্ব থাকার কথা।

৬ ধারা। রাইয়ত ১২ বার বৎসর কোন ভূমি চাষ কি ভোগ করিলে তাহার দখলের স্বত্ব ঐ ভূমিতে থাকিবে কিন্তু সন করারে কিম্বা মিয়াদি পাট্টা ক্রমে ভোগ হইলে ঐ বিধি খাটিবে না।

করার লিখিয়া দিলে নিয়ম রক্ষা করিবার কথা।

৭ ধারা। ভূম্যধিকারী ও রাইয়তের মধ্যে যদি লেখাপড়া হইয়া ভূমির চাষ করিবার কোন নিয়ম নিরূপণ হইয়া থাকে, তবে সেই নিয়ম পত্রে ইহার পূর্ব্ব ধারার বিপরীত কোন স্পষ্ট নিয়ম থাকিলে ঐ ধারার কোন কথাতে সেই নিয়মের হানি হইবেনা।

যে রাইয়তের দখলের স্বত্ব নাই তাহার পাট্টা পাইবার কথা।

৮ ধারা। যে রাইয়তের দখলের স্বত্ব নাই সে ব্যক্তি যাহাকে খাজানা দেয় এবং যে হারে খাজানা দিবার নিয়ম থাকে কেবল সেই হারে পাট্টা পাইতে পারে।

পাট্টা পাইবার মোকদ্দমা কালে মিয়াদের অনৈক্য হইলে সেই মিয়াদ আদালত স্থির করিবার কথা।

৯ ধারা। যে রাইয়তের ভূমি দখল করিবার স্বত্ব থাকে সে পাট্টা পাইবার মোকদ্দমা করিলে ঐ পাট্টা যত দিনের জন্য দিতে হইবে বিবাদের স্থলে আদালত স্থির করিবেন কিন্তু ১০ দশ বৎসর মিয়াদের অধিক না হয়।

যাহারা পাট্টাদেয় তাহাদের কবুলতি পাইবার অধিকার আছে।

১০ ধারা। যে কোন ব্যক্তি পাট্টাদেয় তাহারা ঐ পাট্টার নিয়মানুসারে কবুলতি পাইতে পারে।

প্রজাগণের নিকট হইতে অধিক টাকা লওয়া ও কবজ না দিবার বিষয়ে হানি পুরণের কথা।

১১ ধারা। যে ব্যক্তি প্রজাগণের নিকট হইতে আবয়াব বলিয়া খাজনা সেওয়ায় বেশী টাকা আদায় করে এবং খাজনা লইয়া কবজ দিতে স্বীকার করেনা তবে যত টাকা লওয়া গেল তাহার দ্বিগুণ টাকা প্রজাকে হানি পুরণ স্বরূপ ফেরত দিতে হইবেক আর কবজে যে সনের টাকা লওয়া হইল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিবেক তাহা না হইলে কবজ না দেওয়া জ্ঞান হইবেক।

খাজানার নিমিত্তে কি অন্য কারণে প্রজাকে বল পূর্ব্বক আনাইতে নাপারিবার কথা।

১২ ধারা। খাজানা প্রভৃতি কোন কারণে প্রজাকে বল পূর্ব্বক আনাইবার জমিদারের যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হইয়াছে এই আইন মতে বাকী খাজানা করিয়া ক্রোক বিক্রয় ব্যতীত প্রজাকে আটক করিয়া খাজানা আদায়ের নিষেধ।

প্রজাকে আটক করিয়া খাজানা আদায় করিলে হানি পুরণের কথা।

২০ ধারা। কোন রাইয়ত আপন জমাই জমী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ জমীর অধিকারী কিম্বা তাহার কর্ম্ম চারির নিকট আপন ইচ্ছার নোটিস লিখিয়া পৌষ মাসের মধ্যে এবং যে খানে ফসলী সন চলন তথায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে দাখিল করিয়া ভুমি ত্যাগ করিতে পারিবেক কিন্তু ঐ ভুমির অধিকারীগণ ঐ নোটিসে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে যে আদালতে বাকী খাজানার নালিশ হয় ঐ আদালতের নিকট সাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারিবেক তিনি ১৪ ধারার নিয়ম মতে ঐ নোটিস জারী করিয়া দিবেন।

এই আইন মতে বাকীখাজানা বলিয়া যাহাকে গণ্য হইবেক তাহার কথা।

২১ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়ত মতে খাজানার কোন কিস্তি যে দিনে দেনা পড়ে কিম্বা কিস্তি মতে যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ে কি তাহার পূর্ব্বে ঐ দেনা নাদিলে তাহা ঐ সময় হইতে বাকী জ্ঞান হইবে ও তাহার উপর সুদের কোন নিয়ম না থাকিলে ঐ বাকীর উপর শতকরা ১২৲ বার টাকা হিসাবে সুদ চলিবে।

বাকীর নিমিত্তে রাইয়ত কে উঠাইয়াদিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। বাঙ্গালা সনের শেষে অথবা বিষয় বিশেষে ফসলী কি বিলায়তি সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কোন রাইয়তের খাজানা বাকী থাকিলে তাহাকে ঐ জমী হইতে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিন্তু প্রজার দখলী স্বত্ব কি পাটার মিয়াদ থাকিলে এই আইনের বিধান মতে ডিক্রী কি হুকুম জারী ভিন্ন তাহাকে উঠান যাইতে পারিবেক না।

ইজারাদারের টাকা বাকী নির্ণয় হইলে তাহার ইজারা ব্যর্থ হইবার কথা।

২৩ ধারা। মিয়াদি ইজারাদার অথবা স্বত্ব বিহীন প্রজার খাজানা বাকী পড়া নির্ণয় হইলে ঐ ইজারাদার বা প্রজাকে এই আইনের বিধান মতে ডিক্রী কি হুকুম জারীর দ্বারা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক।

বাকী খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৯ ধারা। বাকী খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমা বাঙ্গালা সনের বাকীর দাওয়া হইলে সেই সনের শেষ দিন অবধি কিম্বা ফসলী কি বিলায়তি সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন অবধি ৩ তিনি বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে পরন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সনে যে হারে খাজানা দেওয়া হইত সন১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা কিম্বা এই আইনের ১৪ ধারা মতে খাজানা বৃদ্ধির নোটিস জারী করিয়া ঐ নোটিসের লিখিত বৃদ্ধি জমার নালিশ করিতে হইলে জারীর তারিখ হইতে ৩ মাস মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

টাকা কি কাগজ কি হিসাবের নিমিত্তে গোমস্তার নামে মোকদ্দমা বিষয়ের কথা।

৩০ ধারা। গোমস্তার হাতে যে টাকা কিম্বা যে হিসাব কি কাগজ পত্র থাকে তাহা পাইবার মোকর্দ্দমা তাহার কর্ম্ম থাকিবার কোন সময় কিম্বা কর্ম্ম গেলে পর এক বৎসর মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে কিন্তু গোমাস্তার কাগজ পত্রের দ্বারা কোন প্রতারণা যানিতে পারাগেলে ঐ সময় হইতে এক বৎসর মধ্যে মোকর্দ্দমা করিতে হইবে কিন্তু কর্ম্ম যাওয়ার পর ৩ তিন বৎসর গত হইলে ঐ রূপ মোকদ্দমা করা যাইতে পারে না।

টাকাগচ্ছিত করার নোটিস দেওয়া গেলে পর ছয় মাসের মধ্যে অধিক বকীর নিমিত্ত মোকর্দ্দমার কথা।

৩১ ধারা। এই আইনের কিম্বা ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বিধান মতে খাজানার টাকা আদালতে আনামত করা গেলে যদি জমিদারের বেশী পাওনা থাকে তাহা পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা সন১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা কিম্বা এই আইনের ৪৭ ধারার লিখিত নোটিস জারী করিবার তারিখ অবধি ৬ ছয় মাসের মধ্যে করিতে হইবেক।

ভূমি মাপ হইবার প্রতি বন্ধকতা হইলে ইতি কর্ত্তব্যতার কথা।

৩৭ ধারা। যে ব্যক্তির ভূমি মাপ করিবার অধিকার থাকে সে মাপ করিতে মনস্থ করিলে যদি ভূমির দখল কারেরা মাপ

অবিভক্ত মহালের কি তালুকের অংশীদের পক্ষে ডিক্রী জারী করিবার কথা।

৬৪ ধারা। অবিভক্ত মহালের অংশীর নিকট তাহার অংশের বাকী খাজানার জন্য ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রী জারীতে অস্থাবর কি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহা, বাকী খাজানায় বিক্রয়ের ন্যায় ফল হইবেনা অন্য ডিক্রী ক্রমে বিক্রয়ের ন্যায় ফল হইবেক॥

খরিদদার রেজিষ্টরী না করিলে জমিদারের যাহা কর্ত্তব্য।

৬৭ ধারা। এই আইন মতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করা যায় তাহার ক্রেতা নীলামের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিবস মধ্যে জমিদারের কি অন্য ভূম্যধিকারীর সেরেস্তায় রেজিষ্টরী বহিতে ক্রেতা বলিয়া আপনার নাম লেখাইবার জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করিবেক। এবং বাকীদার যে২ বিধান ও নিয়ম মতে ঐ পেটাও তালুক ও ভূমি ভোগ করিত সেই২ বিধান ও নিয়মানুযায়ী কবুলতি লিখিয়া দিবে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে ঐ প্রার্থনা না করিলে উক্ত ক্রেতার নামে কবুলতি পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিবেক।

খাজানার নিমিত্তে ভূমির শস্যাদি ক্রোক হইতে পারিবার কথা

৬৮ ধারা। ভূমির যত খাজানা দিতে হয় তজ্জন্য ঐ ভূমির শস্যাদি বন্ধক থাকা জ্ঞান করিতে হইবে ২১ ধারার নির্দ্দিষ্ট বাকী খাজানা পাওনা থাকিলে জমিদার কি লাখেরাজ দার ও ইজারদার ও মফঃস্বলী তালুকদার প্রভৃতি অন্য যে ব্যক্তির অব্যবহিত রূপে চাষির স্থানে খাজানা পাইবার স্বত্ব থাকে তাহারা সেই বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা না করিয়া ভূমির ফসল ক্রোক করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারে কিন্তু চাষিরা ঐ বাকীর জামীন দিলে কিম্বা আংশিক মহাল ঐ রূপ ক্রোক হইবেনা।

কোন২ স্থানে ক্রোক না হইবার কথা।

৬৯ ধারা। এক বৎসরের অধিক কালের বাকীর নিমিত্তে এবং বেশী খাজানা পাইবার দাওয়া হইলে ঐ রূপ ক্রোক হইবে না।

শক্তি ক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

৭০ ধারা। ফসল ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা জমিদারগণকে দেওয়া হইল ঐ রূপ ৬৮ ধারা মতে খাস মহালের সরবরাহ কার গণ কেও এবং জমিদারের ক্ষ্যমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি গণকেও দেওয়াগেল।

নীলামের পূর্ব্বে বাকীদার ক্রোকের খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে চাহিলে ক্রোক উঠাইয়া দিবার কথা।

৭৭ ধারা। নীলামের পূর্ব্বে শস্যাদির স্বামী ঐবাকী মায় খরচা দিতে চাহিলে তৎক্ষণাত ক্রোক উঠাইয়া লইবেক।

নীলাম করিবার প্রার্থনা।

৭৮ ধারা। যে আদালতে বাকী খাজানার নালিশ হইতে পারে ঐ আদালতে ক্রোক করা দ্রব্যাদি গোলাজাত করার তারিখ হইতে ৫ পাঁচ দিনের মধ্যে নীলাম হইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

সন১৮৭৬ সালের ৭ আইন।

কালেক্টরিতে নামজারী।

১। এই আইন মতে নাম জারী করাইতে হয়, অর্থাৎ নতন জমি দারী খরিদ করিলে এই আইন অনুসারে দরখাস্ত করিয়া খরিদারের নাম কালেক্টরিতে পত্তন করাইবার জন্য, নিম্নের নিয়ম মতে ফিচ দাখিল করিলে নাম জারী হয়।

কালেক্টরিতে নাম জারীর ফিচের নিয়ম।

যে মহালের যত টাকা কালেক্টরিতে মালগুজারি দিতে হয়, তাহার শতকরা ।০ চারি আনা হিসাবে ফিচ দাখিল করিতে হয়। আর লাখিরাজ সম্পত্তির আয়ের উপর সতকরা ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে ফিচদিতে হয়।

সন১৮৭৭ সালের ৩ তিন আইন।

রেজিষ্ট্রেশণ।

১। এই আইন মতে দলিলাদী রেজিষ্টরী করাইতে হয়।

রেজিষ্টরী করাইবার সময়ের নিয়ম।

২। দলিলাদী লিখিত পঠিতের তারিখ হইতে ৪ চারি মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী আপীশে উক্ত দলিল দাখিল করিয়া রেজিষ্টরী করাইতে হয়। আর সময় গতে ৭ দিন মধ্যে রেজিষ্টরী করাইলে দ্বিগুণ ফিঃদিতে হয় তাহার পর ১ এক মাসের মধ্যে হইলে চারিগুণ আর তাহার পর ৪ চারি মাসের মধ্যে হইলে ১০ দশ গুণ ফিঃদিলে রেজিষ্টরী হয়।

খাজানার টাকা দশ বৎসরের একত্রিত করিয়া, তাহার দশ ভাগের, এক ভাগে যত টাকা হয়, তৎতুল্য কবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

ইজারা, এবং পত্তনি প্রভৃতিরও, উপরোক্ত নিয়মে পাট্টার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

বণ্টন পত্র।

যে সম্পত্তি বিভাগ হইবে, তাহার এক২ ভাগের মূল্য যে পরিমাণ টাকা হয়, তৎতুল্য খতের ষ্ট্যাম্প এক২ ভাগের জন্য দিতে হয়।

একরার, এগ্রীমেণ্ট, বায়না নামা।

যত টাকার লেখাপড়া হউক মোট ॥০ আট আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

আম মোক্তার নামা।

পাঁচ জন পর্য্যন্ত মোক্তার নিযুক্ত করিলে, এক খানি ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পে হইবে, তাহার উপর এক হইতে আর পাঁচ জন পর্য্যন্তমোট ১০৲ দশ টাকা, তাহার উপর যত জন হইবে, প্রতি জনে ১৲ এক টাকা হিসাবে বেশী ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ক্ষমতার মোক্তার নামা।

একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য জন্য এক কি২ দুইজন কে ক্ষমতা দিলে, ১৲ এক টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

খাস মোক্তার নামা।

এক খানি দলিল রেজিষ্টরী করিবার জন্য এক কি ততধিক জনকে কে ক্ষমতা দিলে, ॥০ আট আনার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।

কৃষি কারী প্রজার চষত জমীর মেয়াদী ঠিকা পাট্টা।

সাদা কাগজে পাট্টা এবং কবুলতি হইবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেনা।

কবুলতি।

এক টাকার নুন পাট্টার কাগজ হইলে পাট্টা ও কবুলতির সমান২ কাগজ লাগে।

ইজারা এবং পত্তনির কবুলতি।

পাট্টা এবং কবুলতি এক রূপ সর্ত্তে হইলে যত টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্পের পাট্টা হউক কবুলতি ১৲ এক টাকার ষ্টাম্পে হইবে।

নায়েব এবং গোমাস্তা প্রভৃতির কার্য্যের কবুলতি।

নায়েব এবং গোমাস্তা যত টাকারদায়ী হইয়া কবুলতি লিখিয়া দেয় তৎতুল্য খতের ষ্ট্যাম্পে ঐ কবুলতি হইবে।

নায়েব এবং গোমাস্তার জাম্নিনী নামার ষ্ট্যাম্প।

বেতাইনি ৫৲ পাঁচ টাকা মুল্যের ষ্ট্যাম্পে হইবেক। আর যদি কবুলতিতে দায়ী থাকা টাকার পরিমাণ, জামিনী হয় তবে কবুলতির তুল্য ষ্ট্যাম্প।

(দান পত্র)

যে সম্পত্তি দান হইবেক তাহার যে পরিমাণ মূল্য হইতে পারে তৎতুল্য কবালার ষ্ট্যাম্প ১৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবেক তাহার উপর ১৬০০৲ টাকা হইতে যত টাকা হউক মোট ১৬৲ টাকার ষ্ট্যাম্প

(উইল)

উইল সাদাকাগজে হইবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক না।

(কিস্তীবন্দী)

যত টাকার কিস্তী বন্দী হইবেক সেই পরিমাণ খতের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক।

(বন্দকী খত, কিম্বা মর্টগেজ)

বন্দকী সম্পত্তি দখল দিতে, কি দখল দিতে স্বীকার হইলে যত টাকার লিখিত পঠিত হয় তাহার কবালার কাগজ, আর বন্দকী সম্পত্তিতে দখল না দেওয়া গেলে সাদা খতের যে ষ্ট্যাম্প লাগিত সেই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক।

(দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র)

দত্তক পুত্র গ্রহণের অনুমতি পত্র মোট ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্পে হইবেক।

(মাস হারা বা তনখা নামা)

জীবন স্বত্বের তনখা নামা হইলে এক বৎসরে যত টাকা তনখা দিতে হয় তাহা ১২ বারগুণ করিলে যে পরিমাণ টাকা হইবে তৎ-তুল্য কবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, আর যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দিবার নিয়ম হয় তাহা হইলে বাৎসরিক যত টাকা হয় তাহাকে ২০ বিশ গুণ করিলে যে টাকা হইবেক তৎতুল্য কবালার কাগজ দিতে হয়।

(হেবানামা)

যত টাকার সম্পত্তি হেবা করা হয় তৎতুল্য কবালার কাগজ লাগে

(কটকবালা)

যত টাকার কটকবালা হয় তৎতুল্য কবালার কাগজ লাগে।

(রসিদ)

কুড়ি টাকা হইতে যত টাকা হয় ⁄৹ এক আনা দামের আটাল ষ্ট্যাম্প বসাইতে হয় ঐ রূপ পাষবহি ও মহাজনি খাতায় ষ্ট্যাম্প বসাইতে হয়। এবং খাজানার দাখিলাতেও বসাইতে হয়।

(হেণ্ড নোট) অনডিম্যান্ও হেণ্ড নোট হইলে যত টাকার হউক ⁄৹ এক আনা দামের রসিদ ষ্ট্যাম্প দিতে হয়।